বাংলা ও মারাঠি ভাষার তুলনামূলক অধ্যয়ন

বিন্দু লাহিড়ী

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : মাঘ - ১৯৬৫

মুদ্রক :

অনুপ প্রিন্টার্স
বামাপুরা, বারাণসী - ২২১০১০

উৎসর্গ

পূজনীয় ৺অমরেন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী'র
স্মৃতিতে

নিবেদন

বাংলা ও মারাঠি দুটি ভাষাই আর্যভাষা সম্ভূত। মাগধী থেকে বাংলার জন্ম ও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে মারাঠির। কাজেই দুই ভাষাব মধ্যে কিছু মিল প্রত্যাশিত। তবে প্রচিীন ভারতীয় আর্য ভাষা অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন বিশিষ্টতা অর্জন করেই বিভিন্ন প্রাকৃতের জন্ম দিযেছিল। এই জন্য দুই ভাষায় বৈসাদৃশ্যও কম নয়। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই দুই ভাষাব সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সন্ধান করা হয়েছে। ধ্বনিতত্ত্ব ক্ষেত্রে, ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, রূপতত্ত্ব, শ্বাসাঘাতে, শব্দ ভাণ্ডারে সাদৃশ্য ও পার্থক্য দুই নজরে পড়ে। আমরা এই সমস্ত দিকে দুই ভাষার বিশিষ্টতাগুলির তুলনামূলক আলোচনা করেছি। আমার এই গবেষণা নিবন্ধের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ড: সত্যনারায়ণ দাশ এবং সহ তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মারাঠি বিভাগের অধ্যক্ষ ড: শ্রীমতী সুনন্দা দাশ। তাঁদের উপদেশ নির্দেশে এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। তাঁদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

আমার বিভাগের অধ্যাপক - অধ্যাপিকারা সকলে গবেষণার কাজে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। ড: শুকদেব সিংহ, ড: ব্রততী চক্রবর্ত্তী, ড: অলোকা চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী গুরু শরণ রায় চৌধুরী প্রমুখ সকলকেই আমি আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড: উজ্জ্বল মজুমদার মহাশয়কে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। এই গ্রন্থ প্রকাশন সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেছে। শ্রী শিবচন্দ্র ভাদুড়ী (মামা), আমার প্রয়োজন মত নানা দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করে

দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। দ্রুত গতিতে টাইপের কাজ সম্পন্ন করাবার জন্য আমার বিশেষ সহযোগিতা করেছেন শ্রী রাণা চক্রবর্ত্তী ও বিভাগের শ্রী শশাঙ্ক চরণ ভট্টাচার্য তাঁদেরও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রী অনুপ দত্ত ও মিঠু গোস্বামীকে শুধু মুদ্রণের কাজের জন্যই নয় বরং এই হিন্দী ভাষী অঞ্চলে নানারকম অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও যেভাবে তাঁরা বাংলা ভাষার সেবা করছেন তাঁর জন্য জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। তাছাড়া আমার পরিবারের সকলে আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের মধ্যে শাশুড়ী মা শ্রীমতী অঞ্জলি লাহিড়ী, স্বামী শ্রী শুভেন্দু লাহিড়ী, মা শ্রীমতী প্রতিমা চক্রবর্ত্তী বাবা শ্রী মণিমোহন চক্রবর্ত্তী ও দিদি শ্রীমতী শুভ্রা ব্যানার্জী প্রভৃতির বিশেষ আনুকূল্য ও স্মরণীয়। এঁদের সকলকেও আমার প্রণাম জানাই।

পরিশেষে 'পুস্তক বিপণি'র শ্রী অনুপ মোহিন্দ্র যিনি পুস্তক বিক্রয়ের বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ।

ইতি

বিন্দু চক্রবর্ত্তী লাহিড়ী

সূচী পত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

সংকেত সূচী

অ	–	অবধী
অপ	–	অপভ্রংশ
অব	–	অবহট্‌ঠ
অর্ধ মা.	–	অর্ধ মাগধী
আ	–	আরবী
ইং	–	ইংরেজী
ঋ. বে	–	ঋগ্‌বেদ
ও., ওড়ি	–	ওড়িয়া
ক	–	কন্নড়
গ্রী	–	গ্রীক
তে	–	তেলুগু
দ্রা	–	দ্রাবিড়
পা	–	পাঞ্জাবী
পা	–	পালি
পো	–	পোর্তুগীজ
প্রা	–	প্রাকৃত
প্রা. বা	–	প্রাচীন বাংলা
ফা	–	ফার্সী
বা., বাং	–	বাংলা
বৈ	–	বৈদিক

ব্র.বু		-	ব্রজ বুলি
ম.বা		-	মধ্য বাংলা
মা.	মাগ	-	মাগধী
মারা,	মা	-	মারাঠি
মাহা		-	মাহারাষ্ট্রী
মৈ		-	মৈথিলী
শৌ		-	শৌরসেনী
শৌ.	প্রা	-	শৌরসেনী প্রাকৃত
সং		-	সংস্কৃত
হি		-	হিন্দী
অর্ধ	ত	-	অর্ধতৎসম
উ.পু		-	উত্তম পুরুষ
এ.ব		-	এক বচন
ক্লী		-	ক্লীব লিঙ্গ
চর্যা		-	চর্যাপদ
তৎ		-	তৎসম
তু		-	তুলনীয়
পুং		-	পুং লিঙ্গ
প্র.পু		-	প্রথম পুরুষ
প্রা		-	প্রাচীন
প্রাতি		-	প্রাতিপাদিক

ব. ব., বহুব	-	বহুবচন
মধ্য পু.,ম.পু	-	মধ্যম পুরুষ
স্ত্রী	-	স্ত্রী লিঙ্গ

ভাষার ইতিবৃত্ত - ড: সুকুমার সেন

F.M.L.	-	The Formation of the Marathi Language
	-	Translated by Dr. Dev Raj Chanana
O.D.B.L.	-	The Origin and Development of the Bengali Language

প্রথম অধ্যায়

দুটি ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস

ভূমিকা —

মারাঠি ও বাংলা একই বংশোদ্ভূত ভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্য (বৈদিক) ভাষা থেকে প্রাকৃতে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই দুটি ভাষার উদ্ভব। আর্যরা ভারতে আগমনের কিছুকাল পরে বৈদিক ভাষার ধ্বনি-রূপে পরিবর্তন আসে এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃতে রূপান্তরিত হয়। প্রাকৃতের সাধারণ লক্ষণগুলি এইরূপ :

(১) **স্বর ধ্বনির সংখ্যা হ্রাস**

'ঋ (ঌ), ৠ' স্বরধ্বনিতে পরিবর্তন, 'ঐ, ঔ' ধ্বনি 'এ, ও' ধ্বনিতে পরিণত। যুগ্ম ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী 'এ, ও' ধ্বনির হ্রস্বতা। সংবৃত অক্ষরে দীর্ঘ স্বরের হ্রস্বতা।

(২) **ব্যঞ্জন ধ্বনির লোপ**

পদান্তে (প্রধানত ম-কার ক্বচিৎ ন-কার জাত) অনুস্বার ছাড়া ব্যঞ্জন ধ্বনির লোপ।

(৩) যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির সরলতা (পদের আদিতে), বিশ্লেষ (স্বরভক্তির সাহায্যে) অথবা যুগ্মধ্বনিতা।

(৪) 'শ', 'ষ', 'স'-কারের স্থানে শুধু একটি 'স' অথবা 'শ' ধ্বনির ব্যবহার।

(৫) ব্যঞ্জন ধ্বনির লোপ প্রবণতা অথবা হ্-কারে পরিণতি — স্বরমধ্যগত অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন ধ্বনির লোপ হত অথবা মহাপ্রাণ হলে হ্-কারে পরিণত হত।

(৬) **শব্দরূপের সরলতা**

ব্যঞ্জনান্ত শব্দের স্বরান্ততা দ্বিবচনের লোপ, ঋ-কারান্ত শব্দের লোপ। নামরূপে সর্বনাম বিভক্তির ব্যবহার। ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ-ক্লীবলিঙ্গ পদে অ-কারান্ত শব্দরূপের প্রভাব। বহুবচনে প্রথমা দ্বিতীয়ার ভেদ প্রায় লুপ্ত। চতুর্থী বিভক্তির লোপ। পঞ্চমীর স্থানে তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবহার।

(৭) ধাতুরূপে আত্মনেপদের ও দ্বিবচনের লোপ, অভিপ্রায় ও নির্বন্ধ ভাবের লোপ, লিট্ কালের লোপ, লঙ-লুঙ্ কালের সমাহার ও ক্রমশ লোপ। অসমাপিকার বৈচিত্র্য হ্রাস। নিষ্ঠা 'ত', 'তবৎ' প্রত্যয়ান্ত শব্দের অতীতকালের অর্থে ব্যবহার।

(৮) **বাক্যে পদ সংস্থানের সার্থকতা**

বিভক্তিলোপের ফলে বাক্যে পদ সংস্থানের সার্থকতা। কর্তা-কর্ম ব্যতিরিক্ত কারকে বিভক্তির অর্থে বিশিষ্ট শব্দের অথবা প্রত্যয়ের ব্যবহার।

(৯) **ছন্দঃপদ্ধতি মাত্রামূলক এবং বিষমমাত্রিক।**

অঞ্চলভেদে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার কয়েকটি পৃথক-পৃথক লক্ষণ ফুটে ওঠে। এজন্য বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃত স্বতন্ত্র - স্বতন্ত্র নামে চিহ্নিত হয়। পূর্ব অঞ্চলের প্রাকৃত 'মাগধী প্রাকৃত' নামে অভিহিত, দক্ষিণ - পশ্চিম অঞ্চলের প্রাকৃত মাহারাষ্ট্রী, মথুরা অঞ্চলের প্রাকৃত শৌরসেনী প্রাকৃত ইত্যাদি। এছাড়া আরো কয়েকটি প্রাকৃতের নাম পাই, তবে আমাদের আলোচনার সীমা মাহারাষ্ট্রী ও মাগধীর মধ্যেই আবদ্ধ, কারণ দুইটি প্রাকৃত থেকে যথাক্রমে মারাঠি ও বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে।

সমস্ত প্রাকৃতের মধ্যে মাহারাষ্ট্রী ছিল আদর্শ প্রাকৃত। প্রাকৃত বৈয়াকরণ বলেছেন —

"মাহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদ:।"

এই ভাষা ছিল শিষ্ট জনের ভাষা, এবং ভাষা ছিল সুমিষ্ট। এই প্রাকৃতের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখ্য হল :

১. পদান্তের অ: ও- তে পরিণত হত।

২. 'শ' 'ষ' 'স' — এই তিনটি শিসধ্বনির মধ্যে শুধু 'স' ধ্বনি বজায় ছিল।

৩. 'ণ', 'ন' — এর মধ্যে শুধু 'ণ' প্রচলিত ছিলো।

৪. পদমধ্যস্থ ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, ব প্রায়ই লুপ্ত হত। মহাপ্রাণ ধ্বনি লুপ্ত হয়ে 'হ-কার' বজায় থাকত। হালের 'গাহাসত্তসঈ' (গাথাসপ্তশতী) থেকে একটি উদ্ধৃতি দিলে এই প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যগোচর হবে।

"রন্ধণকম্মণিউণিএ মা জুরসু রত্তপাডলসুঅন্ধং
মূহমারুঅং পিঅন্তো সিহি ধূমাই ণ পজ্জলই।"

সংস্কৃত (রন্ধনকর্মনিপুণিকে মা জ্বরসু রক্তপাটলসুগন্ধং - রূপ মুখমারুতং পিবন্তো শিখী ধূমায়তি ন প্রজ্বলতি।) মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে মারাঠি ও কোঙ্কণী ভাষার জন্ম। মারাঠির আদি নিদর্শন পাওয়া যায় কতকগুলি শিলালিপিতে। এই শিলালিপিগুলি দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হয়েছিল। এই শতাব্দীর একজন বিখ্যাত লেখক 'মুকুন্দরাম' এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন জ্ঞানদেব। তিনি গীতার টীকা 'জ্ঞানেশ্বরী' রচনা করেন। এই শতাব্দীতেই নামদেবও আবির্ভূত হন। তাঁর কিছু ভক্তিরচনা (অভঙ্গ) গ্রন্থসাহেবে সংকলিত আছে।

মারাঠি ভাষার স্তর ভেদ

মারাঠি ভাষাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রী: পর্যন্ত কালপর্ব 'যাদবকালীন মারাঠি' নামে পরিচিত। এ সময় মাহারাষ্ট্রে যাদবদের রাজত্ব চলছিল। ১৩৬০ খ্রী:

থেকে ১৬০০ খ্রী: পর্যন্ত'বাহমনীকালীন মারাঠি'। ১৬০০ খ্রী: থেকে ১৭০০ খ্রী: পর্যন্ত 'শিবকালীন মারাঠি'। ১৭০০ — ১৮৫০ 'পেশোয়াকালীন মারাঠি' এবং তারপর আধুনিক যুগের সূচনা। 'ইংরেজকালীন মারাঠি'নামে পরিচিত এই পর্বের ভাষা। মারাঠি ভাষা ১,১৮,৭৫৮ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে প্রচলিত। এর পূর্বসীমায় তেলুগু, উত্তরে গুজরাতি, হিন্দী এবং দক্ষিণে কন্নড় ভাষা চলে।

মারাঠি ভাষার উপভাষা

মারাঠি ভাষার প্রধান উপভাষা সাতটি —

১. বর্রাড়ী
২. হলবী
৩. কোঙ্কনী
৪. গোমন্তকী
৫. কুণ্ডালী
৬. খানদেশী - অহিরানী
৭. ডাঙ্গী

১. বর্রাড়ী -

কুলচানার পূর্বভাগ, এলিচপুর, বেতুল, শিউনি, বালাঘাট, ভণ্ডারা, চান্দা, বনী, বাশীম অঞ্চলে এই উপভাষা প্রচলিত।

২. হলবী -

মধ্য প্রদেশের বাস্তার, চান্দা, রায়পুর, ভাণ্ডারার কিছু কিছু অংশে প্রচলিত হলব লোকদের উপভাষা।

৩. কোঙ্কনী -

পশ্চিমঘাট অঞ্চলের দমন, গোয়া পর্যন্ত তিনশ মাইল ভূখণ্ডে প্রচলিত।

৪. দক্ষিণ কোঙ্কনী বা গোমন্তকী -

কুড়ালী বা মালবনী ভাষা - ভাষী গোয়ার কিয়দংশে প্রচলিত। এ ভাষায় পর্তুগীজ ভাষার প্রভাব বেশি।

৫. কুড়ালী -

কোঙ্কনী ও গোমন্তকীর মধ্যবর্তী, মালবন, বেঙ্গুলা, যাবন্তবাড়ি, কুড়াল অঞ্চলে চলে।

৬. খানদেশী - অহিরানী -

খানদেশ অঞ্চলের উপভাষা। দক্ষিণে নাসিক ও পূর্বে বহরামপুর পর্যন্ত এ উপভাষা প্রচলিত।

৭. ডাঙ্গী -

ডাঙ্গ অঞ্চলের ডঙ্গ নামে কথিত উপভাষা। গুজরাত সংলগ্ন অঞ্চলে এই উপভাষাটি প্রচলিত। কেউ কেউ এই ভাষাটিকে গুজরাটির উপভাষা বলে অভিহিত করেছেন। গ্রীয়ার্সনের মতে গুজরাটির সঙ্গেই এর সম্বন্ধ নিকটতর।

বাংলা

পূর্বদেশের প্রাকৃত অর্থাৎ মাগধী থেকে বাংলার জন্ম। অন্য প্রাকৃতের তুলনায় মাগধীর কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল।

১. প্রথমার একবচনে সংস্কৃতের অ: > এ হত।
২. 'শ', 'ষ', 'স' — এই তিন ধ্বনির স্থলে একটি 'শ' ধ্বনি।
৩. র > ল — এ পরিণত হত।

মাগধীর সর্বপ্রাচীন নমুনা পরেশনাথ পাহাড়ে যোগীমারা গুহায় প্রাপ্ত একটি শিলালেখে পাওয়া যায় —

শুতনুক নম দেবদশিক্যি
তং কময়িথ বলনশেয়ে
দেবদিনে নম লুপদখে।

সংস্কৃত নাটকে স্ত্রীলোক ও নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদের মুখে মাগধী প্রাকৃতে সংলাপ রচনা করা হত। সেখানে মাগধীর পূর্ণ রূপ পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পর মাগধী প্রাকৃত মাগধী অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠে রূপান্তরিত হয়। তার মধ্যে দুটি ভেদ নজরে পড়ে।

১. পশ্চিমা
২. পূর্বী

কালক্রমে পশ্চিমা থেকে তিনটি ভাষার জন্ম হয় :

১. ভোজপুরী, ২. মৈথিলী, ৩. মগহী।

এবং পূর্বী থেকে জন্ম নেয় আদিম-বাংলা। দ্বাদশ শতাব্দীতে এর থেকে ওড়িয়া ভাষার উদ্ভব। আর তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে অসমীয়া নতুন ভাষা রূপে বিকশিত হয়ে ওঠে।

বাংলা ভাষার স্তর ভেদ

বাংলা ভাষার চারটি স্তর - ভেদ কল্পনা করা হয় —

১. আদিযুগ — (দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী)

২. আদি মধ্যযুগ — (ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী)

৩. অন্ত্য মধ্যযুগ — (১৬০০ — ১৭৯৯ খ্রী:)

৪. আধুনিক যুগ — (১৮০০ খ্রী: থেকে সূচনা)।

বাংলা উপভাষা

বাংলা ভাষার উপভাষা পাঁচটি —

১. রাঢ়ী — রাঢ় অঞ্চলের উপভাষা হল রাঢ়ী।

২. বঙ্গালী — পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষা।

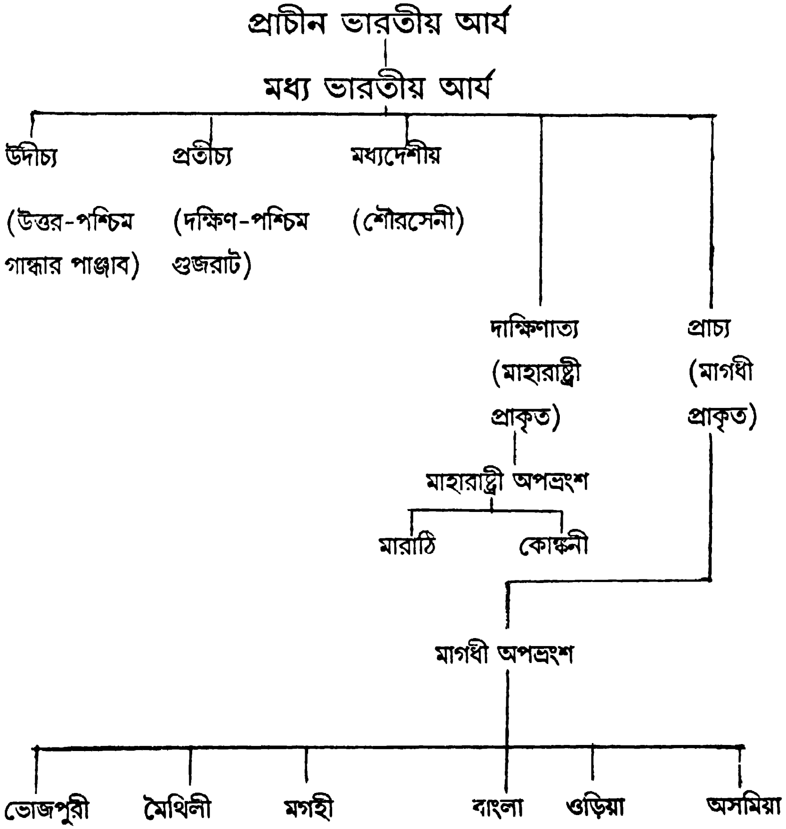
৩. **কামরূপী** — আসাম সংলগ্ন অঞ্চলের উপভাষা।

৪. **ঝাড়খণ্ডী** — বাংলার দক্ষিণ - পশ্চিম প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচলিত।

৫. **বরেন্দ্রী** — বরেন্দ্র অর্থাৎ উত্তর বঙ্গের কথ্য ভাষা।

দেখা যাচ্ছে একই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে দুটি ভাষার জন্ম হলেও উভয়ের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান যথেষ্ট। প্রাকৃতের যুগেই আঞ্চলিক বিশিষ্টতা অনুযায়ী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য জন্ম নিয়েছিল। আবার একই বর্গের ভাষা বলে বৈদিকের উত্তরাধিকারও দুই ভাষায় আছে। এজন্য বাংলা ও মারাঠি ভাষাতে সাম্য ও বৈষম্য উভয়ই দেখা যাবে। সাম্যের চেয়ে বৈষম্যই বেশি প্রত্যাশিত। দুই ভাষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্য - বৈষম্যের সন্ধান করা হয়েছে পরবর্তী অংশে।

বাংলা ও মারাঠি ভাষার বংশ পরিচয় নীচে দেওয়া হল :



দ্বিতীয় অধ্যায়

দুই ভাষার ধ্বনি

প্রাচীন ভারতীয় আর্য অর্থাৎ বৈদিক ভাষা ধ্বনির দিক থেকে সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু প্রাকৃতের যুগে স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় ধ্বনির সংখ্যা কমে যায়। ফলে মাহারাষ্ট্রী ও মাগধী দুই প্রাকৃতেরই স্বর - ব্যঞ্জনের সংখ্যা কম হয়। সেইজন্য মধ্যভারতীয় দুটি ভাষাতেও ধ্বনির সংখ্যা কম। বাংলার ধ্বনিগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে —

স্বর

প্রকৃতি	পশ্চাৎ	মধ্য	সম্মুখ
সংবৃত	'উ', 'ঊ'		'ই', 'ঈ'
অর্ধ-সংবৃত	'ও', 'ও:'		'এ', 'এ:'
অর্ধ-বিবৃত	'অ', 'অ'		'এ্যা'
বিবৃত	আ:	আ	

যৌগিক স্বর — 'ঐ', 'ঔ'

ব্যঞ্জন

	কণ্ঠ্য	মূর্ধন্য	তালব্য	তালব্য	দন্ত্য-মূলীয়	দন্ত্য	দন্তৌষ্ঠ্য	ওষ্ঠ্য
স্পর্শ	ক,গ	ট,ড				ত,দ		প,ব
মহা-প্রাণ	খ,ঘ	ঠ,ঢ				থ, ধ		ফ,ভ
				চ,ছ, জ,ঝ				
নাসিক্য		ঙ			ন			ম
					ল			
তাড়িত		ড়			র			
উষ্ম		ষ		শ	য,স		ফ়,ব়	হ
অর্ধ-স্বর			য়					ওয়

১. বাংলায় তিনটির বদলে একটি 'শ' ধ্বনি আছে।

২. বাংলায় মূর্ধন্য 'ণ' উচ্চারণে নেই।

৩. বঙ্গালীতে 'চ, ছ'-র দন্ত্য উচ্চারণ হয়।

দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া মারাঠির সঙ্গে বাংলা ধ্বনির বিশেষ পার্থক্য নেই।

মারাঠির স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণী বিভাগ

প্রকৃতি	স্বর	ব্যঞ্জন		অন্তঃস্থ অর্ধ-স্বর	উষ্ম
		অঘোষ	ঘোষ	ঈষৎ স্পৃষ্ট	
কণ্ঠ্য	অ, আ	ক, খ	গ, ঘ, ঙ		হ্
তালব্য	ই, ঈ	চ, ছ	জ, ঝ, ঞ	য	শ
মূর্ধন্য		ট, ঠ	ড, ঢ, ণ	ळ,র	ষ
দন্ত্য		ত, থ	দ, ধ, ন	ল	স
ওষ্ঠ্য	উ, ঊ	প, ফ	ব, ভ, ম		
কণ্ঠ্য তালব্য	এ, ঐ				
কণ্ঠৌষ্ঠ্য	ও, ঔ				
দন্তৌষ্ঠ্য				ব(ব)	

দেখা যাচ্ছে মারাঠির ধ্বনিগুলি বাংলারই মতো। তবে মারাঠিতে কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। যা নিম্নলিখিত —

১. মারাঠিতে 'ঋ' — 'রূ' বা 'রু' রূপে উচ্চারিত হয়।

২. 'চ'— এর দন্ত্য এবং তালব্য দুরকম উচ্চারণ আছে।

৩. 'ळ' — এই ধ্বনিটি বাংলায় নেই। মারাঠিতে পেশোয়াকাল পর্যন্ত এই ধ্বনিটি ছিল না, তারপরে ব্যবহার হয়। এজন্য অনুমান করা হয় এটি তেলুগু থেকে এসেছে। কেউ কেউ মনে করেন প্রাকৃতের স্বরমধ্যস্থ 'ল' মারাঠিতে 'ळ' হয়েছে। যেমন, —

কালত্য > কাळা

গলঅ > গळা

৪. 'হ'—ধ্বনির মৃদু ও কঠিন দু রকম উচ্চারণ আছে।

৫. 'জ্ঞ'— এর উচ্চারণ দ্ + ন্ + য় হয়।

৬. প্রাকৃতের 'ছ' মারাঠিতে 'শ' হয়েছে।

যেমন —

ক্ষেত্র > ছেত্র > শেত্র।

●

ধ্বনির পরিবর্তন

প্রতিটি ভাষার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। এজন্য ধ্বনির পরিবর্তন বিভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে হয়ে থাকে। তবে বাংলা ও মারাঠি একই আর্য বংশোদ্ভূত ভাষা। মাহারাষ্ট্রী ও মাগধী প্রাকৃতের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও অনেক সাধারণ মিলও ছিল। এজন্য ধ্বনির ক্ষেত্রে দুই ভাষায় বেশ কিছু মিল দেখা যায়। নীচে সেগুলি আলোচনা করা হল :

১. **ক্ষতিপূরণ জনিত দীর্ঘত্ব — (Compensatory Lengthening)**

প্রাকৃতের দ্বিত্ব ব্যঞ্জন লোপ হলে নব্যভারতীয় ভাষায় পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির দীর্ঘত্ব হয়। এজন্য বাংলা মারাঠি দুই ভাষাতেই এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন —

সপ্ত	>	সত্ত	>	সাত
কর্ম	>	কম্ম	>	কাম
চক্র	>	চক্ক	>	চাক

২. **স্বরভক্তি —**

পদমধ্যস্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জন বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে স্বরভক্তিতে বিশ্লিষ্ট হয়েছে — যতন, রতন, মুকুতা, বরষণ ইত্যাদি। মারাঠিতেও এ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :

শ্রী	>	সিরী
যন্ত্র	>	যন্তর
মন্ত্র	>	মন্তর
শুক্রবার	>	শুক্করবার, শুক্কিবার
ভক্ত	>	ভগত
দর্শন	>	দরশন
প্রকার	>	পরকার

এই দৃষ্টান্তগুলি বাংলায়ও লভ্য। প্রথম দৃষ্টান্তটি বাংলায় 'ছিরি' রূপে চলে।

৩. **বিপর্যাস** —

মারাঠি —	কুঠার	>	কুঢার	>	কুর্হাড
	বিচার	>	বির্হাড		
	স্নূষা	>	সুন্হব		
	উবানহ	>	বাহণ, বহাণ		
বাংলা —	হ্রদ	>	দহ		
	বাক্স	>	বাস্ক		
	রিক্সা	>	রিস্কা		

৪. **সমাক্ষর লোপ** —

মারাঠি —	শেববৃধ	>	শেবৃধ
	গুবেরাখী	>	গুরাখী
	সুকেকেলে	>	সুকেলে
বাংলায় —	চাক খড়ি	>	চাখড়ি
	নক ক্ষত্র	>	নক্ষত্র

৫. **সমীভবন** — বাংলার কথ্য ভাষার বৈশিষ্ট্য—

কর্ম	>	কম্ম
ধর্ম	>	ধম্ম
ধর্মিষ্ঠ	>	ধম্মিষ্ঠ
ভর্তি	>	ভত্তি

মারাঠিতে এই প্রবণতা দেখা যায় :

মুক্ত > মুক্ক

ব্যাঘ্র > বগ্ঘ

পক্ক > পক্ক

পরাগত সমীভবনের দৃষ্টান্ত—

তপ্ত > তত্ত

৬. আদ্য স্বরাগম —

দু ভাষাতেই চলে —

মারাঠি — স্ক্রু > ইস্ক্রু

স্কুল > ইস্কুল

স্ত্রী > অস্তরী

বাংলায় — ইস্ক্রু, ইস্টিশান, ইস্কুল, ইস্ত্রী ইত্যাদি।

৭. নাসিক্যভবন — নাসিক্যধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মারাঠি ও বাংলার মধ্যে সাদৃশ্য আছে। দুই ভাষাতেই নাসিক্য ব্যঞ্জনের লোপের ফলে পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ ও আনুনাসিক হয়েছে। উভয় ভাষার সাধারণ দৃষ্টান্ত —

আঁক > অঙ্ক

কাঁটা > কণ্টক

কোথাও কোথাও নাসিক্যধ্বনি লুপ্ত হয়ে, অ থেকেছে, নাসিক্যধ্বনির স্মৃতি হিসেবে স্বর আনুনাসিক হয় এবং ব ধ্বনির আগম ঘটে।

মারাঠি·	নাম	>	নাৱ
	আচমন	>	আঁচৱণে
	কমর	>	কঁৱব
বাংলা·	বামন	>	বাঁওন
	যমজ	>	জাঁও
	কোমল	>	কোঁঅল (কৃ. কী)

স্বতোনাসিক্যভবন —

দুটি ভাষাতেই একই রকম·

মারাঠি —	অক্ষ	>	আখ
	বক্র	>	বঙ্ক
	উচ্চ	>	উঁঞ্চ, উঞ্চা
	হাঁসণে		
বাংলায় —	অক্ষশলাকা	>	আঁকশলাই
	কক্ষ	>	কাঁখ
	অর্চি	>	আঁচ
	বক্র	>	বাঁকা

উচ্চ > প্রাবা. উঞ্চা > আবা. উঁচু

[illegible]

'ব'- এর আগম দেখা যায় :

হিম্ব, আম্বা, তাম্বা।

বাংলায় রাঢ়ের কথ্যভাষায় পদ মধ্যস্থ বা পদান্ত 'ম' 'ব' রূপে উচ্চারিত হয় :

আম > আঁব
তামা > তাঁবা
নামা > নাঁবা

মারাঠিতে নাসিক্যভবনের প্রবণতা থাকলেও নাসিক্যহীনতার দৃষ্টান্ত কম নয়। Jules Bloch বলেছেন — Marathi Presents numarous traces of denasalisation. In a number of words, where the nasal is etymological, the nasality is optional. (The Formation of the Marathi Language,Eng. Tr. P-87)

মাস 'মাংস' কথাটি মারাঠিতে প্রচলিত, বাংলাতেও চলে। বাংলার বহু শব্দে নাসিক্য ধ্বনির লোপ ঘটেছে। বাংলার পূর্বাঞ্চলের বঙ্গালী উপভাষায় আনুনাসিক স্বরের প্রয়োগ নেই।

৮. 'ক্ষ' - এর 'খ' ধ্বনিতে পরিণতি — হিন্দী বিহারী ভাষার মতো মারাঠিতেও 'ক্ষ' ধ্বনি সাধারণত 'ছ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। Jules Bloch মারাঠির এই বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে এটিকে পশ্চিম বর্গীয় ভাষা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন (The formation of Marathi Language, P. 117 Eng. Tr.)। কিন্তু তা সত্ত্বেও মারাঠিতে 'ক্ষ' ধ্বনি অনেক সময়ে 'খ' - তে পরিণত হয়েছে। ক্ষ-ধ্বনির 'খ' এ পরিণতি বাংলার বৈশিষ্ট্য। এর দৃষ্টান্ত মারাঠি ও বাংলা দু-ভাষাতেই পাওয়া যায়। যেমন —

মারাঠি — অক্ষ > আঁখ > বাং আঁখ।
ক্ষীর > খীর > বাং খীর।
ভিক্ষা > ভীক্ > বাং ভিখ্, ভিক।
ক্ষেপ > খেব্রা > বাং খেয়া।
বুভূক্ষা > ভূখ > বাং ভূখ, ভোখ।
ম্রক্ষণ > মাখনে > বাং মাখা।
পক্ষী > পাখর > বাং পাখী ইত্যাদি।

৯. ‘য’ - এর ‘জ’ - এ রূপান্তর—‘য’- ধ্বনির ‘জ’-এ পরিণতি মাগধী প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য। এজন্য বাংলায় ‘য’, ‘জ’ রূপে উচ্চারিত এবং সংস্কৃত ‘য’, ‘জ’ এ পরিণত হয়েছে।

মারাঠিতে এ জাতীয় পরিবর্তনের কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন —

আর্যিকা	>	আর্জী
ভার্যা	>	ভাজ
কার্য	>	কাজ
শয্যা	>	শেজ

শেষের শব্দগুলি বাংলাতেও প্রচলিত।

১০. শ্রুতিধ্বনি — নিম্নে কয়েকটি দুই ভাষার প্রচলিত শব্দ উল্লেখ করা হল —

বানর	>	বাঁদর		
পাদ্	>	পাব্রা	>	পোয়া
সাগর	>	সায়র		
ঘাত	>	ঘাব		
কেতক	>	কেব্রডা (মা.)	>	কেওড়া (বাং)

মারাঠি, নাগপুরী উপভাষার আদ্য ‘এ’ ধ্বনির আগে ‘য়’ ধ্বনির আগম দেখা যায়। যেমন —

এক	>	য়েক
এণে	>	য়েণে
এর	>	য়ের।

এই রকম 'য়' – শ্রুতির আগম বাংলার বীরভূমের উপভাষায়ও দেখা যায় সেখানে 'য়' - এর উচ্চারণ বজায় আছে। যেমন —

এদের > ইয়েদের
একে > ইয়েকে

এই আগম নির্দেশক সর্বনামেই সীমাবদ্ধ।

১১. দন্ত্য ধ্বনির তালব্য ধ্বনিতে পরিণতি — দুই ভাষাতে এরকম ধ্বনি পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা যায় —

মুদ > মা. মুজনে > বা. মুজানো, বুঁজানো

সিদ্ধ > মা. সিজণে, সিঝণে > বা. সিজানো

সন্ধ্যা > মা. সাঁজ > বা. সাঁজ, সাঁঝ

বন্ধ্যা > মা. বাঁঝ > বা. বাঁজা, বাঁঝ

১২. তালব্যধ্বনির উচ্চারণ — সংস্কৃত তালব্য ধ্বনির উচ্চারণ মারাঠিতে যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয়নি। অ, উ, ও ধ্বনির আগে তালব্য ধ্বনির hushing charactor নষ্ট হয়ে গেছে।

চ - ধ্বনির দন্ত্য উচ্চারণ মারাঠির বৈশিষ্ট্য — চ়ামচ়া, চ়ৌদা, চ়োর, চ়াক ইত্যাদি শব্দে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রকৃত পক্ষে 'ছ' ধ্বনিটি মারাঠিতে নেই। প্রাকৃতের 'ছ' মারাঠিতে 'স' হয়েছে —

ছাল > সাল
ছি > সি
ছুটণে > সুটণে
ছোড়ণে > সোড়ণে
ছুটি > সুটি

এ বিষয় Jules Bloch বলেছেন, — "Marathi is the only Indo-Aryon Language, having these peculiarities of pronounciation. (Jules Bloch- The Formation of the Marathi Language,Eng. Tr. P. 112)

কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। বাংলার বঙ্গালী উপভাষাতেও 'চ' 'ছ' ধ্বনির এই উচ্চারণ দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গের কথায় 'চ' 'ছ' উচ্চারিত হয় 'ৎস' 'স' রূপে। শিষ্ট বাংলার 'চ'-এর প্রকৃত উচ্চারণ বজায় আছে কিন্তু বঙ্গালীতে চোর, চামচা, চাকরী ইত্যাদি শব্দের 'চ' দন্ত্য ধ্বনি 'স' তে পরিণত হয়েছে। তেমনি শিষ্ট বাংলায় গেছে, করেছে, ছাগল, দেখতেছে ইত্যাদি শব্দের বঙ্গালী উচ্চারণ 'স': গিসে, করসে, সাগল, দ্যাকতাসে ইত্যাদি।

ড: সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (Origin and Development of the Bengali Language Vol. 1 p. 79) বলেছেন, ভোটবর্মী (Tibeto Burmese) প্রভাবে বাংলার তালব্য ধ্বনির এই পরিণতি ঘটেছে, কিন্তু একথা সত্য নাও হতে পারে। এই বৈশিষ্ট্য দ্রাবিড় ভাষাগুলিতেও দেখা যায়। সুতরাং মারাঠির এই বৈশিষ্ট্য দ্রাবিড় ভাষার প্রভাবজাত হতে পারে। বাংলার এই বৈশিষ্ট্যটিও মনে হয় দ্রাবিড় প্রভাব জাত। বাংলাদেশে এক সময়ে যে দ্রাবিড় বসতি ছিল বাংলা ভাষায় শব্দ ও স্থান নাম বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতেরা তা প্রমাণ করেছেন। সুনীতি কুমার নিজেও তা স্বীকার করেছেন, (O.D.B.L - Vol. 1 p. 64-69) কাজেই মনে হয় তালব্য ধ্বনির এই পরিণতি ভোটচীনীয় প্রভাবজাত নয়। অবশ্য দুই ভাষার প্রভাবেও এই পরিণতি ঘটে থাকতে পারে।

●

তৃতীয় অধ্যায়

রূপগত আলোচনা : রূপতত্ত্ব

১. প্রত্যয়

কৃৎ - প্রত্যয়

আলোচ্য দুটি ভাষাতেই কৃৎ-প্রত্যয় অর্থাৎ কৃদন্ত শব্দ অধিকাংশই সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে এসেছে। অনেক সংস্কৃত প্রত্যয় ধ্বনিপরিবর্তন বশে এখন বিলুপ্ত। ধাতুতে সংস্কৃত প্রত্যয়ের উদাহরণ দুই একটি পাওয়া যায়।

বাংলা ও মারাঠির প্রধান প্রত্যয় :

১. 'অ' (ঘঞ্, অচ্, অপ্ ইত্যাদি) -'ত' (ক্ত), -'য়', (য়ৎ, ন্যৎ) ইত্যাদি সংস্কৃত প্রত্যয় ধ্বনি পরিবর্তন বশে এখন লুপ্ত। যেমন —

সং.	পক্ব	>	প্রা.	পক্ক	>	বা. পাক
সং.	নৃত্য	>	প্রা.	ণচ্চ	>	বা. নাচ
সং.	কর্ত	>	প্রা.	কট্ট	>	মা.ও বা.কাট।

২. সং. -'ইত' > প্রা. -ইঅ > প্রা. বা.- 'ই' (ঈ) আধুনিক বাংলায় বিলুপ্ত।

যেমন — সং. মারিত > প্রা. মারিঅ > বা. মারি, মার।

সং. বোল্লিত > প্রা. বোল্লিঅ > বা. বোলি (বুলি), আবা. বোল।

মারাঠিতে 'বোলি' শব্দটি প্রচলিত। এছাড়া - ইত প্রত্যয়টির প্রয়োগ মারাঠিতে প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। যেমন —

কঢ়ীত, করীত, টাকীত ইত্যাদি।

৩. ণিজন্ত 'আপয় + - ইত' (সেটক্ত) প্রত্যয় বাংলায় -'আই' হয়েছে, বাংলার -'আই' প্রত্যয়টির উদ্ভব সংস্কৃতের ণিজন্ত 'আপয় + - ইত' থেকে।

যেমন — যাচাই, ধরাই, বাধাই ইত্যাদি।

-'আই' প্রত্যয়টি মারাঠি ভাষাতেও পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃত ণিজন্ত 'আপয়'-র ভগ্নাবশেষ রূপে মারাঠিতে 'বি'ও'ব' প্রত্যয়টি পাওয়া যায়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ —

সং. ক (া) রাপায়িত > প্রা. ক (া) রাবেই > মা. কারাবণে

সং. দৃক্ষাপিত > প্রা. দেক্খবিঅ > মা. দেখাবিণে ইত্যাদি।

৪. -'অন্ত', -'অত' প্রত্যয় দুটি, মারাঠি এবং বাংলা এই দুই ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়; তবে আধুনিক মারাঠিতে শুধু -'অত' প্রত্যয়টির ব্যবহারই দেখা যায়। যেমন —

সং. জীবন্ত > প্রা. জীঅন্ত > বা. জ্যান্ত। মা. জীঅন্ত।

সং. স্ফিরন্ত > প্রা. ফিরন্ত > বা. ফেরন্ত, ফেরত।

মারাঠির খেলত, চালত ইত্যাদি।

৫. সংস্কৃত -'অন্ত+ -ইক' থেকে বাঙ্গলায় -'অতি, 'তি' এবং মারাঠির -'তা', -'তী', -'তে' প্রত্যয়ের ব্যুৎপত্তি। বিশেষ্য বিশেষণ দুই রূপেই এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন —

সং.- উৎস্থান্তিক > প্রা. উটঠন্তিঅ > বা. উঠতি,
মা. উঠতী, উঠতা, উঠতে।

১. সং.- 'অন', বা.-'অন'

সং. ভবন — বা. দেখন, নাচন; মা. ভবন, হওন।

২. সং. 'অন + আক' > বা. অনা (দ্বিমাত্রিকতার ফলে আবা. না)

সং.- ক্রন্দন + আক > প্রা. কন্দনাঅ > বা. কাঁদ্‌না,

কাদ্‌না > কান্না। সং• রন্ধন + আক > প্রা. রন্ধনাঅ > বা. রন্ধনা > রাঁধনা > রান্না;

সং. ধরণ + আক - গমন + আক > প্রা. আঅনাঅ - গবঁনাঅ, > বা. আনা গোনা, মা. আবাগমন ইত্যাদি

৩. 'অন + ইক' > বা. অনি (উনি স্বরসঙ্গতি বশে হয়েছে)

সং. ছেদনিক > প্রা. ছেদনিঅ > বা. ছেনী >মা. ছেনী

সং. মথনিক > প্রা. মথণিঅ > বা. মউনি, মা. মথণি

সং. চালনিক > প্রা. চালণিঅ, > বা. চালণি, চালুনি, চালনি

বাংলায় এই প্রত্যয়টি সাধারণত বস্তু বিশেষের ভাব বোঝায়। মারাঠিতে 'ণ' র প্রাধান্যের জন্য 'অণি' এবং স্বরসঙ্গতির বশে 'উণ' প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়।

৪. আনি সং. 'আপয় + অন + ইক' - 'আপনিক' > প্রা. আঅণিঅ > বা. আনি

সং. পারাপণিক (পারমাণিক) > প্রা.* পারাঅণিঅ > বা. পারানি; সং. শ্রবণাপণিক > প্রা. (সাণাঅণিঅ) > বা. সোনানি; সং.তোলাপণিক > বা. তোলানি ইত্যাদি।

৫. 'আণ'বা-'আনো''প্রত্যয়টির ব্যুৎপত্তি'আপয় + অন + ইক'থেকে যেমন, সং. জানাপনক (জ্ঞাপনক) বা. জানান, শুনান, বসান ইত্যাদি।

৬. 'আ' প্রত্যয়টিও ণিজন্ত'আপয় + অক'= আপক থেকে উৎপন্ন। যেমন - সং. পক্ষিমারাপক > প্রা. পকিখমারাঅঅ > বা.

পাখমারা, ভাতরাঁধা, চোরধরা। সাধারণত এই -'আ' প্রত্যয়টি ক্রিয়ার কর্তায় বা করণে অথবা উপপদ সমাসে ব্যবহৃত হয় তা নাহলে ভাববচন অথবা নিষ্ঠার্থক বিশেষণ হয়।

সং. করাপক > প্রা. করাঅঅ > বা. করা,
সং. চলাপক > প্রা. চলাঅঅ > বা. চলা ইত্যাদি।

৭. -'আই' (ভাববাচক ও বিশেষণ)
'আপয় + ইক' (ইকা) = 'আনিক' ('তালিকা')। যেমন —

সং. নৃত্যাপিক > প্রা. ণচচাইঅ > বা. নাচাই
সং. চৌরাপিক > প্রা. চোরাইঅ > বা. চোরাই

-আই প্রত্যয়টি বাংলা ও মারাঠি দুটি ভাষাতেই পাওয়া যায়। মারাঠিতে - লড়াই, চোরাই, খতাই, খোদাই, শিলাঈ, ভলাঈ ইত্যাদি। এছাড়া মারাঠিতে আরও কয়েকটি প্রত্যয় পাওয়া যায়, যেমন -

আউ - টাকাউ, লঢাউ, টিকাউ, জলাউ, বিকাউ ইত্যাদি

আট - কল কলাট, গডগডাট ইত্যাদি।

আড - নাসাড, খাদাড, ভ্যাড।

আরী - পূজারী, লুটারী, পিঞ্জারী।

আরা - কাচারা, বোলারা।

ইক - খর্চিক, সোশিক, এসিক।

ট - কুজট, ভিজট, পুসট।

কা - খোডকা, বোলকা, জলকা।

তদ্ধিত প্রত্যয়

বাংলা এবং মারাঠি দুটি ভাষাতেই তদ্ধিত প্রত্যয়ের বৈচিত্র্য কৃদন্তের অপেক্ষা অনেক বেশি। সংস্কৃতের বহু সমাস উত্তরপদ বাংলায়

তদ্ধিত প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে। বাংলা এবং মারাঠির তদ্ধিত প্রত্যয়গুলির উৎপত্তি এরূপে :

১. -'আ' (স্বার্থিক, নিন্দার্থক সম্বন্ধ) < সং.- 'আক'

সং. গৌরাক > মা.,বা. গোরা

কালাক > মা.,বা. কালা

ভদ্রাক > প্রা., ভল্লাঅ > মা.,বা. ভালা

বাংলা ভাষার মতই মারাঠি ভাষার 'আ' প্রত্যয়টি বিশেষ একটি চলতি প্রত্যয়, এর ব্যবহারেও বৈচিত্র্য পাওয়া যায় —

তাঠা, গারঠা, চিকঠা, গোরা, কালা, ভোলা।

২. 'আই' — বাংলায় এই 'আই' প্রত্যয়টির ব্যুৎপত্তি সংস্কৃতের 'আকিক' থেকে। তবে বাংলায় যেমন শুধু এই প্রত্যয়টির ব্যক্তি নামে প্রয়োগ হয় মারাঠিতে এর বিপরীত বিশেষণেও ব্যবহৃত হয়। যেমন,

বাংলায় —

বিসাই, ধামাই, বামাই, নিতাই ইত্যাদি।

মারাঠিতে —

নরমাই, মহাঙ্গাই, স্বস্তাই ইত্যাদি।

৩. 'আইত' উচ্চপদস্থ অধিকারসূত্রে ব্যবহৃত হয়। সং. 'অধিকৃত + পাত্র' থেকে বাংলায় 'আইত' প্রত্যয়টির উৎপত্তি। যেমন -

সং.- গ্রন্থাধিকৃত + পাত্র — মবা. গাঁথাইত, খণ্ডাইত আবা. এই প্রত্যয়টি বিলুপ্ত।

মারাঠি ভাষাতেও এই প্রত্যয়টির ব্যবহার নেই।

৪. সং. 'বৃত্তিক' (সমাস উত্তর পদে) থেকে বাংলার '-ইতি' (-তি) প্রত্যয় উৎপন্ন। সং. ডংকাবৃত্তিক > বা. ডাকাতি > ডাকাত, সেবাতি > সেবাইত, ঢাঙ্গাতি, পানাতি ইত্যাদি।

মারাঠিতে এই প্রত্যয়টি বিলুপ্ত।

৫. -'আম', '-আমি' (ভাবার্থক) প্রত্যয়টি সং. কর্মক, কর্মিক (সমাস উত্তর পদে) কর্তৃক উদ্ধৃত।

পক্ককর্মক, পক্ককর্মিক > পাকামি, ভাঁড়ামি, ঘরামি।

৬. -'আর', -'রা', -'আরী', -'আরি' — এই প্রত্যয়গুলির ব্যবহার বাংলা এবং মারাঠি দুটি ভাষাতেই প্রচলিত। বাংলায় -

কুমর - সং. কুম্ভকার (ক) > প্রা. কুম্ভআর (অ), > বা.,মা. কুম্ভার > কুমার।

চামার - সং. চর্মকার (ক) > প্রা. চম্মআর (অ) - > বা. চামার, মা. চাম্ভার

সেকরা - সং. সেক্যকারক > বা. সেকরা,

ভিখারি সং. ভিক্ষাকারিক > বা.,মা. ভিখারি

এছাড়া - জয়ারি (জুয়াড়ি), শাখারি, পূজারী ইত্যাদি শব্দ বাংলা এবং মারাঠিতে পাওয়া যায়।

মারাঠিতে আরী প্রত্যয়টি কৃদন্ত রূপেও প্রচলিত।

৭. -'আলিয়া', -'আল', -'এল', সং. 'কারিক', -'কারক', 'পালক'- সিধেঁল (চোর) > মাতাল, চৈতালি, পৌষালি, মিতালি ইত্যাদি।

মারাঠিতে -'আল' এবং -'আলু' প্রত্যয় প্রচলিত - তোণ্ডাল, বাচাল, খোড্যাল, কষ্টালু, কৃপালু।

৮. 'আল,' সং. পালক অথবা কারক অর্থে বাংলা '-আল' প্রত্যয়ের ব্যবহার।

রাখাল, গোয়াল, কোটাল, মাতাল।

মারাঠি এবং হিন্দীতে 'ওয়াল' প্রত্যয়ের এই ব্যুপত্তি। আধুনিক বাংলাতেও এর প্রচলন পাওয়া যায় -

বাড়ীওয়ালা, চুড়ীওয়ালা, (বা.)

মারাঠিতে -

গৱলা (গোওয়ালা) রখওয়ালা, ঘড়িয়াল ইত্যাদি।

৯. -'ঈ', -'ই' (বিশেষণ, স্ত্রীত্ববাচক ও ক্ষুদ্রত্ববাচক, বৃত্তি বা ভাববাচক) : এই দুইটি প্রত্যয়ই বাংলা ও মারাঠিতে প্রচলিত।

সং. -ইক, -ইকা, -ঈয়, -ঈয়া > -ঈ, -ই।

দেশী (মা.,বা.) সং. দেশিক > প্রা. দেসিঅ > মা. বা. দেশী > দিসি।

পোথী, পুঁথি - সং. পুস্তিকা > প্রা. পুত্থিআ >

মা.,বা. পোথী > পুথি, পুঁথি।

দোষী, গুণী, খেতি, ছুরি ইত্যাদি।

১০. ঈষৎ তুচ্ছার্থে, বৃত্তি বা ভাববাচকে -'আই' প্রত্যয় বাংলা ও মারাঠি দুটি ভাষাতেই প্রচলিত। সং. -'আপয়,' -'আয়' (নামধাতুর প্রত্যয়) + 'ইক', -'ইত' -'আপিকা', -'আয়িত' থেকে বাংলায় -'আই' প্রত্যয়টির আগম —

সং. ভদ্রাপিক > প্রা. ভদ্রায়িত > মা. ভলাই, বা. ভালাই।

ধিঠাই, চতুরাঈ, দাড়গাই ইত্যাদি মারাঠি ভাষাতেও প্রচলিত।

১১. -'ইষ্ঠি'(অর্ধতৎসম) : ধর্মিষ্ঠ, কর্মিষ্ঠ, বলিষ্ঠ ইত্যাদির সাদৃশ্যে মারাঠি এবং বাংলা দুটি ভাষাতেই এই প্রত্যয়টি প্রচলিত।

১২. -'ইয়া' > -'এ' (বিশেষণ) < -'ইকাক' থেকে উৎপন্ন। সং. হরিদ্রিকাক > প্রা. হলিদ্দিআঅ > বা. হলুদে, হ'লদে।

ওড়িয়া > উড়ে, কাঁদালিয়া > কাঁদুনে, কালিয়া > কেলে,

মারাঠিতে এই প্রত্যয়টি অপ্রচলিত।

১৩. -'ল', -'লা', -'লী'(-'লি') (বিশেষণ) :

মারাঠি এবং বাংলা দুটিতেই প্রচলিত।

বাংলায় - বিজলী, পহেলা (পয়লা), দীঘল, পাৎলা।

মারাঠিতে - উঁচেলা, গোৱেলা, বিজলী।

১৪. -'ড়ি'(-'ড়ী'), -'লি', (-'লী') (স্ত্রী লিঙ্গ, স্বার্থে ও ক্ষুদ্রার্থে)

সং. - 'টিকা, টী' :

সং. বধূটি > বা. বহুড়ী। নাবড়ি, ডমরুলি, ঘড়ুলী।

১৫. -'আড়ে', -'উড়ে' প্রত্যয় বাংলায় এবং মারাঠিতে -'এড়া' ও -'আড়ি' প্রত্যয় সং.-'টিক' 'বৃত্তিক' থেকে উৎপন্ন।

সং.বাস বৃত্তিক > বাসাড়ে, (বা.) সর্পবৃত্তিক > সাপুড়ে,

বাংলা	মারাঠি
সাপুড়ে	সপেরা
খেলুড়ে	খিলাড়ী ইত্যাদি।

১৬. -'টিয়া', -'টে': ভাড়াটিয়া > ভাড়াটে, তামাটে, রোগাটে, একচেটে। মারাঠিতে 'ট' প্রত্যয়টি প্রচলিত - রোগট, তুপট।

১৭. -'সা', -'সে' < 'স্বাদ' (সমাস উত্তরপদে)

বাংলায় - জলসা, ভেপসা, চামসে।

মারাঠিতে - লাহানসা, মোঠাসা, নীটসা, পুষ্কলসা ইত্যাদি।

১৮. 'পন' ( ) - (ভাববাচক ঈষৎ নিন্দার্থে)

বৈদিক 'ত্বন' > প্রা. প্পণ > পন ( ) বা. - বড়পনা, গিন্নিপনা ইত্যাদি।

মা. - ঠিসুলপণা, খোটেপনা, নাসকেপণা ইত্যাদি।

১৯. 'গোটা, গুটি' > আবা. টী, টি, টা (নির্দেশক) মবা.- চান্দগোটা (চাঁদটা), পাঞ্চ গুটী - পাঁচটি, একটি ইত্যাদি। মারাঠিতে এরকম কোন প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না।

২০. বাংলায় প্রা. বা.'খাণ্ডি' > ম. ও আবা. খানি (খানী) (নির্দেশক) প্রত্যয়টিও ব্যবহৃত হয়। মারাঠিতে 'খান' প্রত্যয়টি অপ্রচলিত।

বাংলায় -

প্রাবা. নাবড়ি - খাণ্ডি > মবা. নাঅখানি > না - খানি, দুখানি, পাঁচখানি, চারখান ইত্যাদি।

২১. 'মত' < মন্ত < মন্ত (সং)

বাংলায় - কেমত, এমত, যেমত।

মারাঠিতে 'মন্ত' প্রত্যয়টি বিশেষণে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন - বুদ্ধিমন্ত, শ্রীমন্ত ইত্যাদি।

বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়

ঐতিহাসিক বিবর্তনের সূত্রে কতকগুলি ফারসী প্রত্যয় বাংলা এবং মারাঠির নিজস্ব তদ্ধিত প্রত্যয় হয়ে উঠেছে, যেমন -

১. -'আন', -'ওয়ান'— দারোআন, দারওয়ান, গাড়োয়ান, গাড়ীৱান (মা.), কোচোয়ান।

২. -'খোর'— গাঁজাখোর, গুলিখোর, দিৱালখোর (মা.), ভাঙখোর (নিন্দার্থে)।

৩. -'গিরি'— (ক্বচিদ্ নিন্দার্থে, অনেক সময়-ই প্রত্যয়ের পরে) বাংলায়-কর্তাগিরি, মুটেগিরি, বাবুগিরি। মারাঠিতে-শিপাঈগিরি, গুলামগিরি ইত্যাদি।

৪. -'গর'— মারাঠি এবং বাংলায় দুই ভাষাতেই প্রচলিত - কারিগর, বাজিগড়।

৫. -'দান', 'দানি'— কলমদান, ফুলদানী, পাদান।

৬. -'দার'— চৌকিদার, বাহ্নদার, চুড়িদার, বুটিদার।

৭. -'বাজ', 'বাজি'— (শীলার্থে, নিন্দার্থে, ভাবর্থক)

ধড়ীবাজ, চালবাজ, গলাবাজি।

৮. -'সই'— (যোগ্যতা ও পরিমাণ অর্থে)

চলনসই, মাপসই, জ্যুৎসই, লাগসই।

উপসর্গীয় প্রত্যয়

শব্দের পূর্বে উপসর্গীয় প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতে একটি মাত্র উপসর্গীয় প্রত্যয় ব্যবহৃত হত, নঞর্থ উপসর্গ 'অ' - (ব্যঞ্জনের পূর্বে), 'অন্' (স্বরের পূর্বে) : অ - শেষ, অন্-অবসর। বাংলাতেও এর ব্যবহার হয়- অ - কাজ, অ - বুঝ, অনহিত। 'অ' কখনো কখনো

'আ' হয়েছে — আ - দেখলা, আ - কাচা ইত্যাদি।

মারাঠিতে - অভাব, অনর্থ, অনহিত ইত্যাদি।

'নি'(:) উপসর্গটিও নঞর্থ উপসর্গীয় প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে।

বাংলায় - নিখরচা, নিসাড়ে, নিখাউন্তী।

মারাঠিতে - নির্জলা, নিখোজ

-'আড়' — বাংলায় এই উপসর্গীয় প্রত্যয়টির প্রচলন খুব বেশি। আড়-খেমটা, আড়-চোখে, আড়-চাউনি, আড়-ঘোমটা, আড়-পাগলা (আধ-পাগলা) ইত্যাদি।

'দর', 'ফি' এবং 'বে' এই তিনটি উপসর্গীয় প্রত্যয়ের আবির্ভাব ফারসী থেকে। দরকাঁচা, দরপত্তনি, ফি-লোক, ফি-মাস, বে-বুঝ, বে-ধড়ক, বে-হেড ইত্যাদি।

'ফি' এবং 'বে' উপসর্গীয় প্রত্যয়গুলি মারাঠিতেও পাওয়া যায়। যেমন -

ফি-মাণুস, ফি-কর্মচারী

বে-শরম, বে-ধড়ক ইত্যাদি।

ইংরেজী উপসর্গ প্রত্যয়

.'হেড'- হেড পণ্ডিত, হেড বাবু, হেড মিস্ত্রী।

'ফুল'- ফুল হাতা, ফুল জামা, ফুল মোজা।

'হাফ'- হাফ আখড়াই, হাফাহাফি, হাফ হাতা।

'সাব'- সাবডেপুটী, সাবজজ ইত্যাদি।

●

২. বাংলায় লিঙ্গ বিধি

সংস্কৃতে লিঙ্গ ছিল সংখ্যায় তিনটি পুং-লিঙ্গ, স্ত্রী-লিঙ্গ এবং ক্লীব লিঙ্গ। প্রাকৃতে এই তিনটি লিঙ্গ ভেদই রক্ষিত ছিল, কিন্তু অর্বাচীন অপভ্রংশে দীর্ঘ-স্বর হ্রস্ব হওয়ায় এবং পদান্তের আ,ই,ঈ, অ - কারে পরিণত হওয়ায় প্রাচীন স্ত্রী-লিঙ্গ শব্দগুলি প্রায়ই পুং-লিঙ্গ ক্লীব-লিঙ্গের সঙ্গে মিশে গেল। শুধু বিশেষণে স্ত্রী-লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য থেকে গেল। পদান্তের 'ইঅ (↑)' ই - কার বা ঈ - কারে পরিণত হয়ে নতুন ভাবে স্ত্রী-লিঙ্গের পদ নিষ্পন্ন করল।

যেমন -	অগ্নিক	আগি	(আগী)
	বর্তিকা	বাতি	(বাতী)

প্রাচীন বাংলায় এই রীতি প্রচলিত ছিল এবং এই পদগুলির সঙ্গে যথারীতি স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত বিশেষণ ব্যবহৃত হত।

যেমন - 'লাগেলি আগি','হাড়েরি মালী',

'সোনে ভরিলী করুণা নারী

মবা. - 'উত্তরিলী হয়িলী রাহী'।

নবীন ভারতীয় আর্যের 'মগধীয়' ভাষাগুলিতে বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, মৈথিলী, ভোজপুরীতে এখন আর তদ্‌ভব বিশেষণে স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত হয় না। শুধু জাতি বা শ্রেণী বোঝাবার জন্য বিশেষ্যে স্ত্রী-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।

যেমন - গোয়ালিনী, চাষানী, ভিখারিনী ইত্যাদি।

বাংলায় লিঙ্গান্তর সাধিত হয় এইভাবে—

১. স্ত্রী-প্রত্যয় যোগে -

বাংলায় স্ত্রীবাচক প্রত্যয় দুইটি - 'ঈ'(ই)' ও '(ই) নী'।

প্রথমটি জাতিবাচক এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ '(ই) নী' প্রধানত কার্যবাচক,

যেমন —
-'ঈ'(ই) প্রত্যয় যুক্ত : বামনী, হাঁসী, ঘুড়ী, মামী, কাকী, হরিনী, বগী ইত্যাদি।

-'ইন' বা -'ইনী' প্রত্যয় যুক্ত : গয়লানী, মজুরনী, ধোপানী, চাষানী, পুরুৎনী ইত্যাদি

প্রাচীন ও মধ্য বাংলার -'ইনী' প্রত্যয় আধুনিক বাংলায় -'ইন' হয়েছে।

যেমন - 'সই সঙ্গাতিন (সঙ্গযাত্রিনী) নাতিন (নাতিনী) মিতিন (মিত্রীনী) সঙ্গে যাবি কে'।

২. পুংলিঙ্গ বাচক প্রত্যয় যোগে -

বিশেষ করে পুরুষ প্রাণী বোঝাবার জন্য বিশিষ্ট পুংলিঙ্গ প্রত্যয় -'আ' ব্যবহৃত হয়। যেমন —

প্রা. বা -
'হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জানী', জোইয়া - জোইনী, চকা - চকী, বগা - বগী ইত্যাদি।

৩. পুংলিঙ্গ -'অ' এবং স্ত্রীলিঙ্গ -'ঈ' প্রত্যয় দুটি ক্রমশ: বৃহৎ ও ক্ষুদ্রতা জ্ঞাপক -

যেমন -	হাড়া	হাড়ী
	বাটা	বাটী
	বড়া	বড়ী
	জাঁতা	জাঁতি
	ঘড়া	ঘড়ী
মারা. -	তিয়ড়া	তিয়ড়ী

৪. আধুনিক বাংলায় স্ত্রীবাচক শব্দযোগে অনেক সময় লিঙ্গ পার্থক্য বোঝানো হয়ে থাকে।

যেমন -
মেয়ে ডাক্তার, মহিলা কবি, বক্‌না বাছুর ইত্যাদি।

৫. বাংলায় বহু মূল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যোগে লিঙ্গান্তর অর্থাৎ পুংলিঙ্গ সাধিত হয়ে থাকে, যেমন —

স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ
ননদ	নন্দাই
বোন	বোনাই
পিসি	পিসে
মাসী	মেসো

মারাঠি ব্যাকরণে তিনটি লিঙ্গ — পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ। মারাঠিতে বেশ কিছু সংখ্যক বিশেষ্য পদ নিত্য-স্ত্রীলিঙ্গ বলে গণ্য। সংস্কৃতে এই জাতীয় পদ ছিল। হিন্দীতেও আছে। বাংলায় নেই। যেমন মারাঠিতে - ভিং (দেওয়াল), বাগ, ইসরৎ, মোটর, শালা (স্কুল), খোলী (কামরা), খিড়কী ইত্যাদি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। এদের নির্দেশক সর্বনামেও লিঙ্গ রূপের পরিবর্তন হয়। যেমন - 'হী বাগ আহে', 'হী খোলী আহে', 'তী শালা আহে'। স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যগুলি আ-কারান্ত (শালা), ঈ - কারান্ত (বহী), উ - কারান্ত (সারু - সজারু), ও - কারান্ত (বায়কো-স্ত্রী) ব্যঞ্জনান্ত মাল (মালা) ইত্যাদি।

তৎসম শব্দে বাংলার মত স্ত্রীরূপ গঠিত হয় -'ই' এবং -'ইনী' প্রত্যয় যোগে :

যেমন -	তরুণ	তরুণী
	দাস	দাসী
	কুমার	কুমারী
	বিদ্যার্থী-	বিদ্যার্থিনী।

ক্লীবলিঙ্গে রূপভেদ নেই। তবে নামপদ ক্লীবলিঙ্গ হলে নির্দেশক সর্বনাম ক্লীবলিঙ্গের হয়।

যেমন - 'তে দুকান', 'হে পুস্তক ইত্যাদি।

মারাঠিতে কর্তার লিঙ্গ অনুযায়ী ক্রিয়ারও রূপভেদ হয়। কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হলে ক্রিয়া স্ত্রালঙ্গের, ক্লাবালঙ্গ হলে ক্লাবালঙ্গের ভেদ হয়।

যেমন -

	পুং	স্ত্রী	ক্লীব
উত্তম পু.	হোতো	হোত্যে	হোতে
মধ্যম পু.	হোতোম	হোত্যেম	হোতেম
প্রথম পু.	হোতো	হোত্যে	হোতে

[illegible]

এখনও প্রচলিত আছে। যেমন - 'সহানী মুলগী' (সেয়ানা মেয়ে), 'চাঙ্গলী স্ত্রী', 'চাঙ্গলা পুরুষ' ইত্যাদি।

বিশেষ্য অনুযায়ী পূর্ববর্তী সম্বন্ধের পদেও লিঙ্গের বদল হয়। যেমন আমচা মুলগা, আমচী মুলগী ইত্যাদি।

হিন্দীতে এই রীতি প্রচলিত আছে : মেরা নাম, মেরী কিতাব, মেরী সহেলী, মেরী বেটী, উনকী নৌকরানী, তুম্হারা পোতা ইত্যাদি। প্রাচীন বাংলাতেও এই রীতি প্রচলিত ছিলো -

প্রা. বা. 'কাহরি নাবে', 'হাড়েরি মালী', 'লাগেলি আগি' ইত্যাদি।
ম.বা. 'উত্তরিলী হয়িলী রাহী'।

নিষ্ঠান্ত (participal) বিশেষণেও ছিল — বুড়িলী মাতঙ্গী। মধ্য বাংলা থেকে এই রীতি লুপ্ত।

৩. বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণ

রূপ বা ব্যুৎপত্তি বিচার করলে সাধারণত বাংলা বিশেষণে কোন কারক-বিভক্তি নেই। কিন্তু বিশেষণের যদি বিশেষ্যবৎ ব্যবহার হয়, তখন তাতে বিভক্তির প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন -

প্রা. বা. 'মুঢ়া হিঅহি'

আ. বা. সুখে, কুশলে, সমভিব্যাহারে, কালোকে, যোগ্যতা সহকারে ইত্যাদি।

মারাঠিতে বিশেষণ মূলত: দুই প্রকার — মূল এবং তির্যক। মূল বিশেষণে বিশেষ্যের বচন-লিঙ্গ-কারক অনুযায়ী কোন রূপ পরিবর্তন হয় না কিন্তু তির্যক-বিশেষণ বিশেষ্যের গঠন অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে থাকে। তির্যক বিশেষণের রচনা সাধারণত আ - কারান্ত শব্দে পাওয়া যায়।

মারাঠিতে ব্যঞ্জনান্ত পদ ছাড়া কোন বিশেষণে কোনও রূপ লিঙ্গ পরিবর্তন হয় না। যেমন -

পুং	স্ত্রী	ক্লীব
লাল কাগজ	লাল ঘোড়ী	লাল ফুল
ত্যাগী রাজা	ত্যাগী রাণী	ত্যাগী ঘরাণে

আ-কারান্ত বিশেষণে লিঙ্গ পরিবর্তন হয়, যেমন —

কালা ঘোড়া	কালী ঘোড়ী	কালে ঘোড়ে
মোঠা মনুষ্য	মোঠী স্ত্রী	মোঠে ঘর

আ - কারান্ত বিশেষণ বহুবচনেও লিঙ্গ পরিবর্তন হয়ে থাকে একবচন পুংলিঙ্গ আ - কারান্ত শব্দ বহুবচন এ-কারান্ত শব্দে পরিণত হয়। যেমন -

একবচন	বহুবচন
মোঠা বঙ্গলা	মোঠে বঙ্গলে
হিরবা পক্ষী	হিরবে পক্ষী

স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-কারান্ত যা-কারান্তে পরিণত হয় এবং পূর্ব্ব ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন -

চাঙ্গলী স্ত্রী	চাঙ্গঁল্যা স্ত্রিয়া
নীলী সাড়ী	নিল্যা সাড়্যা

ক্লীবলিঙ্গে এ-কারান্ত, ঈ - কারান্তে রূপান্তরিত হয়, যেমন -

নিলে ফুলে	নিলী ফুলে
চাঙ্গলে ঘর	চাঙ্গলী ঘরে

সংখ্যাসূচক মারাঠি বিশেষণ শব্দের প্রয়োগ হিন্দী ভাষার মতই হয়। যেমন - 'তে পাঁচ ভাউ আহেত'। 'বাবীস শিপাঈ লঢব্যয়ে আহেত'।

অতিশায়ন

দুই বা দুইয়ের বেশি ব্যক্তি, পদার্থের অথবা ভাবের মধ্যে একের সঙ্গে অপরের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাবার জন্য বাংলায় কোনও প্রত্যয় যোগ করা হয় না। কিন্তু সাধারণত বাংলায় কয়েকটি উপায়ে তা প্রকাশিত করা হয়ে থাকে।

১. দুইয়ের মধ্যে যার থেকে অতিশায়িত হয়েছে তাতে (সেই বস্তু অথবা ভাবে) সপ্তমী, পঞ্চমী, তৃতীয়া অথবা চতুর্থী বিভক্তি কিংবা ষষ্ঠী বিভক্তির সঙ্গে পঞ্চমী বা চতুর্থী বিভক্তিদ্যোতক অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। যেমন -
প্রা. বা. 'ডোম্বীত আগলি নাহি চ্ছিণালী' (ডোম্বীর বাড়া নাই ছিণাল)।

আ. বা - 'রামের চেয়ে (থেকে, হতে) শ্যাম বড়।'

কখনো কখনো সংস্কৃতের মত 'তর' এবং 'তম' প্রত্যয় যোগ হয় -

'এ স্থান ও স্থানের অপেক্ষা নিম্নতর।'

মহৎ	মহত্তর	মহত্তম
গুরু	গুরুতর	গুরুতম
প্রিয়	প্রিয়তর	প্রিয়তম

২. বহু বস্তু বা ভাবের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাবার জন্য ষষ্ঠী বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।

'ফলের সেরা আম', 'সে সবার অধম'। কোন - কোন সময় এই অতিশায়ন নির্ধারণে সপ্তমী যুক্ত হয়। যেমন -

'তীর্থের মধ্যে বারাণসী শ্রেষ্ঠ', 'বৃক্ষের মধ্যে অশ্বথ সর্বোত্তম', গিরীশদের পাঁচজন ভাইদের মধ্যে তিনি উচ্চতম পদে প্রতিষ্ঠিত'। মারাঠিতে দুই বস্তু অথবা ভাবের মধ্যে একের অতিশায়নে 'অপেক্ষা' যুক্ত হয়। বাংলাতেও এই পদটির ব্যবহার আছে।

'চাহাপেক্ষা কাঁফী চাঙ্গলী', 'হিমালয় সহ্যাদ্রীপেক্ষা পুষ্কল উঞ্চ আহে, সোনা চাঁদীপেক্ষা অধিক উপযোগী আহে। বাংলার মত মারাঠি ভাষাতেও সংস্কৃত 'তর' এবং 'তম' প্রত্যয় দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাবার জন্য যুক্ত হয়। হিন্দীতেও এই নিয়ম প্রচলিত -

মহৎ : মহত্তর - মহত্তম, বৃহৎ : বৃহত্তর - বৃহত্তম।

●

ক্রিয়া বিশেষণ

ক্রিয়া বিশেষণের দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদনের রীতি কিংবা পদ্ধতি নির্দেশ করা হয়। অর্থ অনুযায়ী ক্রিয়াবিশেষণের বিভিন্ন প্রকার ভেদ -

১. স্থানবাচক

২. কালবাচক

৩. পরিমাণ বাচক

৪. রীতিবাচক

১. স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ -

বাংলায় যথা < সং. যত্র; তথা < সং. তত্র; কোথা < সং. কুত্র;

ওথা < সং. * অন্বত্র; এখানে, সেখানে, এদিকে, ওদিকে ইত্যাদি। মারাঠিতে - যেথে (সং.যত্র), তেথে, ইকড়ে, জবল, মাগে, পুঢ়ে, আসপাস ইত্যাদি।

২. কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ -

বাংলায় - বে < সং. -ন্বৎ + সপ্তমী - এ — প্রা.বা. জবেঁ, আ.বা.যবে, কবে, তবু, কভু, জা (ম.বা.) এখন, কখন, তখন, যখন, আজ, কাল ইত্যাদি।

মারাঠিতে - আজ, কাল, জেব্হা, সতত, নেহ্মী, আতা, বারংবার, পুন: ইত্যাদি।

৩. পরিমাণ বাচক ক্রিয়াবিশেষণ -

এত, কেত, কত, জেতই (চর্যা), তেতবি (চ), যত, তাত, যাবন্ত (মবা.)। মারাঠিতে-ইথি, কিতী, জরা, থোড়া-সা, কিঞ্চিৎ, ফার, পুষ্কল, খুব।

৪. রীতিবাচক ক্রিয়া বিশেষণ -

বাংলায় - যাই........ তাই (সং.যাদৃক, তাদৃক)
মারাঠিতে - অসে, তসে ইত্যাদি।

১. বাংলায় ক্রিয়াবিশেষণ পদে তৃতীয়া এবং সপ্তমীর 'এঁ', 'এ' বিভক্তি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

যেমন - প্রা. বা. 'ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী', আ.বা. 'ধীরে চল'।

মারাঠিতেও তৃতীয়ার 'ঈ' এবং সপ্তমী'র 'আত' বিভক্তি যোগ করে পদ গঠিত হয়।

যেমন - 'আত যেউ নকোস',

২. দুটি ভাষাতেই বিভক্তি - হীন পদের প্রয়োগের দ্বারা ক্রিয়া বিশেষণ সুচিত হয়।

যেমন -

বাংলায় - 'শীঘ্র যাও', 'অবশ্য বলব', 'আজকে আসবে'।

মারাঠিতে - 'তো হল্লু হল্লু চালতো', 'সমোর বস', 'বাহের উভা রহা' ইত্যাদি।

৩. বাংলায় বিশেষ্যের পর 'অন্ত' অসমাপিকা যোগ করে ক্রিয়াবিশেষণ গঠিত হয়।

যেমন - প্রা. বা. 'দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ', আ.বা. 'মন দিয়া শুন', 'ভাল করিয়া পড়'।

কয়েকটি সংস্কৃত অব্যয় যুক্ত করেও ক্রিয়াবিশেষণের পদ গঠিত হয়। যেমন - সহসা, অকস্মাৎ, কিঞ্চিৎ, হঠাৎ, বারংবার ইত্যাদি পদ মারাঠিতেও প্রচলিত।

৪. বহুবচন

সংস্কৃতে তিনটি বচন প্রচলিত ছিল - একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন, কিন্তু দ্বিবচন ছিলো কৃত্রিম আরোপ। মধ্য ভারতীয় আর্যে প্রাচীন দ্বিবচনের চিহ্ন শুধু সংখ্যাবাচক পদগুলিতেই প্রচলিত ছিল - উভো (উভৌ), দ্বো, দো (< দ্বৌ) দুবে, দুবি, বে (< দ্বে)।

প্রাচীন ও আদি মধ্য বাংলায় শব্দরূপে বহুবচন-একবচন ভেদ নেই। উভয় বচনে একই কারক বিভক্তি যুক্ত হয়। বাংলায় তো বটেই, এমনকি নব্য ভারতীয় আর্য (NIA) ভাষাগুলিতেও বহুবচনের পদান্ত বিভক্তি লুপ্ত হতে থাকায় একবচন ও বহুবচনের বিভক্তিগত পার্থক্য আর তেমন থাকল না। যেমন —

সং. দেবঃ, দেবাঃ > মাগ. প্রা. দেবে, দেবা > মাগ. অপ. দেবি দেব > বাংলা দেব, দে।

সং. দেব :, দেবা : > শৌ. প্রা. দেবো, দেবা > অপ. দেবু, দেব > মারাঠি দেব।

বাংলা এবং মারাঠিতে নিম্নলিখিত উপায়ে বহুবচন গঠিত হয়ে থাকে।

১. বহুবাচক বিশেষণ যুক্ত করে —

বাংলায় - সকল, সব, যত, কত প্রভৃতি বহুবাচক বিশেষণ যুক্ত করে বহুবচন পদ গঠিত করা হয়ে থাকে। যেমন —

প্রা. বা. সকল সমাহিঅ, কাহি করিঅই, মবা. তোহ্মে সব, আ. বা. যত লোক, কত বাড়ী ইত্যাদি।
মারাঠিতে - সর্ব, সারা, কিতী ইত্যাদি বহুবাচক বিশেষণের প্রয়োগ করা হয়। যেমন —

সারা অন্ন শিজবিণে, কিতী মুলগে ইত্যাদি।

২. প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে বহুত্ববোধক শব্দের সমাস করে —

বাংলায় — জাল, লোক, ভাগ, সমাজ, গণ ইত্যাদি বহুত্ববোধক শব্দের সমাস করে বহুবচন গঠিত হয়ে থাকে। যেমন —

প্রা. বা. জোইণিজাল (যোগিনীরা), ইন্দিআল (ইন্দ্রিয়গণ) ম. বা. নৃপভাগ, রমণীসমাজ, যুবতীসভা, বাদ্যগণ, আভরণগণ (কৃ.কী) দ্রব্যবাচক শব্দেও যুক্ত হয়েছে। এছাড়া লোক এবং মান এই দুটি পদ বহুবাচক বিভক্তিতে পরিণত হয়েছিল অর্বাচীন অপভ্রংশে। মধ্য বাংলাতেও এর উদাহরণ পাই। যেমন - গোর্খ বিজয়ে 'বৃদ্ধমান' (বৃদ্ধেরা)।

মারাঠিতে-লোক, সমাজ এবং সভা, মণ্ডলী প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন - যা লোকান্ত, শাস্ত্রী মণ্ডল, পণ্ডিৎবর্গানে।

৩. আম্রেড়িত বিশেষ্য-বিশেষণ সর্বনাম - অসমাপিকা পদের প্রয়োগের দ্বারা — আম্রেড়িত পদের প্রয়োগের দ্বারা যে সমস্ত পদ গঠিত হয় তাকে নির্ধারক বহুবচন বলে। যেমন - বাংলায় — প্রা. বা. 'উঁচা উঁচা পাবত', 'জে জে আইলা তে তে গেলা', 'মিলি মিলি মাঙ্গা, 'ছোট ছোট জিনিলে', 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে।'

মারাঠিতে -'জঙ্গ জঙ্গ পহাজন' (যথেষ্ট বা প্রচণ্ড চেষ্টা করা) পড়ল্যা - পড়ল্যা, হুলু - হুলু, কধী - কধী ইত্যাদি।

৪. কর্তৃকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি-জাত প্রত্যয় যুক্ত করে — বাংলায় কর্তৃকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি জাত-রা (- এরা) প্রত্যয় যোগ করে অনেক শব্দ বহুবচনে পরিণত করা হয়ে থাকে।
যেমন - শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে - আহ্মারা, তোহ্মারা।
আ. বা.- রাজারা, বালিকারা, সেবকেরা, গোষ্ঠীরা প্রভৃতি।
এই 'রা' বিভক্তির প্রয়োগ সাধু ভাষায় এবং চলিত ভাষায় শুধু

কর্তায় এবং বঙ্গালী কামরূপীতে তির্যক কারকে প্রচলিত। যেমন তোমরাকে, আমরার আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যেও এইরূপ উদাহরণ আছে - আমরা সবকে, আমরা-সবের ইত্যাদি।

মারাঠিতে 'চ়া', 'চ়ী', 'চে়', 'চ্যা', 'চী' প্রভৃতি ষষ্ঠী বিভক্তির প্রত্যয় যোগের ফলে বহুবচন গঠিত হয়। যেমন —

শিপায়াঞ্চ্যা টোপ্যা কাল্যা আহেত। ঘোড়া মাণসাচা মিত্র আহেত, সাধুচী, সাধুচ্যা, পক্ষ্যাচী, কাবল্যাচে ইত্যাদি।

৫. বাংলায় গুলা, গুটি, গোটা, গুটি, টা, টি ইত্যাদি নির্দেশক বহুবচনের বিভক্তিগুলি যুক্ত করেও বহুবচন পদ গঠিত হয়ে থাকে। এই গুলা, গুলি বিভক্তিটির উৎপত্তি বিষয়ে ড: সুকুমার সেন একটু আপত্তি জানিয়েছেন তাঁর মতে 'কুল' শব্দের সঙ্গে এই (গুলা) বিভক্তির প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কোনও প্রমাণ নেই, বরং নির্দেশক গোটা (গুটি) শব্দের সঙ্গে আছে (ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃ: ১৬৭)। তাঁর মতে শব্দটি মূলে ছিলো: সং. গোলক, গোলিকা। 'সেইগুলি আইল কিবা আমারে ভাণ্ডিয়া', বামুনগুল, নগরিয়াগুলা* (চৈতন্যভাগবতে), শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে 'সাত গুটি বিন্ধ' (সাতটা বিধ), 'দুগুটি বেণ্ডুআ' (দুই বিঁড়া) ইত্যাদি।

৬. অন্ত্যমধ্য আধুনিক বাংলায় '- দি (> - দে), দিগ'প্রত্যয় পাওয়া যায়। এই প্রত্যয়গুলির সঙ্গে আবার কারক-বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন-তাহাদিগকে, তাহাদিগে। 'দি' বিভক্তির 'আদি' শব্দ থেকে এবং 'দিগ' বিভক্তি ফারসী 'দিগর' থেকে নিষ্পন্ন, এ বিষয় কোনও সন্দেহ নেই।

মারাঠিতে গুলা, গুলি প্রভৃতি বাংলার মত কোন নির্দেশক বহুবচনের বিভক্তি প্রচলনে নেই। তাই মারাঠিতে নির্দেশক বহুবচনে এমন কোনও প্রত্যয়ের প্রয়োগ নেই। শুধু সংখ্যাবাচক শব্দ যোগ করে বহুবচন গঠিত হয়। যেমন 'তী চার লিম্বে আহেত'।

৭. বহুবাচক বিভক্তিরূপে 'ঘর' বিভক্তিটি বাংলা এবং মারাঠি দুটি ভাষাতেই প্রচলিত।

যেমন - শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে -'বাপ বসুন মোর নন্দঘরে জানি'।

মারাঠিতে -'সাসরা ঘরেঁ,' ঘরাঁ ইত্যাদি।

এছাড়া মারাঠিতে বহুবচন গঠনের কতকগুলি নিজস্ব নিয়ম আছে।

১. হলন্ত অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ এবং আ-কারান্ত পুংলিঙ্গ নামপদে মারাঠিতে বহুবচনে এ-কারান্ত হয়।

যেমন -	একবচন	বহুবচন
	বকরা	বকরে
	মুলগা	মুলগে
	কুত্রা	কুত্রে
	ঘর	ঘরে
	ঝাড়	ঝাড়ে
	ফল	ফলে

হিন্দীতেও এই রীতিতে বহুবচনের পদ গঠিত হয়।

২. উ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের বহুবচনে মারাঠিতে উ স্থলে এ হয়: গুরু - গুরে, বাসরু - বাসরে, পাখরু - পাখরে, লিম্বু - লিম্বে ইত্যাদি।

৩. এ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ বহুবচনে ঈ-কারান্ত হয়। যেমন — কেলে-কেলী, তলে-তলী (ছোট-পুকুর), জালে-জালী (অনেক জাল), মডকে-মডকী।

৪. অ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বহুবচনে আ-কারান্ত হয়। যেমন— মাল - মালা, বেল - বেলা (সময়), চুক - চুকা (ভুল), সুন - সুনা ইত্যাদি।

৫. স্ত্রীলিঙ্গের অ-কারান্ত পদ বহুবচনে ঈ-কারান্ত হয়। যেমন জাত-জাতী, বাঘীণ-বাঘিণী, হস্তীণ-হস্তিণী, নাত-নাতী।

৬. ঈ-কারান্ত তৎসম স্ত্রীলিঙ্গে তদ্ভবের 'ঈ' কে 'যা' করে বহুবচনের পদ গঠিত হয়। যেমন-লেখনী-লেখণ্যা, কাঠী-কাঠ্যা, লাঠী-লাঠ্যা, পোলী-পোল্যা।

●

৫. শব্দরূপ ও কারক বিভক্তি

বাংলা শব্দরূপ ও কারক বিভক্তি

বিভক্তি অনুযায়ী কারক ছয় প্রকার —

১. কর্তা
২. কর্ম
৩. করণ
৪. অপাদান
৫. সম্বন্ধ
৬. অধিকরণ

কিন্তু আধুনিক বাংলায় কারক মুখ্যত চার প্রকার বলে আধুনিক বৈয়াকরণেরা মনে করেন;

১. কর্তা
২. কর্ম-সম্প্রদান
৩. সম্বন্ধ
৪. অধিকরণ

করণ ও অপাদানে কোনও বিভক্তি যোগ হয় না।

বাংলার বিভক্তি গুলি নিম্নরূপ —

বিভক্তি	কারক	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	**কর্তা**	—	(এ) রা, এরা, গুলি
দ্বিতীয়া	**কর্ম**	কে, রে	(কে), দিগকে, দের, গুলি
তৃতীয়া	**করণ**	দ্বারা, দিয়া (এ)	দিগের, দের, গুলি, দ্বারা, দিয়া
চতুর্থী	**সম্প্রদান**	কে, রে, এ	দিগকে, দের, দেরকে
পঞ্চমী	**অপাদান**	হইতে, থেকে	হইতে, থেকে
ষষ্ঠী	**সম্বন্ধ**	ক, র, এ, কর	দের, দিগের
সপ্তমী	**অধিকরণ**	তে, এ (য়)	এ, (এ), (য়)

বাংলায় মূল পদ (stem) এবং বিভক্তির মধ্যে কোন ধ্বনির আগম হয় না। শব্দে কোন বিকৃতি হয় না।

বাংলায় কারক বিভক্তির প্রয়োগ—

কর্তৃকারক -

সংস্কৃতে ক্লীবলিঙ্গ ছাড়া কর্তার একবচনে বিভক্তি ছিল 'স'। বাংলায় এই বিভক্তিটি লুপ্ত হয়েছে, নয় প্রাচ্যে 'এ' হয়েছিল। আধুনিক বাংলায় নির্দিষ্ট কর্তায় কোনও বিভক্তি যুক্ত হয় না, তবে অনির্দিষ্ট কর্তায় 'এ' বিভক্তির যোগ হয়।

যেমন—

"একদিন ভাই এমন হবে এ 'মুখে' আর বলবে না, এ 'হাতে' আর ধরবে না, এ 'চরণে' আর চলবে না।"

"গরুতে দুধ দেয়।"
"পাগলে কি না বলে" ইত্যাদি।

প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় কর্তৃকারকে এই 'এ' বিভক্তিটি ব্যবহারে ছিল। 'এ' বিভক্তিটির ব্যুৎপত্তি স্বার্থিক অথবা ক্ষুদ্রাকার 'ক' প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রথমার একবচনে 'স' যুক্ত হয়ে প্রাচ্যে হয়েছিল 'কে'। এই 'কে' বিভক্তিটি অর্বাচীন অপভ্রংশে 'ই' হয় এবং এই 'ই' অন্ত্য স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলায় হল 'এ'।

যেমন - সং. পুত্রক : > পুত্তকে > পুত্তএ > পুত্তই > পুতে।
সং. সর্ব্বক : > সব্বকে > সব্বএ > সব্বই > সবে।

কর্মসম্প্রদান -

প্রাচীন বাংলায় কর্ম কারকে বিভক্তি নেই। কারণ সংস্কৃতের 'ম' বিভক্তিটি ধ্বনি পরিবর্তন বশত লুপ্ত হয়। আধুনিক বাংলায় 'কে' বিভক্তির প্রয়োগ গৌণ কর্মসম্প্রদানে দেখা যায়। অনিদিষ্ট মুখ্য কর্ম হলেও কোনও বিভক্তি যুক্ত হয় না।

যেমন - 'সে ভাত খাইতেছে',
'বাঘে মানুষ মারে।'

অনির্দিষ্ট গৌণ কর্ম-সম্প্রদানে -'ক' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। ড০ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে -'ক' বিভক্তিটির উৎপত্তি সংস্কৃত -'কৃত' থেকে। প্রাচীন বাংলায় কোন কোন স্থানে 'ক' বা 'কে' বিভক্তি যুক্ত শব্দ গৌণ কর্মসম্প্রদানে পাওয়া যায়। যেমন —

প্রা. বা. - 'মতিত্রঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা', 'ছান্দক বান্ধ'
ম. বা. - 'মোক বিবুধি লাগিল'
আ. বা. - 'রামকে ডাক', 'হাতটিকে ধুইয়ে দাও' ইত্যাদি।
এছাড়া গৌণ কর্মে 'এ' তে বিভক্তিযুক্ত সপ্তমীর পদও প্রচলিত ছিল। যেমন -

ম. বা. - 'কাতে নিবেদিবোঁ মোএঁ'।

ষষ্ঠী বিভক্তিতে তৃতীয়া সপ্তমীর -'এ' যোগে -'রে' বিভক্তির নিস্পত্তি।

যেমন - কাহেরে, তোহোরে ইত্যাদি।

করণ -

প্রাচীন বাংলায় করণ কারকের বিভক্তি ছিল -'এ' -'এঁ'। সংস্কৃত -'এণ' থেকে এই -'এ' এবং -'এঁ' বিভক্তিগুলির উৎপত্তি। চর্যাগীতিতে এর প্রচুর উদাহরণ দেখা যায়। যেমন -

বেগেঁবাহী, আলিএঁ - কালিএঁ, সাচেঁ, বাটে রুন্ধেলা ইত্যাদি।

মবা. হাথেঁ, স্তুতিএঁ তুষিলা হরি,
'শকলতিএঁ পার হয়িলা' ইত্যাদি।

আধুনিক বাংলায় করণ কারকে কোন বিভক্তি নেই। অনুসর্গ - দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক প্রভৃতির দ্বারা করণের কাজ চলে, তবে অধিকরণের ও করণের বিভক্তি এক হওয়াতে কখনো কখনো -'এ'

বিভক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন - চোখে দেখে, হাতে ধরে, দাঁতে চিবায় ইত্যাদি।

অনুসর্গ দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক এর উদাহরণ -

'হাত দিয়া মারে', 'এ কাজ তার দ্বারা সম্ভব', 'রাম কর্তৃক রাবণ নিহত হয়েছিল' ইত্যাদি।

সম্বন্ধ -

প্রাচীন বাংলায় সম্বন্ধ পদ ছিল বিশেষণ। যেমন সংস্কৃতে মমক, তাবক, অস্মদীয় ইত্যাদি ছিল। যেগুলি স্ত্রীলিঙ্গে -'রি' হত। বাংলায় আমরা এই -'রি' বিভক্তিটি পাই, যেমন - কাহেরি, আপণকরি ইত্যাদি পদে। তবে এখানে -'রি' বিভক্তিটি সম্ভবত -'দৃশ' থেকে এসেছে বলে আধুনিক বৈয়াকরণেরা মনে করেন। যেমন —

অস্মাদৃশ > অহ্মারিশ > অহ্মারিহ > আমারি

আধুনিক বাংলায় -'র', -'এর', -'কার' প্রভৃতি অনুসর্গ সম্বন্ধ কারকে প্রচলিত। -কর, -কার, -কের বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গ-গুলির প্রয়োগ কোথাও কোথাও অপভ্রংশেও দেখা যায়। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় এর বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন - প্রা.বা মুসার, বিষয়ার, হরিণার, তোহেরি, ডোম্বীরে, মবা. নদীকের, লক্ষকের, যমুনাক (কের বিভক্তি যুক্ত)

ম. বা. - কাহ্নের, জীহের, যমুনার ইত্যাদি।

প্রাচীন বাংলায় সংস্কৃত এবং হিন্দীর মত সম্বন্ধ পদে বিশেষ্য অনুযায়ী লিঙ্গ সূচক প্রত্যয় ব্যবহৃত হত। কিন্তু আধুনিক বাংলায় এইরূপ হয় না। যেমন —

প্রা. বা. - 'ভোহরি কুড়িয়া', 'হাড়েরি মালী'।

আ. বা. - 'হাড়ের মালা', নদীর জল ইত্যাদী।

অধিকরণ -

সংস্কৃতে অধিকরণের বিভক্তি ছিল -'ই'। ধ্বনি পরিবর্তন বশত যথারীতি বাংলায় এই বিভক্তিটি লোপ পেয়েছে। বাংলায় আদি যুগ থেকে -'এ' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। এই -'এ' বিভক্তির মূল তিনটি -

১. ইন্দো ইউরোপীয় -'ধি' প্রত্যয় (যেমন সং অধি > প্রা. জহি > *যধি)

২. সং. -'ক' প্রত্যয়ান্ত শব্দে -'ই' বিভক্তি (যেমন - গৃহকে> ঘরএ > ঘরই > ঘরে)

৩. -'ভিস্' বা -'ভিম' বিভক্তি (গৃহেভিঃ > ঘরহিঁ, সং. গৃহভিম্ ঘরহিং > প্রা. বা. ঘরহিঁ ইত্যাদি।)

এছাড়া বাংলায় আরেকটি বিশিষ্ট বিভক্তি -'ত'। -'ত' বিভক্তি সপ্তমীর -'এ' যোগে -'তে' হয়েছে এবং তৃতীয়ার প্রভাবে -'তে' ও আগে সপ্তমী যুক্ত হয়ে 'এতে' হয়েছে।

প্রা. বা. সাংকমত, দুয়ারত, মাঙ্গত, ডোম্বিত, বাহুত, গঅণত।

ম. বা. - লোকতে, তরুতে, ঘরে, দ্বারে।
আ. বা. - 'ফলে না সকল বৃক্ষে সুমধুর ফল,
সকল সরসি জলে ফুটে না কমল'।

মারাঠি কারক বিভক্তি

মারাঠিতে কর্তৃকারকে সাধারণত কোনও বিভক্তি নেই। কর্ম সম্প্রাদানের বিভক্তি একই, অন্য সব কটি কারকের স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বিভক্তি আছে। কখনো কখনো একবচন এবং বহুবচনের বিভক্তি আলাদা। মূলের সঙ্গে বিভক্তি যোগের সময় মূল শব্দের চেহারায় কিছু পরিবর্তন ঘটে, পরিবর্তিত এই রূপটিকে মারাঠিতে বলে সামান্য রূপ।

মারঠির বিভক্তি গুলি উল্লেখ করা হল :

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্ম	স, লা	স, লা, না
করণ	নে, শী	নী, শী
সম্প্রদান	স, লা	স, লা, না
অপাদান	ঊন, হূন	ঊন, হূণ
সম্বন্ধ	চ়া, চ়ে, চী	চ়া, চ়ে, চী
অধিকরণ	ঈ, আত	ঈ, আত

২. আগেই বলা হয়েছে বিভক্তি যোগের সময় তির্যক কারকে মূল শব্দের রূপ পরিবর্তন ঘটে। সেগুলি এরকম -

বাঘ + লা = বাঘালা
মনুষ্য + না = মনুষ্যাণা
কবি + চা = কবীচ়া
ঘোড়া + লা = ঘোড়্যালা
জালে + চী = জাল্যাচী
ভাঊ + লা = ভাৱলা

কর্ম-সম্প্রদান -

কর্ম-সম্প্রদানের বিভক্তি -'স', -'লা'।

যেমন - দেবাস, দেবালা বহুবচনে দেবাঁলা, দেবাঁনা। 'সাধুলা প্রণাম করা'।

-'স' বিভক্তিটি এসেছে সংস্কৃতের বহুবচনের -'সস' থেকে। -'না' এবং -'লা' পরস্পর রূপভেদ মাত্র। প্রাকৃতের 'ইল্ল'-র সঙ্গে এর যোগ আছে বলে মনে হয়।

করণ -

নে, শী। পাণ্যানে-পাণ্যাশী (জলের দ্বারা), বহুবচনে

পাণ্যানী-পাণ্যাশী, ব্যক্তীণে বক্তীনী-ব্যক্তীশী।

সংস্কৃতের -'এণ' মনে হয় -'ণে' হয়েছে। তাছাড়া সংস্কৃত উ-কারান্ত শব্দে -'না' বিভক্তি যোগ হত। যেমন - সাধুনা, মুনিনা ইত্যাদি। -'না' মারাঠিতে -'নে,' -'নী' হয়ে থাকতে পারে, সংস্কৃতের সম্বন্ধ কারকের বহুবচনের নামের সঙ্গেও এর সম্পর্ক থাকতে পারে।

-'শী' (-'সীঁ) এসেছে সংস্কৃতের সম্বন্ধ বিভক্তি -'অস্য' অথবা -'বস্য' > -'বসী' থেকে।

অপাদান -

বিভক্তি-'হূন,' -'হূন' থেকে উদ্ভুত হয়েছে -'উন'। যেমন - দেবাহূন, ঘোড়াহূন, কবীহূন।

'ভূ' ধাতুর শতৃ অন্ত পদ ভবন্ত > হোন্ত > হূন হয়েছে। অবধীতে 'হূত' প্রচলিত। বাংলা 'হতে' একই মূল থেকে উৎপন্ন। ওড়িয়া -'হুঁ' এর রূপান্তর। যেমন —

- 'আজি হুঁ পঞ্চম দিবসে'।

সম্বন্ধ -

-'চা', -'চী', -'চে', 'চা' -বিভক্তটি এসেছে সংস্কৃত -কৃত্য থেকে। -কৃত্য > -কচ্চ > -চা। লিঙ্গ ও বচন ভেদে -'চী' ও -'চে' রূপান্তরিত হয়।

দৃষ্টান্ত -

ঘরাচ্যা ছপড়া, ভাবাচ্যা মিত্রা, গাঙ্গীচ্যা বাসরা, ঝাড়্যাচে পান (গাছের পাতা), ঘোড়্যাচী শেপচী (ঘোড়ার লেজ), পক্ষ্যাচী চোঁচ (পাখীর ঠোঁট)।

প্রাচীন বাংলায়ও কর্তার লিঙ্গ ভেদে সম্বন্ধ-পদে স্ত্রী-প্রত্যয় যোগ হত : কাহরি নাবে, হাড়েরি মালী ইত্যাদি।

অধিকরণ -

-'ঈ' এবং -'আত'। -'ঈ' এসেছে সংস্কৃতের -'ই' থেকে। সংস্কৃতের -'ভিঃ' বিভক্তি থেকেও উদ্ভুত হতে পারে - 'ভিঃ > -'হি' > -'ঈ'। -'আত', -'ত' এসেছে সংস্কৃতের -'অন্ত' থেকে। যেমন — মারাঠিতে

ঘরী, বেলীত, শালেত (পাঠশালায়)।

প্রাচীন বাংলায় -'ই', -'হি' এবং -'ত' বিভক্তি ছিল। -'ত' এখনও উপভাষায় প্রচলিত। উত্তর বাংলায় ঘরত, গাছত ইত্যাদি। চর্যায় সাংকমত, নিয়ড্ডী, হিঅহি ইত্যাদি।

●

৬ - 'অনুসর্গ'

বাংলায় অনুসর্গ প্রধানতঃ দুই প্রকার -

১. নাম অনুসর্গ (অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণ)

২. অসমাপিকা অনুসর্গ

নাম অনুসর্গ গুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (১) তদ্ভব (২) তৎসম, (৩) বিদেশী।

তদ্ভব অনুসর্গ -

আগ <	অগ্র	:	ডোম্বিত আগলি ।
অন্তর		:	তোহোর অন্তরে।(প্রা. বা.) দানের অন্তরে।(ম. বা.)
কাছে <	কক্ষ	:	তাহার কাছে।(আ. বা.)
কাজ <	কার্য	:	কোন কাজেঁ (ম. বা.), কাজে। (আ. বা.)
পাখ <	পক্ষ	:	'পাখি ণা রাহঅ মোরি পান্ডিআচাএ'(প্রা.বা),'কামাতুর হয়্যা সীতা' ।
পাঅ < পদে <	পদ	:	গুরুপাএ পত্র (প্রা. বা.), বোলোঁ তোর পাএ (ম. বা.)।
পণ		:	মোর পাণে (ম. বা.)।
পাছ <	পশ্চাৎ	:	'তার পাছে যমল অর্জুন পাঠায়িল' (কৃকী), 'শচী পাছু ধায়ে'। (চৈম)
পাশ <	পার্শ্ব	:	'এহা বুঝি তেজ কাহ্নাঞি* আহ্মার পাশে'। (ম. বা.)

বাগ < বর্গ	:	'সাতটি তারা চেয়ে আছে সাতটি চাঁপার বাগে'।
বহি < বহিস	:	'এ বাট বহি'। (প্রা. বা.)
বিনা < বিধুন, বিভূন	:	বিহুন্নে (প্রা. বা.), বিহনে (ম. বা.) বিনি।(আ.বা.)
ভিতি < ভিত্তি	:	'চাহা চাহা চাহা বড়ায়ি যমুনার ভীতে' (ম.বা.) ভীত।(আ.বা.)
মাঝ < মধ্য	:	মাঝে (প্রা.বা.), মাঝেঁ (ম.বা.), মাঝে।(আ.বা.)
লাগ < লগ্ন	:	লগে (ম.বা.)।
হতে < ভবন্ত < সন্ত	:	হৈতে, হতে (ম.বা.) সনে। (ম.বা.)
সাথ	:	সাথে (আ.বা)।
থান < স্থান	:	থানে (ম.বা.), ঠাত্রঁ (প্রা.বা.)।
হাত < হস্ত	:	হাথে (ম.বা.), হাত (আ.বা.)।

তৎসম অনুসর্গ

অপেক্ষা	অপেক্ষা (আ.বা.) (অতিশায়নে ব্যবহৃত)।
অর্থ	ধামার্থ (প্রা.বা.), গুরুর অর্থে (ম.বা.)
কারণ	কংসের কারণে (ম.বা.), কারণ (আ.বা.)
গোচর	'তবে যদুনাথ গেলা অদিতি গোচর' (ম.বা.)
চরণ	'নিবেদিনু গুরুর চরণে' (ম.বা.)
দিক্, দিশা	'বৃন্দাবন দিশে' (ম.বা.), দিগে।

নিকট : সাধুর নিকটে।(ম.বা.)

বিদ্যমান : বিদ্যমান।(ম.বা. এবং আ.বা.)

প্রতি : 'তবে কেনে রতি প্রতি এত বড় মন'। (ম.বা.)'তংকা প্রতি এক গন্ডা'(ম.বা.), প্রতি।(আ.বা.)

মুখ : শিশুমুখেঁ (ম.বা.), মুখ (আ.বা.)

সঙ্গেঁ : ডোম্বীএর সঙ্গেঁ (প্রা.বা.), বড়ায়ির সঙ্গেঁ (ম.বা.) কাহ্নারি সঙ্গেঁ।(প্রা.বা.)

সকাশ : গুরুর সকাশে।(প্রা.বা.)

সদন : 'গুরুর অর্থে বিকাইলা ফিরিঙ্গিঁ সদন'। (ম.বা.)

সন্নিধান : 'এথা সব নটগণে দৈত্যরাজ সন্নিধানে চরিয়া করেন নৃত্য কলা'। (মবা.) হরষে 'আসিয়া বীর কৃষ্ণ সন্নিধান'।

সমভিব্যহার : সীতা ও লক্ষণ সমভিব্যহারে রাম বনে গমন করিলেন। (আ.বা.)

সমীপ : যথায় অদৈতচন্দ্র চৈতন্য সমীপ।

সহিত : 'ধামালী সহিত কাহ্নাঞি বোলে তিখ বাণী'।(ম.বা.)

সংহতি : 'আহ্মে আপুণী জাইব সংহতি তাহারে।' (কৃকী.)

বিদেশী অনুসর্গ

বদল : 'আমি মরি তোমার বদলে'।(ম.বা,আ.বা.)

বরাবর : ব্যালর বরাবরে।(ম.বা.)

বাদ : বাকী কৌড়ী বাদ।(চৈচ)

হুজুর : তোমারে হুজুর, রাজার হুজুরে।

অসমাপিকা অনুসর্গ

করিতে > করতে : রামের করতে শ্যাম ভালো। (আ.বা.)

চাহ : রামের চেয়ে শ্যাম বড়।

চাহিয়া > : চাইতে, চেয়ে।

থাক : 'তথা থাকি ডাক দিআঁ বুইল বনমালী'। (ম.বা.), শহর থেকে দূরে।(আ.বা.)

দিয়া : দিআঁ চঞ্চালী (প্রা.বা.), হাথ দিআ (ম.বা.), দিয়া > দিয়ে > দে।(আ.বা.)

লগ্ : লাগিয়া/লাগি ।

'গঅণ টাকলি লাগি রে চিত্ত পইঠ নির্বাণা'। (প্রা.বা.)

'নেহত লাগিআ শত পঞ্চাশ উপেখী'। (ম.বা.)

লহ : লইয়া, লই

'মোহ ভান্ডার লই সঅলা অহারী', (প্রা.বা.)

কুল লই খরে,(প্রা.বা.)

'সব মন্ত্রি পাত লআঁ চিন্তি. রহি ত'।

'তথায় বালক লয়্যা শুনহ বচন'(ম.বা.)।

মারাঠি

আর্য বর্গের সব ভাষায় অনুসর্গের ব্যবহার আছে। মারাঠির কিছু অনুসর্গের উল্লেখ করা হল -

'বর' (উপর) পদটি সংস্কৃতের -'উপরি' পদ থেকে উৎপন্ন। এই একটি মাত্র পদ আজ প্রাচীন অনুসর্গ রূপে আধুনিক ভাষাগুলিতে সংরক্ষিত আছে।

বর-(সং.) উপরি > বর-ঘরাবর,

কদ - (সং.) কাতি > কদে, কদুনি।

ঘর - (সং.) গৃহ > ঘর > গর (সঙ্গেঁ)

পাস পাসুন - (সং.) পার্শ্ব > পাস, পাসী, পাশিম, পাসুন।

যেমন - কিল্যাপাসুন, সাধুপাসুন ইত্যাদি।

মাগ - (সং.) মার্গ > মাগেঁ, মাগুঁ

উন - হোউন > হূণ।

সমোর - (সামনে) ঘরাসমোর, ত্যাসমোর।

জবড় - (নিকট) ঘরা জবড়

মূলে (জন্য), করিতা (জন্য), সাঠী, খালী ইত্যাদিও অনুসর্গ রূপে ব্যবহৃত হয়।

৭. পুরুষ বাচক সর্বনাম

উত্তম পুরুষ

বাংলায় উত্তম পুরুষ প্রাতিপদিক রূপে তিনটি পদ পাওয়া যায় - 'ম', 'মো' এবং 'আমা'। প্রথমে 'ম', 'মো' ছিল একবচনের প্রাতিপদিক এবং 'আমা' বহুবচনের। প্রাচীন বাংলার শেষাশেষি অবস্থাতেই তির্যক কারকে 'আমা' একবচনেও ব্যবহৃত হত। তাই মধ্যবাংলায় নতুন একটি বহুবচনের পদ সৃষ্টি হল 'আহ্মারা', কিন্তু মধ্য এবং আধুনিক বাংলায় 'আমরা' কর্তৃকারকেই ব্যবহৃত হয়। 'দিগ' এবং 'সব' শব্দ যুক্ত করে তির্যক কারকের বহুবচনের 'আমরাসবকে', 'আমাদিগকে'র মত ব্যবহৃত করা হয়ে থাকে। যেমন -

আমরা সব, আমরা সবকে, আমা সবের।
আমাদিগের, আমাদিগকে, আমাদের ইত্যাদি।

মারাঠির উত্তম পুরুষের একবচনের প্রাতিপাদিক হল 'মী', 'মাতে', 'মাঝে' এবং বহুবচনের 'আহ্মী' ও 'আহ্মাস'। প্রাচীন মারাঠিতেই 'মাঝ' বা 'মজ' পদটি একবচনে তির্যককারকের প্রাতিপদিকে পরিণত হয়েছিল এবং বিভক্তি যোগ করে তির্যক কারকের পদ নিষ্পন্ন হয়েছিল। যেমন মজলা, মজলী, মজহুন, মাঝ্যাহুন ইত্যাদি।

উত্তম পুরুষের বিশিষ্ট পদের ও প্রাতিপদিকের ব্যুৎপত্তি

একবচন —

বাংলায় উত্তমপুরুষ একবচন পদগুলির উৎপত্তি যেভাবে হয়েছে তা নিম্নলিখিত -

(প্রা.বা) হাঁউ, হউ - সং. অহকম্ (অহম্) > প্রা. হকং > অপ. হউ, প্রা.বা হাঁউ, হউ > ম.বা. হোঁ। আধুনিক বাংলায় লুপ্ত। যেমন - 'হাউ কপালি তুলো ডোম্বি।'

মারাঠিতেও হোঁ, হাউ, হউ পদগুলি অপ্রচলিত।

মই - সং.ময়া (তৃতীয়া) > প্রা. মএ > অপ. মই > প্রা.বা মই। 'স্বপনে মই দেখিল।'

মুই - সং.ময়েন, ময়া > অপ. মএঁ > প্রা.বা মই, মইঁ > ম.বা. মুঞি > মোঞি > আ. বা. মুই অপ্রচলিত।

মো, মম - সং.মম (ষষ্ঠী) > অপ.মঞো > প্রা.বা. মো > ম. বা. মো। প্রা.বা. 'মো হিঅহি', ম.বা. 'মো সম', 'মো যদি জানিতাম'।

'মো' পদটি প্রাচীন বাংলাতেই একবচনের তির্যক কারকের প্রাতিপদিকে পরিণত হয়েছিল। যেমন মোয়, মোয়ি। আধুনিক বাংলায় এর বহু উদাহরণ পাওয়া যায়; মোর, মোদের ইত্যাদি সাধু ভাষাতে ও কাব্যে ব্যবহৃত হয়।

মারাঠি উত্তমপুরুষ একবচন পদগুলি নিম্নলিখিত রূপ -
'মী' - সং.অস্মি > প্রা. অস্মি, হস্মি > অপ.অহ্মি, মহি > মা. মী।
মাতে - সং.মৎ + তস > প্রা. মত্তো > মা. মাতে।
মাঝ্যা - বৈ. মহ্যা > প্রা. মহ্যম > মা. মাঝ, মাজ

উত্তমপুরুষ একবচনে বাংলা এবং মারাঠিতে কোনও সাদৃশ্যতা পরিলক্ষিত হয় না।

বহুবচন
আমি - সং.অস্মাভিঃ > প্রা. অহ্মাহি > অপ. অহ্মাহি > প্রা.বা. অহ্মে (আহ্মে, আম্ভে, অহ্মে, অম্ভে) > ম.বা. আহ্মে, আহ্মি, আমি (কর্তা একবচন) আ.বা. আমি।
সং.(বৈদিক) অস্মে (চতুর্থী সপ্তমী) > প্রা. অহ্মে > প্রা.বা অহ্মে > ম.বা. অহ্মি > আ.বা. আমি।

সং.অস্মৎ (পঞ্চমী) > অমহং (দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী) > প্রা.বা. অহ্ম > ম.বা আহ্ম।

আমা - সং.অস্মাকম্ > প্রা অহ্মাকং > অপ.অম্হাঅঁ, প্রা.বা.অহ্মা

> ম.বা. আহ্মা > আ.বা. আমা। মধ্য বাংলা থেকেই 'আমা' বহুবচনের তির্যক কারকের প্রাতিপদিক রূপে ব্যবহৃত হত। যেমন - আহ্মারা, আহ্মাক, আহ্মাকে, আহ্মাতে, আহ্মাত ইত্যাদি।

মারাঠি

আহ্মী - সং.অস্মাভি: > প্রা. অহ্মাহি > অপ. অহ্মাহি > মা. আহ্মী।

সং.অস্মাসু > প্রা. অহ্মাসু > অপ. আহ্মাস > মা. অম্হাস।

একবচনের মতই বহুবচনেও আহ্মী তির্যককারকের প্রাতিপদিকে পরিণত হয় এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি যোগ হয়। বাংলা ভাষাতেও এই নিয়ম প্রচলিত।

মারাঠি (বহুবচন)	বাংলা (বহুবচন)
১ম পদ আহ্মী	আহ্মী, আমি, আমরা, মোর
২য় পদ আহ্মাস, আহ্মালা, (আহ্মাতে)	আমাদিগকে,-দিগের
৩য় পদ আহ্মী, আহ্মাশী, আম্চ্যাশী	আমাদ্বারা, দিয়া, কর্তৃক
৪র্থী পদ আহ্মাস, আহ্মালা, আহ্মাতে	আমাদিগকে,-দিগের
৫মী পদ আহ্মাহুণ, আমচ্যাহুণ	আমাদের,-হইতে
৬ষ্ঠী পদ আমচী, আমচী, আমচে, আমচ্যা	আমাদিগের, আমাদের, মোদের
৭মী পদ আহ্মাত, আমচ্যাত	আমাদিগেতে।

ম্যা, মতে, আহ্মাতে ইত্যাদি সর্বনামগুলি প্রাচীন মারাঠির, তবে কখনো কখনো আধুনিক কাব্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

মধ্যম পুরুষ

বাংলায় 'তো' এবং 'তোমা' এই দুইটি প্রাতিপদিক মধ্যমপুরুষ সর্বনাম রূপে পাওয়া যায়। 'তো' তুচ্ছার্থে এবং 'তোমা' সম্ভ্রমসূচক প্রাতিপদিক রূপে প্রাচীন বাংলাতে প্রচলিত ছিল।

'তোমা' মুলতঃ বহুবচন হলেও একবচনেও এর প্রয়োগ হত। যেমন -

'তোমহা বিহুণে মরমি হউঁ। (চর্যা)
'তোমার বিহনে মরমি আমি'

এছাড়া উত্তমপুরুষের মতই তির্যককারকের সব পদগুলিও এর সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে আরও একটি পদ পাওয়া যায় - 'আপনি', 'আপনা' (সং আত্মক - স্বয়ম্)। মারাঠির মধ্যম পুরুষের প্রধানত দুইটি প্রাতিপদিক 'তুম্হী' (সম্মানজনক) অর্থ প্রকাশ করে, 'তু' (তুচ্ছার্থক ও সাধারণ অর্থে), 'তুম্হী' (বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করে), 'তু' এবং 'তুম্হী' প্রাতিপদিক দুটি সংস্কৃতের 'যুষ্মদ' পদ থেকে নিষ্পন্ন।

মধ্যমপুরুষের একবচন ও বহুবচনের পদগুলি এইরূপ -

একবচন

তু - সং. ত্বম (তুঅম্) > প্রা. তুঅং > প্রা. বা. তু > আ. বা. তু।

প্রা.বা. - 'তু লো ডোম্বী হাউঁ কপালী।' (মারাঠিতেও এই পদটি প্রচলিত।

তুই - সং.ত্বয়া > প্রা. তএ, তুএ > অপ. প্রা.বা তই, তোএ যেমন - 'থাকিব তই' > তুই (আধুনিক বাংলায় তুচ্ছার্থক সূচক)। তইঁ - সং. ত্বয়েন - ত্বয়া (তৃতীয়ার একবচন) > প্রা. তএঁ, তুএঁ > প্রা.বা. তইঁ > ম.বা. তোএ* তোঞ, তোঞি, তুঞি (কর্তা)।

তো - সং. তব (ষষ্ঠী) > প্রা. অপ. প্রা. বা. তো
প্রা.বা. - 'তো' 'মুহ', হ্যালো ডোম্বী তো পুচ্ছমি সমভাবে ইত্যাদি।

তুহুঁ - সং. তুভ্যম > প্রা. তুবভং > অপ., প্রা.বা. ম.বা. তুহুঁ > তোহ (তির্যক কারকের প্রাতিপদিক রূপে তোহর, তোহাঁক)।

তুঝ - সং. তুহ্যম = তুভ্যম > প্রা. তুজঝং > অপ. তুজ্ঝ

> ব্রজবুলি তুঝ।

মারাঠিতেও বাংলার 'তু' পদটি মধ্যম পুরুষের প্রাতিপদিক রূপে প্রচলিত এবং সংস্কৃতের 'ত্বং' থেকে এর উৎপত্তি।

বহুবচন

তুহ্মী - বাংলা এবং মারাঠি দুটি ভাষাতেই এই পদটি প্রচলিত ছিল। আধুনিক বাংলায় 'তুহ্মী' পদটি ধ্বনিপরিবর্তনে হয়েছে 'তুমি', কিন্তু মারাঠিতে এই পদটি এখনো প্রচলিত।

সং. তুস্মাভিঃ - যুষ্মাভিঃ > প্রা. তুহ্মাহী > অপ. তুহ্মাই > প্রা.বা. তুম্ভে ম.বা. তুহ্মে, তুহ্মি, তুহিঁ, তুমি (একবচন) > আ.বা. তুমি।

সং. তুস্মে = বৈদিক যুষ্মে > প্রা. তুহ্মে > প্রা.বা. তুহ্মে > আ.বা. তুমি।

তোমা - সং. তুষ্মাকম্ - যুষ্মাকম > প্রা. তুমহাকং > অপ তুহ্মাং প্রা. বা তোহ্মা > মবা. তোহ্মা, তোমা, তোহাঁ > আবা. তোমা আধুনিক বাংলায় তির্যক কারকের প্রাতিপদিক রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে - তোহ্মার > তোমার; তোহ্মাক, তোহ্মাকে > তোমাকে; তোহ্মারে,তোহ্মাতে > তোমারে, তোমাতে; তোহ্মাএঁ > তোমায়; তোহাঁক, তোহ্মারা > তোম(া)রা।

মারাঠিতে 'তু' এবং 'তুহ্মী' তির্যক কারকের প্রাতিপদিক -

বিভক্তি	**একবচন**	**বহুবচন**
প্রথমা	**তু**	**তুহ্মী**
দ্বিতীয়া	**তুলা, তুজলা, (তুতে)**	**তুহ্মাস, তুহ্মালা, (তুহ্মাতে)**
তৃতীয়া	**তু, তুজশী, তুঝ্যাশী, (ত্বা)**	**তুহ্মী, তুহ্মাশী, তুম্চ্যাশী**
চতুর্থী	**তুলা, তুজলা**	**তুহ্মাস, তুহ্মালা, (তুহ্মাতে)**
পঞ্চমী	**তুজাহুণ, তুঝ্যাহুণ**	**তুহ্মাহুন, তুমচ্যাহুন**
ষষ্ঠী	**তুঝা, তুঝী, তুঝে, তুঝ্যা, তুঝে**	**তুমচা, তুমচী, তুমচে, তুমচ্যা, তুমচে**
সপ্তমী	**তুত, তুঝ্যাত**	**তুহ্মাত, তুম্চ্যাত।**

আধুনিক বাংলা ও মারাঠিতে সম্ভ্রমাত্মক প্রয়োগে মধ্যমপুরুষের আরও একটি পদ রয়েছে - 'আপনি' (বাংলার), আপণ (মারাঠির) এই পদটি সংস্কৃত আত্মম (স্বয়ম্) থেকে নিষ্পন্ন বলে অনুমান করা হয়।

নির্দেশক সর্বনাম

নির্দেশক সর্বনামের পাঁচটি প্রকার -

১. সাধারণ নির্দেশক (বা. প্রথম পুরুষ)

২. দূরনির্দেশক

৩. নিকট নির্দেশক

৪. সম্বন্ধ নির্দেশক

৫. অনির্দিষ্ট ও প্রশ্নাত্মক নির্দেশক

নির্দেশক সর্বনামের লিঙ্গভেদ আছে, মনুষ্যবাচক (পুং - স্ত্রী) ও অমনুষ্যবাচক (ক্লীব)। মনুষ্যবাচক আবার দুই প্রকার — সাধারণ ও সম্ভ্রমসূচক।

সাধারণ নির্দেশক — প্রথম পুরুষ

বাংলায় মনুষ্য কর্তার একবচন ছাড়া অন্যান্য প্রাতিপদিক সাধারণে 'তা', 'তাহা' সম্ভ্রমে 'তিনি', 'তাহা', 'তাঁ (হা)'।

সাধারণ নির্দেশক পদের ব্যুৎপত্তি

বাংলা

সে - সং. সঃ, সকঃ > প্রা. সো, সে, সও, সএ > অপ. সু > সি, সউ, সই > বা. সে, (সি) সেই। মধ্য বাংলায় সেগুলা, সেগুলি (নির্দেশক বহুবচনে)।

তাহা - সং.* তাস - তস্য > প্রা. অপ. তাহ > বা. তা, তাহা।

অমনুষ্যবাচক প্রাতিপদিক রূপে - তাক, তাকে, তার, তারে, তাতে, তাহার, তাহাকে।

মনুষ্যবাচক বহুবচন রূপে তারা, তাহারা— সাধারণে. সম্ভ্রমে - তিনি, তাঁরা, তাঁহারা, তাঁহাদের ইত্যাদি। 'তিনি' এবং 'তাঁহা' পদ দুটি সংস্কৃতের 'তিনহং' এবং 'তানাম' থেকে উৎপন্ন।

মারাঠি সাধারণ নির্দেশক বা প্রথম পুরুষের প্রাতিপদিকগুলি হল পুং 'তো', স্ত্রী 'তী' এবং ক্লীব 'তে'। সংস্কৃতের প্রথমপুরুষের বহুবচনে 'তে' পদের প্রয়োগ ছিল এবং লিঙ্গ ভেদও ছিল। এগুলির সঙ্গে সংস্কৃতের সম্বন্ধ আছে।

দূর-নির্দেশক

বাংলার প্রাতিপদিক 'ও (হা)', 'উ (হা)' (সাধারণ) 'ওহঁ, ওঁ(হ), উহাঁ, উঁহা (সম্ভ্রমসূচক)।

মারাঠির প্রাতিপদিক -'তা','তী', 'তে'(যথাক্রমে তিন লিঙ্গে)।

ব্যুৎপত্তি

বাংলা -'ওহা'। উহা - সং*. অবঃ, অবৎ (অসো, অদঃ),অপ., বা. ও। সং*. অবস্য > অপ. ওহ > ম.,আবা. ওহা (উহা)।

সম্ভ্রমসূচক 'উনি', 'উহা', 'উহাঁ', ষষ্ঠীর বহুবচন থেকে নিষ্পন্ন।

মারাঠির 'তা', 'তী', 'তে' পদগুলির বুৎপত্তি সংস্কৃতের'তস্য' থেকে।

সং. তস্য > প্রা. তাহ > মা. তা, তো।

সং. তস্য > প্রা. তেহ > মা. তে।

নিকট-নির্দেশক

বাংলা - এ(ই), এহা (-ইহা), সম্ভ্রমে এঁ (ইঁ), এহাঁ, এঁহা (ইহাঁ, ইঁহা)। মারাঠি - পু. হা, স্ত্রী হী, ক্লীব হে।

ব্যুৎপত্তি

বাংলা

সং. এষ: > প্রা. এসো, এসে, এস > অপ. এহু, এহ, > প্রা.বা. এহু, এহ > মবা. এহ (ইহ), এহ (ইহা)।

সং. এভি: > প্রা. এহি > মা. হি এবং মবা. এহি, আবা. এই।

সং. এতস্য > বা. এহা (ইহা)

সং. এতৎ, ইদম্ > প্রা. এদং, ইদং > অপ. এঅ, ইঅ > প্রা.বা. এ, ম.বা. এ,ই, এহি (নিশ্চয়াত্মক 'হি' যোগে) > আ.বা. এই।

সং. এষাম্ > প্রা. এণ্হং > অপ, এণ, ইণ > মবা. এনা, ইহ্নি, ইহিঁ, এইঁ > আবা. ইনি, ইহঁ-, এঁ-।

মারাঠি - হা, হী, হে পদগুলি সংস্কৃতের 'এভি:' থেকে নিষ্পন্ন।

সম্বন্ধ-নির্দেশক

বাংলা 'যা (হা)', সম্ভ্রমে 'যাহঁ', যঁ (হা)।

সং. য:, যক:, যৎ > প্রা. জো, জএ, জং > অপ.জু, জি, জ, জং > প্রা.বা. জে, জে, জ, (ক্লীব) > ম, আবা. জে, (যে)।

সং. যাস, যস্য > প্রা. অপ জাহ > বা. যাহা (অমনুষ্যবাচক)

যিনি, যাহা, যাঁ (হা) ইত্যাদি সম্ভ্রমসূচক পদগুলি ষষ্ঠীর বহুবচন থেকে

এসেছে। মারাঠি ভাষায় সম্বন্ধ নির্দেশকের প্রাতিপদিক রূপে শুধু একটি মাত্র প্রাতিপদিক পাই 'জো'। লিঙ্গভেদে এরও রূপান্তর হয় প্রাতিপদিকে।

	পু.	স্ত্রী	ক্লী.
একবচন মুখ্য	জো	জী	জে
তির্যক	জ্যা	জী	জ্যা
বহুবচন মুখ্য	জে	জ্যা	জী
	জ্যাম	জ্যাম	জ্যা

ব্যুৎপত্তি - সং. য:, যক:, যৎ > প্রা. জো, জঅ, জং > মা. জো. জী. জে।

অনির্দিষ্ট ও প্রশ্নাত্মক-নির্দেশক

বাংলা কি, কা (হা), কর্তা কে, কেউ, কোন।

মারাঠি কায়, কোণ, কিতী, কা, কসে, কোণতা, কেরমা, কোঠে, কসা ইত্যাদি প্রাতিপদিক অনির্দিষ্ট বা প্রশ্নাত্মক সর্বনামের প্রতিপদিক রূপে প্রচলিত।

এগুলির ব্যুৎপত্তি নিম্নরূপ -

কে, কি — সং. কঃ *ককঃ > প্রা. কে. কএ, কো, কও > অপ. কে, কি. কএ (কই), কও (কেউ) > প্রা.বা. কো, কে > আবা. কে (মনুষ্যকর্তা)

সং. কিম্ > প্রা. অপ. কিং > বা. কি (অমনুষ্যবাচক কর্তা)

কা — কাস - কস্য > প্রা. অপ. কাহ > মা. এবং বা. কা, কাহা। এই 'কা' পদটি মারাঠিতে প্রচলিত।

কেহ - সং. কয়স্য > অপ. কেহ > প্রা.বা. কহো, ম.বা. কেহ > আবা. কেউ, কেউ অনির্দিষ্ট কর্তার পদ রূপে প্রচলিত।

বাংলায় অনির্দিষ্ট কর্তা রূপে 'কিছু' পদটিও প্রচলিত তবে 'কিছু' সংস্কৃতের 'কিশ্চ' পদ থেকে উৎপন্ন।

সং. কঃ অপি > কোহপি > প্রা. কোবি, কেবি > প্রা.বা. কোই, কেই (অনির্দিষ্ট কর্তা) ▷ আবা. কেউ।

সং. কমন: > অপ. কৱণ > মবা. কমন, কোন > আ.বা. কোন।

মারাঠির 'কোণ' পদটিও 'কমন' থেকেই নিষ্পন্ন। (John Beames Comparative Grammar of Modern Aryan Language of India II-p. 323.

মা. কসা < সং. কস্য

মা. কুঠে < সং. কুত্র ।

৮. ক্রিয়ার কাল ও ভাব

উৎপত্তির দিক দিয়ে বাংলা ক্রিয়াপদের কালগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—মৌলিক কাল এবং কৃদন্ত কাল। মৌলিক কালে ক্রিয়ার ধাতুর উত্তরে কতকগুলি বিশেষ প্রত্যয় বিভক্তি যুক্ত করা হয়ে থাকে। তাই অন্য ধাতুর সহায়তা আবশ্যক হয়না। মূল বা ধাতুর পরেই পুরুষ বাচক বিভক্তি যুক্ত হয় বলে নিত্য বা সাধারণ বর্তমানকে শুদ্ধ মৌলিক বা মূল্যাত্মক কাল রূপ (Radical tense) বলা হয়, এবং অন্য মৌলিক কালগুলিতে যে -'ইল', -'ইত', -'ইব'. প্রত্যয় যুক্ত হয়, সেগুলি সংস্কৃত কৃদন্ত প্রত্যয় থেকে উৎপন্ন তাই এগুলিকে কৃৎপ্রত্যয়াত্মক কাল রূপ (Participial tense) বলা হয়। বাংলায় ক্রিয়ার পুরুষ বাচক বিভক্তিতে একবচন ও বহুবচনে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু প্রাচীন বাংলায় ক্রিয়াপদে দুইটি বচন ছিল, একবচন ও বহুবচন।

প্রাচীন বাংলায় নির্দেশকভাবে মৌলিক বর্তমান কালের বিভক্তির ব্যুৎপত্তি -

১. উত্তম পুরুষ -

একবচন - সং.স্মি (অস্মি থেকে নিষ্পন্ন) > প্রা. মহি > অপ. মি > প্রা.বা. - মি : জাণমি, পীবমি, পুচ্ছমি।

বহুবচন - সং. - ধ্বম্ (মহে, মহি, গ্রীক কর্মণি লুঙ্ - থন)> প্রা.বা.হুঁ : জানহুঁ, লেহু, আচ্ছহুঁ।

২. মধ্যম পুরুষ -

একবচন - সং.- সি > অপ. - সি > প্রা.বা. - সি। বুঝসি, গিলেসি, পুচ্ছসি।

বহুবচন - সং.- থস (দ্বিবচন) > অপ. হু > প্রা.বা. - হু। আচ্ছহুঁ।

৩. প্রথম পুরুষ —

একবচন - সং. - তি > অপ-ই > প্রা.বা. - ই। বুঝই, জাণই, আছই, ভণই, কহই ইত্যাদি।

বহুবচন - সং. - ন্তি > প্রা.বা. - ন্তি। যেমন - ভণন্তি, চাহন্তি।

মধ্যবাংলা — মধ্য বাংলায় বচন ভেদ লুপ্ত।

উত্তম পুরুষ -

১. সং. - মঃ (বহুবচন) > অপ. -ম (বঁ) > প্রা.বা. করোঁ, হওঁ, বধওঁ।

২. সং. - য় (ভাববাচ্যের বিকরণ) + তি > ম.বা. ইএ (ভাবকর্মবাচ্য): অস্মাভিঃ কর্যতে > মবা. আহ্মে করিএ।

৩. সং.-অস্মাভিঃ* করিতম (=কৃতম্) > প্রা.বা. আহ্মে করী।

মধ্যম পুরুষ -

১. সং. - সি > ম.বা. - সি। ম.বা. - করসি, চাহসি, দেসি।

২. সং. - থ (বহুবচন) > মবা. হ (হা)। যাহা, পালাহ (হা), করহ।

৩. সং.-ত (অনুজ্ঞার বহুবচন) > মবা. অ। কর, চল, যা।

প্রথম পুরুষ -

প্রথম পুরুষের বিভক্তি রূপে মধ্য বাংলায় -ই, -এ ইত্যাদি বিভক্তি ছিল। যেমন - সং. দয়তি > দেই, করে, চলে, বলে ইত্যাদি। সং. -য় (ভাবকর্মবাচ্য) + তি,ম.বা. -অএ, -ইএ,

যেমন - ধরএ, থাকিএ। সং. - ন্তি, > - ন্তি, তি = করন্তি, দেন্তি।

ন্তু - এন্ত > এন - বোলন্তি, বোল্লেন্ত, বোলেন।

আধুনিক বাংলায় -

উত্তম পুরুষ - আবা. -ই < মবা. -ই।

করি, বলি, খেলি, চলি, যাই।

মধ্যম পুরুষ - ইস, অস, (তুচ্ছার্থক) < ম.বা. -সি।

যেমন - করিস, করস।

- অ (সাধারণ) < - হ। কর (= করো), যাও।

> (এ) ন্ — করেন, যান।

প্রথম পুরুষ - (১) সাধারণ - এ < (-ই) এ। করে, চলে, শোয়।

(২) সম্ভ্রমে - (-এ) ন। করেন, যান, বলেন ইত্যাদি।

মৌলিক ভবিষৎ কাল

বাংলা

প্রাচীন বাংলায় শুধু মধ্যম ও প্রথম পুরুষের একবচন পাওয়া যায়।

মধ্যম পুরুষ -

সং. মারয়িষ্যসি > প্রা. মারেস্সসি, মারিহসি > প্রা.বা. মারিহসি।

সং. ভবিষ্যসি > ম.বা. হওসি।

প্রথম পুরুষ -

সং. কথয়িষ্যতি > প্রা.বা. কহিহ।

সং. করিষ্যতে > প্রা.বা. করিহ > মবা. করিহে।

নির্দেশকভাবে মৌলিক বর্তমান

মারাঠি -

মারাঠিতে মৌলিক বর্তমান সংস্কৃত বর্তমান 'লট' ও 'লোট্' থেকে উদ্ভূত। মৌলিক বর্তমানে ক্রিয়াপদের রূপগুলিতে শুধু কিছু ধ্বনি বিষয়ক পরিবর্তন ছাড়া আর কোনও পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রাচীন মারাঠির নির্দেশক মৌলিক বর্তমান কালের বিভক্তিগুলি যেভাবে উৎপন্ন হয়েছে, তা নিম্নলিখিত -

অকর্মক			সকর্মক		
সং	প্রা.	মারাঠি	সং	প্রা.	মারাঠি
-আমি	-আমি	-এম	-অয়ামি	-এমি	-ঈম
-অসি	-অসি	-অসি, -অস -এস	-অয়াসি	-এসি	-ইস
-অতি	-অই	-এ	-অয়াতে	-এই	-ঈ
-আম্হে (-আমো)	-(আমো)	-ওম, উম	-অয়ামহ (-অয়ামো)	-এমো	—
-অত্তা	-অহা,	আ (-আম)	-অযথা	-এহা	
-অন্তি	-অন্তি	-অত (ই), অত	-অয়ন্তি	-এন্তি	-ইতি, -ইত

প্রথমা'র একবচন - উদ্‌নে, উপজনে, ইত্যাদি

বহুবচন - করী, মারি, লেই ইত্যাদি।

আধুনিক মারাঠিতে ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয়গুলি বর্তমানকালে ব্যবহৃত হয় সেগুলি নিম্নলিখিত —

	একবচন			বহুবচন
পুরুষ	পুং	স্ত্রী	ক্লীব	(তিনটি লিঙ্গে)
উত্তম পু.	তো	তে, ত্যে	তে	তো
মধ্যম পু.	তোস	তেস, ত্যেস	তে	তা
প্রথম পু.	তো	তে, ত্যে	তে	তাত

মৌলিক ভবিষ্যৎ

মারাঠি

মৌলিক ভবিষ্যৎ কালের উৎপত্তি আধুনিক কালে। কিন্তু প্রাচীন মারাঠিতেই - ল প্রত্যয় রূপে এর ব্যবহার হত। উত্তম পুরুষ একবচন ছাড়া মৌলিক ভবিষ্যৎকে প্রাচীন মৌলিক বর্তমান ও অনুজ্ঞা থেকে পৃথক করা যায় না। এর কারণ মূলত: তিনটি কারক ও উন প্রত্যয়।

মারাঠিতে মৌলিক ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তিগুলি নিম্নলিখিত -

অকর্মক	সকর্মক
- অইন, - এন	- ঈন
- অসিল	- ইসিল
- অইল, - এল	- ঈল
(- উ)	(- উ)
- আল	- আল
- অতিল	- ইতীল।

আধুনিক কালে মারাঠি ভাষায় ভবিষ্যৎ কালে যে প্রত্যয়গুলি ব্যবহৃত হয় তা নিম্নলিখিত —

(পুং, স্ত্রী, এবং ক্লী)

	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ	ঈন, এন,	উ
মধ্যম পুরুষ	শীল	আল
প্রথম পুরুষ	ঈল, এল	তীল ইত্যাদি।

মারাঠির 'ল' প্রত্যয়টি কোঙ্কণী ভাষাতেও প্রচলিত।

১. ‘অ-কারান্ত’ ধাতু-সকর্মক

‘করণে’ -

	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ	মী করীন	আম্মী করুন
মধ্যম পুরুষ	তু করশীল	তুম্মী করাল, আপণ করাল
প্রথম পুরুয	তো, তে, তী করীল	তে, ত্যা, তী করতীল

২. অ - কারান্ত - অকর্মক

বসণে

	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ	মী বসেন	আম্মী বসু
মধ্যম পুরুষ	তু বসশীল	তুম্মী, আপণ বসাল
প্রথম পুরুষ	তো, তী, তে বসেল	তে, ত্যা, তী বসেল।

৩. মারাঠিতে অ - কারান্ত (মূল) ক্রিয়ায় অন্ত্য ‘অ’ এবং -‘ঈন’, -‘এন’, -‘ঈল’ইত্যাদি প্রত্যয়ের থেকে আদ্য ‘ঈ’ বা ‘- এ’ স্বর মিশে ‘- ঈ’ বা ‘- এ’ হয়।

যেমন —

বস + এন = বস্ + অ + এন = বসেন

কর + ঈন = কর + অ + ঈন = করীন

অনুজ্ঞা ভাবে বর্তমান কাল —

বাংলা

বাংলায় অনুজ্ঞা ভাবে কোন পদ উত্তম পুরুষে নেই এবং

একবচন বহুবচন ভেদ ও প্রায় প্রাচীন বাংলায় লুপ্ত। আধুনিক বাংলায় ও অপ্রচলিত। বাংলায় ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার পদ প্রাকৃত থেকে এসেছে। কোন কোন পদ বর্তমান থেকেও এসে থাকতে পারে।

বর্তমান কালে অনুজ্ঞার বিভক্তি ও রূপ —

উত্তম পুরুষ - বাংলায় অনুজ্ঞাভাবে উত্তমপুরুষ নেই।

মধ্যম পুরুষ -

(১) একবচন - সং.০ > প্রা. ০ > প্রা. বা. ০

সং. চালয় > প্রা. চালঅ > প্রা. বা. চাল > আবা. চাল।

সং.পৃচ্ছ > প্রা. পুচ্ছ > মবা. পুছু > আবা. পুছ।

সং.বুধ্য > প্রা. বুজ্ঝ > প্রা. বা. বুঝ > আবা. বোঝ।

(২) সং.-হি, ধি - (একবচন) > প্রা. হি, (মধ্য ও আধুনিক বাংলায় এ বিভক্তির কোনও পদ নেই)।

সং.যাহি > প্রা. জাহি > প্রাবা. জাহি।

সং.ভবহি > প্রা. হোহি > প্রা. বা. হোহি।

(৩) সং.- ত (বহুবচন) > প্রা. অ > প্রাবা. অ।

সং.জানত > প্রা. জাণঅ > প্রা. বা. জাণ > আবা. জান।

সং.করত > প্রা. করঅ > প্রা. বা. কর > আবা. কর

(৪) সং.থ (নির্দেশক বর্তমান, বহুবচন), > প্রা. হ > প্রা. বা. -হ > মবা. হ (প), আবা. - ও। সং. যাথ ▷ প্রা. জাহ ▷ মবা. জাহ. যাহা > আবা. যাও।

সং.ছেদয়থ > প্রা. ছেঅহ > প্রাবা. ছেবহ।

(৫) সং.- থস (নির্দেশক বর্তমান) > প্রা. - হ্ > আবা. হ্

সং. যাথ: > প্রা. জাহু

সং.ভবথ: > প্রা. হোহু > প্রা.বা. হোহু।

প্রাচীন বাংলায় নিষেধার্থক 'মা' যোগে - অ, ও, - হি — তিনটি অনুজ্ঞার ব্যবহার ছিল। যেমন -

মা ভোল (ভুলো না), মা লেহু ইত্যাদি। 'না' শব্দের ব্যবহার আধুনিক বাংলায় নিষেধাত্মক অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থক নির্দেশক বর্তমানে ব্যবহৃত হয়। যেমন - করিস না, যাস না ইত্যাদি।
জণি, যদি, যেন প্রভৃতির দ্বারা বর্তমান কালে অনুজ্ঞা ভাব প্রদর্শিত করা হয়।

যেমন —

সে জণি ইহাক শুনে (মধ্য বাংলা)
অন্যায় যেন করিস না (আবা.)

প্রথম পুরুষ -

(১) সং- তু (একবচন) > অপ॰ উ > প্রা. বা. উ > (+ স্বার্থিক - ক) আবা. উক।

সং.করোতু > প্রা. বা. করউ > মবা॰ করউ > আবা. করুক।

সং.উদীয়তু > অপ. উইজ্জউ > প্রা.বা. উইজউ

সং.যায়তু > প্রা.বা. জাইউ (বাট জাইউ) >

মবা. জাইউ > আবা. যাউক, যাক।

(২) আবা. উন্ (সম্ভ্রমে, মধ্যম পুরুষেও) উ + ন নির্দেশক বর্তমানের প্রভাবে বা স্বার্থিক

করুন্ > করেন্
দিউন্ > দিন্
যাউন্ > যান্ ইত্যাদি।

অনুজ্ঞা ভাবে বর্তমান কাল

মারাঠি

অনুজ্ঞা ভাবের দুই কাল মারাঠিতে প্রচলিত -

১. বর্তমান

২. ভবিষ্যৎ

এই অনুজ্ঞা ভাবের কাল দুটি মৌলিক, কারণ দুটিরই উৎপত্তি সংস্কৃত থেকে, তবে আধুনিক মারাঠিতে অনুজ্ঞা ভাবের ব্যবহার বিশেষতঃ প্রশ্নবাচক রূপেই হয়ে থাকে।

যেমন -

মী হিন্দীচ্যা পরীক্ষেলা বসু কা ?

অনুজ্ঞা ভাবের বিভক্তি ও রূপ -

	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ	- উন	- উন
মধ্যম পুরুষ	(- অ)	(-অ)
প্রথম পুরুষ	-ও, -উ	- ওত, উত

Jules উত্তম পুরুষ একবচন এবং প্রথম পুরুষ বহুবচনের বিভক্তিগুলি প্রায় এক রকম বলে অনুমান করেন - অতি > -অতু > -ওত; আনি > -আনু > -উন ইত্যাদি প্রত্যয়গুলির উদ্ভব এই ভাবেই। অথবা একবচন প্রথম পুরুষ 'ও' এবং বহুবচন 'ইত' যুক্ত হওয়ার ফলে কিংবা ওড়িয়া ভাষার 'অন্তো' প্রত্যয় থেকে এই 'ওত' প্রত্যয়টির ব্যুৎপত্তি বলে অনুমান করা হয়। যার তুলনা হিন্দীর 'গা' প্রত্যয়ের সাথে করা হয়ে থাকে।

সং গাতা > প্রা. গা > হি. গা

মারাঠি ভাষার অনুজ্ঞা ভাবের বর্তমান কালের পদের রচনায় যে বিভক্তি গুলির ব্যবহার হয়, সেগুলি এইরূপ —

১. মধ্যম পুরুষ - তুচ্ছার্থ বা সাধারণ সর্বনামে - মূল ধাতু দেহটির ব্যবহার হয়। যেমন -

কমল দার উঘড়, শোভনা জরা হস্, বিনয় অভ্যাস কর্। বাংলা ও হিন্দীতেও এই রীতি।

মারাঠি সম্ভ্রমাত্মক এবং বহুবচনের অনুজ্ঞারূপে ধাতুদেহে - আ যুক্ত হয় : কমল তাঈ দার উঘড়, বিনয়া তাঈ অভ্যাস করু: বিবেক রাও রিতিও ঐকা, গোবিন্দ রাও আমি কমলতাঈ, তুহ্মী ইকড়ে যা।

নঞর্থক অনুজ্ঞায় অর্থাৎ নিষেধ প্রকাশক বাক্যে বহুবচন ও একবচনে ধাতুদেহে-'উ' যুক্ত হয় এবং তারপর নিষেধার্থক ণকা লাগে। যেমন -

তী খিড়কী বন্দ করুণকা।

দার উঘড়ী নকা। গাণী মহণু নকা।

রাম আণি শ্যাম তুমহী উঠু নকা।

একবচনে 'ণকা'র স্থলে 'নকোস' ব্যবহৃত হয়:

বিনায়ক হসু নকোস।

গীতা চহা পিউ নকোস।

২. মধ্যম পুরুষ - অ (একবচন - বহুবচন)

সং.-হি, -ধি > প্রা. -হি > মা. -হি - করেহি, রুএহি।

৩. এ - সামণে (আধুনিক মারাঠিতে অপ্রচলিত)

৪. ঈ - করী

উত্তম পুরুষ -

-ও, -উ (একবচন) -ওত, উত (বহুবচন)

বর্তমান নির্দেশক কালের বিভক্তি বা পদগুলির ব্যবহার অনুজ্ঞা ভাবের বর্তমানের প্রথম পুরুষেও হয়।

আধুনিক মারাঠি ভাষায় অনুজ্ঞাভাবে বর্তমান কালে শুধু 'উ' বিভক্তিটিরই ব্যবহার হয়। যেমন - আম্হী ফিরব্য়াস জাউঁ। মী হিন্দী চ্যা পরীক্ষেলা বসু ইত্যাদি।

অনুজ্ঞা ভাবে ভবিষ্যৎ

বাংলা - অনুজ্ঞা ভাবের ভবিষ্যৎ কালের রূপ শুধু সাধারণ মধ্যম পুরুষেই আছে। কারণ নির্দেশক ও অনুজ্ঞাভাবে মৌলিক ভবিষ্যৎ কালের রূপ অপভ্রংশ অব্দি বজায় ছিল এবং প্রাচীন বাংলায়ও অল্প কিছু পদ পাওয়া যায় কিন্তু মধ্য বাংলায় শুধু চিহ্নবিশেষ মাত্র রয়ে গেছে। মধ্যম পুরুষের পদগুলি এইরূপ —

সং.করিষ্যথ,* করিষ্যত > মবা. করিহ > আবা. করিও, করো।
সং.যাস্যথ,* যাস্যত > যাইহ ▷ যাও।
শ্রী কৃষ্ণ কীর্তনে -লি বিভক্তি দেখা যায় -
করিহলি > করিও; দিহলি > দিও,
চলিহলি > চলিও ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার পদ প্রথম পুরুষের সম্ভ্রমাত্মক ও তুচ্ছার্থক অর্থেও পাওয়া যায়।

মারাঠি - মারাঠি ভাষায় অনুজ্ঞা ভাবের ভবিষ্যৎ কালের পদগুলি বর্তমান কৃদন্তের প্রত্যয় যোগ করে গঠিত হয়। কোঙ্কণী ভাষায়ও এর ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন -

(বর্তমান কৃদন্ত, পুং + ল + প্রত্যয়)

(Jules block-The formation of Marathi Language,Eng. Tr. p. 252)

এছাড়া মারাঠিতে অনুজ্ঞাভাবের ভবিষ্যৎ কালের পদ বিলুপ্ত। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলা এবং মারাঠি দুটি ভাষাতেই অনুজ্ঞাভাবের ভবিষ্যৎ কালের পদ প্রায় লুপ্ত হয়েছে। বাংলায় শুধু সাধারণ মধ্যম পুরুষেই এর কয়েকটি উদাহবণ পাওয়া যায়। এবং মারাঠিতে ব্লখ অনুমান করেন যে '-লি' বিভক্তিটি ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার বিভক্তি।

কৃদন্ত অতীত কাল

বাংলা - বাংলায় সংস্কৃত অতীত কালের পদগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু একটি মাত্র 'নাই' অব্যয় রূপে ব্যবহৃত হয়। বাংলার বিশিষ্ট অতীত কাল সংস্কৃতের নিষ্ঠা প্রত্যয় জাত শব্দ থেকে উদ্ভূত।

বাংলায় কৃদন্ত অতীত কাল কে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় -

১. '-ল' প্রত্যয়হীন,

২. '-ল' প্রত্যয়ান্ত

১. '-ল' প্রত্যয়হীন অতীত কৃদন্ত :

'-ল' প্রত্যয়হীন অতীত কৃদন্তে লিঙ্গ - পুরুষ-বচন ভেদ নেই। ধ্বনিপরিবর্তন অনুযায়ী এই শ্রেণীটিকে বা এই শ্রেণীর পদগুলি তিন প্রকার

ক) -ত প্রত্যয় যুক্ত

খ) -ইত প্রত্যয় যুক্ত

গ) -(ই) ল প্রত্যয় যুক্ত

(ক) '-ত' প্রত্যয় যুক্ত

সং.প্রবিষ্ট > প্রা. প্রইটঠ > প্রাবা. পইঠ, পইঠা।

যেমন - 'কাহ্ন কাপালী যোগী পইঠ আচারে।'

সং.নষ্ট > ণটঠ > প্রাবা. ণঠা

ইন্দী বিষয়া নঠা - ইন্দ্রবিষয়: নষ্টঃ।

সং.দৃষ্ট > প্রা. দিটঠ > প্রাবা. দিঠা.

প্রাচীন বাংলায় এই ধরনের পদের প্রয়োগ খুব কম। পরে এগুলি বিশেষ্য বিশেষণে পরিণত হয়ে গেছে।

(খ) '-ইত' প্রত্যয় যুক্ত

সং.বাহিত : (প্রথমার একবচন পু.) > প্রা. বাহিত্ত
অপ. বাহিউ > প্রাবা. বহিউ

সং.বিকশিত : > বিকসউ,

সং.চলিত : > অপ. চলিঅ > প্রাবা. চলিঅ, চলিআ

কৃতম্ সং.কৃত: > প্রাবা. কিঅ

সং.জনিত : = (জ্ঞাত:) > প্রা. জাণিএ > অপ. জাণিই, জাণী > প্রাবা. জাণী > মবা. জানী।

আধুনিক বাংলায় এধরনের অতীত বর্তমানের সঙ্গে মিশে গেছে এবং সাধারণতঃ এগুলি অতীত অর্থে বর্তমান বলে মনে করা হয়। যেমন -

'সে কথা শুনতে পেলে পর বলবার কিছুই নেই'।

(গ) (-ই) '-ল' প্রত্যয়যুক্ত— প্রত্যয়গুলিকে বিশিষ্ট অতীত কাল বলে বাংলা ভাষায় গণ্য করা হয়। প্রাচীন বাংলায় কর্ম্মবাচ্যে কোন

বিভক্তি ছিলনা কেবল কর্তা - কর্ম স্ত্রীলিঙ্গ হলে স্ত্রী প্রত্যয় যুক্ত হত। যেমন -

সবরী নিবেচন ভইলী - শবরী নিশ্চেতনা ভূতা।

পইঠেল গরাহক - প্রবিষ্টঃ গ্রাহকঃ

কর্তৃবাচ্যে অতীত কালে যে প্রত্যয় গুলি দেখা যায় সেগুলি হল —

প্রাচীন বাংলা	উত্তম পুরুষ: 'সু', 'ই' (স্ত্রী প্রত্যয় জাত?)	মধ্যম পুরুষ 'এসি', এস? '-ই'	প্রথম পুরুষ 'সি', '-আ' '-ই'
মধ্য বাংলা	'ওঁ (বর্তমান কা.বি.) 'আহোঁ', 'আঙ' (স্বার্থিক আ + অহম জাত হোঁ)	'আ' - আহা, '-এ', (-এ) ক্বচিৎ স্বার্থিক - (ই'যুক্ত) 'ই'	'ই', 'এ' (এঁ), আন্তি, (আন্ত, অন্ত, এন্ত) -এন (সম্ভ্রমে)
আধুনিক বাংলা	'উম' - 'আম' '(অ)ম', -'এম	'ই' (তুচ্ছার্থে) 'আ' (প্রাদেশিক), '-এ' (সাধারণ) '-এন' (সম্ভ্রমে)	'এ' (সকর্মক ক্রিয়ায়, পশ্চিম বঙ্গের কথ্য ভাষায়), 'এন' (সম্ভ্রমে)।

কৃদন্ত অতীত কালের রূপ

	প্রাচীন বা.	আদি মধ্য.	অন্ত্য মধ্য	আধুনিক
উত্তম পু.	আচ্ছিলেসু	—	—	—
(কর্তা)	(একবচন)			
	ভইলি			ভৈইলি
	(মানভূমে)			
		আইলাহোঁ	আইলুঁ	এলুম,
		(বহুবচন)	(একবচন)	এলাম
		আইলোঁ	আইলাম	এলেম
		(একবচন)		
		আইলাঙ		
		(একবচন)		
উত্তম পু.	দেখিল	দেখিল	দেখিল	—
(কর্ম)		(বহুবচন)	(বহুবচন)	—
মধ্যম	আইলেসি	মৈলিসি,		
		আইলা (হা)	আইলা	এলে
			আইলি	এলি
		করিলে (হেঁ)	করিলে	কর্‌লে
প্রথম	গেল, গেলা	গেল গেলা	গেল, গেলা	গেল
		গেলান্তি,	গেলেন্ত,	গেলেন
		গেলান্ত	গেলেন	
	কএলা	কৈল, কৈলে	কৈল, কৈলে	—
	ভরিলী			
	(স্ত্রী)	চলিলী		—
		করিল,	করিল,	করল
		করিলে	করিলে	কর্‌লে

কৃদন্ত ভবিষ্যৎ কাল

বাংলা -

বাংলা, অসমীয়া ও উড়িয়া ভাষায় ভবিষ্যৎ কাল একই ভাবে নিষ্পন্ন হয়। এই তিনটি ভাষায় ভবিষ্যৎ ক্রিয়ামূলের প্রত্যয় হলো সংস্কৃত সেট্ ধাতুতে 'তব্য' প্রত্যয়জাত 'ইব'। প্রাচীন বাংলায় ভাবকর্মবাচ্যে কোনও বিভক্তি যুক্ত হত না কিন্তু কর্মবাচ্যে স্ত্রীলিঙ্গ হলে স্ত্রী প্রত্যয় যুক্ত হত। যেমন -

'মই ভাইব (ভাবয়িতব্য) কীষ'

করিব নিবাস (নিবাসঃ কর্তব্যঃ)

'মই দিবি পিরিচ্ছা' (ময়া দাতব্যা পৃচ্ছা) ইত্যাদি। কর্তৃবাচ্যে -'এ' (-এঁ) বিভক্তির ইব প্রত্যয় যুক্ত পদ প্রাচীন বাংলাতেই দেখা দিয়েছিল। যেমন -

মধ্যম পুরুষ - জই তুহ্মে ভুসুকু অহেরি জাইবেঁ।

মধ্য বাংলায় যে বিংভক্তি গুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলি এইরূপ :
উত্তম পুরুষ - ওঁ (অও) - নিবেদিবোঁ, করিবোঁ

করিবোঁ বধওঁ ▷ আবা. করিব বধ, করব বধ।

মধ্যম পুরুষ - 'এ (-এঁ)' (সাধারণ), '-ই' (তুচ্ছার্থে)

যেমন - প্রাবা - যাইবেঁ।

মবা. করিবে, করিবেঁ, করিবি।

কৃদন্ত কাল

মারাঠি -

১. কৃদন্ত বর্তমান (-অত)

২. কৃদন্ত অতীত (-ত)

৩. কৃদন্ত ভবিষ্যৎ (-তব্য)

কৃদন্ত বর্তমান

মারাঠি ভাষায় কৃদন্ত বর্তমান কালের পদ -তা, -তে, -তী প্রত্যয় যুক্ত করে গঠিত করে। এই সমস্ত প্রত্যয়গুলি সংস্কৃতের বর্তমান কালিক কৃদন্ত (শতৃ) প্রত্যয়ান্ত 'অন্ত' দ্বারা গঠিত। তাছাড়া '-এঁ' প্রত্যয়ও ব্যবহৃত হয়।যেমন - করতা, বাচ্তা, লিহিতা ইত্যাদি। করণে, দেহে, পীণে, পোহণে ইত্যাদি।

'-ত' প্রত্যয়ের দ্বারা উৎপন্ন কৃদন্ত বর্তমানের বিভক্তি

একবচন

	পুং	স্ত্রী	ক্লীব
উ.পু.	তোম	তেম (ত্যেম)	তেম
ম.পু.	তোম	তেস (ত্যেস, তিস)	তেম্স
প্র.পু.	- তো	- তে, (ত্যে, তী)	তেম

বহুবচন

	পুং.	স্ত্রী	ক্লীব
উত্তম পুরুষ	তোম		
মধ্যম পুরুষ	তাম		
প্রথম পুরুষ	তাত	ত্যাত	

নিত্যবৃত্যের বিভক্তি

	পুং.	স্ত্রী	ক্লী.
উত্তম পুরুষ	তোম	তীম	তেম
মধ্যম পুরুষ	তাস	তীস	তেম্স
প্রথম পুরুষ	তা	তী	তেম

বহুবচন

	পুং.	স্ত্রী	ক্লীব
উত্তম পুরুষ	তোম		
মধ্যম পুরুষ	তাম		
প্রথম পুরুষ	তে	ত্যা	তীম

আধুনিক কালে উপরোক্ত তালিকা বিষয়ে উত্তম পুরুষে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

মধ্যম পুরুষ

দাবিতসি (দাবিসী), পালিতসি (পালিসী), বুঝিতসি (বুঝিসী) ইত্যাদি।

প্রথম পুরুষ - পুরাবিতা, হোতী, পোসিতা ইত্যাদি।

প্রথম পুরুষ- বহুবচন—(আধুনিক মারাঠি) দমদমিতাতি (দমদমিতী), গীমবাসিতাতি (গীমবাসিত - আহাত্তি), সিনাতাতি, দেখতাতি, মানিতাতি ইত্যাদি।

(ভোজপুরী ভাষায় দেখত বাটি, করত বাটি ইত্যাদি প্রয়োগ দেখা যায়)

নিত্যবৃত্যে, ক্রিয়াপদের অর্থ সর্বদা একই থাকে, যেমন - যা

হোতে, হে মারতে।

আধুনিক নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের কাজ পুরোপুরি করেনা তবে বিষেশণের সাধারণ বিস্তার সহ কৃদন্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ আধুনিক বাংলা এবং মারাঠি দুই ভাষাতেই বর্তমান কৃদন্তের রূপ বিলুপ্ত বললেই চলে।

মারাঠি কৃদন্ত অতীত কাল

মারাঠি ভাষাতে বাংলা ভাষার মত কৃদন্ত অতীত কালের পদ দুটি শ্রেণীতে পড়ে -

১. '-ল' প্রত্যয়হীন

২. '-ল' প্রত্যয়যুক্ত

'-ল' প্রত্যয়হীন অতীতে মারাঠি ভাষাতে লিঙ্গ-বচন-পুরুষ ভেদ নেই তবে '-ল' প্রত্যয়যুক্ত অতীতে আছে। ধ্বনি পরিবর্তন অনুযায়ী বাংলা ভাষার মতই মারাঠির কৃদন্ত-অতীত কে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় -

১. '-ত' প্রত্যয় যুক্ত

২. '-ইত' প্রত্যয় যুক্ত

৩. '-অত' প্রত্যয় যুক্ত

'-ত' প্রত্যয় যুক্ত

যেমন -

মী মারিতা

মে মারিতে, মী করিতা, ...

যারি .... না দেখতা, পারিসত আহসি ইত্যাদি।

-'ইত' প্রত্যয়

বাজবীত, দেখিত, ইত্যাদি।

'-ল' প্রত্যয়হীন কৃদন্ত অতীতের আধুনিক মারাঠিতেই প্রচলন বেশি।

'-ল' প্রত্যয় যুক্ত কৃদন্ত অতীত

প্রাচীন মারাঠিতে '-ল' প্রত্যয়যুক্ত কৃদন্ত অতীতেরই উদাহরণ পাওয়া যায়। এই প্রত্যয়টির তাই মারাঠি ভাষায় একটি বিশিষ্ট স্থান। '-ল' প্রত্যয়টি বচন, লিঙ্গ ও পুরুষ হিসাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। '-ল' প্রত্যয়টির বিভক্তি গুলি এইরূপ -

একবচন

	পুং	স্ত্রী	ক্লীব
উত্তম পুরুষ	লো	ল্যে, লে	লে
মধ্যম পুরুষ	লাস	লীস	লেস
প্রথম পুরুষ	লা	লী	লে

বহুবচন

	পুং.	স্ত্রী	ক্লীব
উত্তম পুরুষ	লো	লো	লো
মধ্যম পুরুষ	লা	লা	লা
প্রথম পুরুষ	লে	ল্যা	লী

-'লা' প্রত্যয়টি সংস্কৃতের -'ত' প্রত্যয়টির মত ব্যবহৃত হয়।

মারাঠির '-ল' প্রত্যয়যুক্ত কৃদন্ত অতীত কালের কিছু উদাহরণ-

এইরূপ —

'মী পড়লো' (পুং. উ.পু. একবচন)

'লিহিলেলী কবিতা' (স্ত্রী, প্র.পু. একবচন)

'মেলেলে পাখরু' (পুং. প্র. পু. বহুবচন)

'ত্যা নেম রামাস মারিলেম;'
'তুম পোথ্যা লিহিল্যাস'। ইত্যাদি।

-ত কৃদন্ত অতীতে মারাঠি ভাষায় 'হোতো' পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন -

'তী হে কাম করণার হোতী'।

'আম্মী আজ বুদ্ধি বলে খেলণার আহোত'। ইত্যাদি।

শতৃন্ত নিত্যবৃত্ত কাল

বাংলা - সংস্কৃত শতৃ - পদ থেকে বাংলা নিত্যবৃত্ত কালের উদ্ভব। অপভ্রংশে বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ তিনটি কালেই শতৃ পদের ব্যবহার ছিল। প্রাচীন বাংলায় এই পদটির ব্যবহার সমাপিকার ক্রিয়া রূপে খুবই অল্প তবে নিত্যবৃত্ত বর্তমান ও অতীতের অর্থে কিছু পাওয়া যায়।

যেমন - প্রা.বা.
'পাঞ্চ কেডুআল পড়ন্তে মাঙ্গে'।
'অইঅউ রে ভুসুক-তারা', 'শান্তি ভণই পোহান্ত পহারা'। ইত্যাদি।

নিত্যবৃত্তের কিছু উদাহরণ মধ্য বাংলায়ও পাওয়া যায়। যেমন -

'বিধি না লিখিত তার কপালের ভাতে',

'কিনা বিধি লিখিত কপালে,

'পূর্ণ ঘট পাতি বড়ায়ি চাহিত মঙ্গলে'।

নিত্যবৃত্তের উদাহরণ পূর্বাঞ্চলের কোন কোন উপভাষায়ও পাওয়া যায়।

আধুনিক বাংলার নিত্যবৃত্তের বিভক্তি

উত্তম পুরুষ -আহোঁ, -ওঁ, -অ, -উঁ, -আঙ, -আম, -উম, -তাম, -তুম। মধ্যম পুরুষ -এঁ, -ইস (তুচ্ছার্থে), প্রথম পুরুষ -অ (ইত), এন, (সম্ভ্রমার্থে - আবা) এন।

যেমন -

মধ্য বাংলায়

উত্তম পুরুষ - জাণিতোঁ, যাইতোঁ

মধ্যম পুরুষ - খাইতেঁ

প্রথম পুরুষ - থাকিত, হৈত।

আধুনিক বাংলায়

উত্তম পুরুষ - দিলাম, দিতাম

মধ্যম পুরুষ - দিলি, দিতিস

প্রথম পুরুষ - দিলে, দিবে, দেবে, ইত্যাদি।

মারাঠি

মারাঠি ভাষার শত্রন্ত নিত্যবৃত্ত ক্রিয়ার পুরুষ বিভক্তি।

উত্তম পুরুষ - ওঁ, উন

মধ্যম পুরুষ - স, স

প্রথম পুরুষ - অন্তি ইত্যাদি।

অতএব বলা যেতে পারে যে দুটি ভাষায় নিত্যবৃত্ত কালটি সংস্কৃতের শতৃ-পদ থেকে উদ্ভূত তাই ভেদ থাকলেও প্রত্যয়গুলিতে মিলও রয়েছে। যেমন - দুটি ভাষারই উত্তম পুরুষে একই প্রত্যয় যুক্ত হত - ওঁ, - ঊন।

তুলনামূলক কাল সারণি

বাংলা ও মারাঠি

বর্তমান নির্দেশক

বাংলা	মারাঠি
আমি করি	(পুং) মী করতো। করতে (স্ত্রী লিঙ্গ)
আমরা করি	আম্মী করতো।
তুমি কর	তু করতোর। করতেস
তোমরা কর	তুম্মী করতা
সে করে	তো করতো। তী করতে
তারা করে	তে। ত্যা করতাত

ঘটমান বর্তমান। অতীত

বাংলা	**মারাঠি**
আমি করছি (করিতেছি)। করছিলাম	**করীৎ আহে। হোতো**
আমরা করছি। ছিলাম	**করীৎ আহো। হোতো**
তুমি করছ। ছিলে	**করীৎ আহেস। হোতাস**
তোমরা করছ। ছিলে	**আহাৎ হোতা**
সে করছে। ছিল তো	**আহে। হোতা**
তারা করছে। ছিল	**করীৎ আহো। হোতে। হোত্যা**

অচির-সম্পন্ন অতীত

আমি করেছি	কেলে আহে
আমরা করেছি	কেলে আহো
তুমি করেছ	কেলা আহেস
তোমরা করেছ	কেলে আহে
সে করেছে	কেলে আহেৎ
তারা করেছে	কেলে আহে

সুচির-সম্পন্ন অতীত

বাংলা	মারাঠি
আমি করেছিলাম	কেলে হোতে
আমরা করেছিলাম	কেলা হোতো
তুমি করেছিলে	কেলা হোতাস
তোমরা করেছিলে	হোতা
সে করেছিল	হোতা
তারা করেছিল	হোতে

নিত্যবৃত্ত অতীত

আমি করতাম	মী করীৎ অসে
আমরা করতাম	আমহী করীৎ অসু। অসো
তুমি করতে	করীৎ অসস
তোমরা করতে	করীৎ অসা
সে করত	করীৎ অসে
তারা করত	করীৎ অসত

(নঞর্থক স্থানে মারাঠিতে 'অস্ ধাতু স্থলে' নস ধাতুর প্রয়োগ হয়।)

ভবিষ্যৎ

সকর্মক - ক্রিয়া

বাংলা	মারাঠি
আমি করব	করীন
আমরা করব	করু
তুমি করবে	করশীল
তোমরা করবে	করাল
সে করবে	করীল (তিন লিঙ্গে)
তারা করবে	করতীল (তিন লিঙ্গে)

অকর্মক - ক্রিয়া

'বস' ধাতু'

বসেন
বসু
বসশীল
বসাল
বসেন
বসতীল

বৈশিষ্ট্য

১. মারাঠিতে প্রতি পুরুষে, বচন-ভেদে ও লিঙ্গ-ভেদে রূপের পার্থক্য বজায় আছে।

২. বাংলার নিত্যবৃত্ত মৌলিক কিন্তু মারাঠির নিত্যবৃত্ত যৌগিক কাল।

৩. মারাঠির ভবিষ্যৎ কাল হয় -'ইল' যোগে।

৪. দু ভাষাতে অতীতে ল, -ইল যুক্ত হয়।

৫. অতীত ও ভবিষ্যতের - ল, - ইল গঠিত হয়েছিল প্রাকৃত যুগে,

- ত এবং - ইত প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ারূপের সঙ্গে - ইল্ল যোগ করে।

৬. -ব, -ইব ভবিষ্যৎ শুধু বাংলাতেই আছে। সং-তব্য প্রত্যয় থেকে প্রত্যয়টি নিস্পন্ন।

ভাব বচন (Verbal - Noun)

ক্রিয়ার কাজ বা ভাব জানাবার জন্য কতকগুলি প্রত্যয় ধাতুর সঙ্গে যুক্ত করা হয় —

১. - অন বা - অণ (ওণ), প্রসারে - অনা (ওনা), - অনী, - উনী, - নী, - নি: দেখন, চলন, করন বা করণ, ধরন, রহন-সহন, খাওন, রাধন, আনা, গোনা, কাঁদনা > কান্না, রাঁধ্না > রান্না, বাড়না, খানা-পীনা, কাঁদুনি, পোড়নী ইত্যাদি। পূর্ব বঙ্গের ভাষায় - অন প্রত্যয়টি বিশেষ প্রচলিত। মারাঠিতে এমন কোনও প্রত্যয় দিয়ে ভাববচন হয় না।

২. -'অ' প্রত্যয় — বর্তমানে এই-অ প্রত্যয়টি বিলুপ্ত তাই উচ্চারণে শোনা যায় না। যেমন -

বোল, চাল, নড়, চড়, রহ, সহ, ইত্যাদি।

মারাঠিতে -অ প্রত্যয়টি আছে তবে উচ্চারণে লুপ্ত:

যেমন - খেল, নাচ।

৩. ঈ, - ই প্রত্যয়: বুলি, হাসি, মুড়ি, ফোঁর বা ফিরি, প্রভৃতি।

এরকম কোন প্রত্যয় মারাঠিতে প্রচলিত নেই।

৪. আ, ওয়া প্রত্যয় : এই প্রত্যয়টি আ - কারান্ত ক্রিয়া বাচক বিশেষণ থেকে অভিন্ন। যেমন, করা, খাওয়া, যাওয়া, দেখা, দেওয়া, নেওয়া ইত্যাদি।

মারাঠিতে ণে, যোগে এ জাতীয় পদ গঠিত হয় - করণে, খাণে, জাণে, পাহুণে, দেণে ইত্যাদি।

৫. আন, আনো প্রত্যয়: ক্রিয়াবাচক বিশেষণের মতই এই আনো বা আন প্রত্যয়টিরও ব্যবহার হয়ে থাকে -

জিয়ানো, দেওয়ানো, নেওয়ানো, দেখানো, বলানো ইত্যাদি। প্রসারে আনী, উনি প্রত্যয় হয়েছে, যেমন -

দেখানি, জ্বলুনি ইত্যাদি।

এক্ষেত্রেও মারাঠিতে ণে - যোগ হয়। রূপ হয় নিজন্ত ক্রিয়াপদের মতো -

৬. - আই: বোঝাই, সেলাই, ঢালাই, বাঁধাই, চোরাই, বড়াই।

মারাঠিতে - লড়াই, নরমাই, মহাঙ্গাঈ, স্বস্তাঈ ইত্যাদি।

৭. আর: হিন্দির প্রভাবে এই প্রত্যয়টির বাংলায় আগমন। যেমন - ধরাও, উধাও, ছাড়াও, পাকড়াও - ইত্যাদি।

মারাঠিতেও চলে - আউ: টাকাউ (ফেলা), জালাউ (জ্বালানি) বিকাউ (বিক্রি)।

নঞর্থক ক্রিয়া

নঞর্থক বাক্যে নাহী ধাতুটি প্রযুক্ত হয়। (নাসীৎ) নাহি ▷ বাংলায় 'নাই'।

এই নাহীর রূপভেদ হয় বচন ও পুরুষভেদে। যেমন -

উত্তম পুরুষ একবচন	মী শিক্ষক নাহী
	আম্মী শিক্ষক নাহী।
মধ্যম পুরুষ	তু শিক্ষক নাহীস
	তুম্মী শিক্ষক নাহী
প্রথম পুরুষ	তো শিক্ষক নাহী
	তে শিক্ষক নাহীৎ

নঞর্থক বাক্যে মারাঠিতে নাস্ত্যর্থক শব্দটি সব সময়ে বাক্যের শেষে বসে। বাংলার মতোই—

মী কাম করত নাহী,

মাঞ্জওর ঝড়াবর চড়ৎ নাহী, ইত্যাদি।

●

৯. যৌগিক কাল

বাংলা

মিশ্র বা যৌগিক কাল, ক্রিয়ার কৃদন্ত 'ইতে' অথবা অসমাপিকা 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত রূপের পরে 'আছ্' ধাতুর মৌলিক রূপ যুক্ত করে গঠন করা হয়।

যেমন - করিতে + আছে - করিতেছে

করিয়া + আছিল - করিয়াছিল ইত্যাদি।

যৌগিক কাল মূলে ছিলো যৌগিক ক্রিয়া, কিন্তু পরে যৌগিক কালের যে বৈশিষ্ট্যগুলি আবির্ভূত হলো সে ভাবে যৌগিক কাল এবং যৌগিক ক্রিয়ায় কিছু পার্থক্য দেখা দিল।

যেমন -

১. যৌগিক ক্রিয়াপদের অন্তর্গত স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদ দুটি যৌগিক কালে একাকার হয়ে যায় একটি ক্রিয়ার মত -

যেমন - কি খেয়েছিলে ? কি খেয়ে ছিলে ?

২. যৌগিক ক্রিয়ার দুটি অংশ মধ্যে যে একটু বিরাম বা শ্বাসাঘাত আছে তা যৌগিক কালে একই শ্বাসাঘাতের অন্তর্ভূক্ত হলো।

৩. 'আছ্' ধাতুর অর্থ প্রাধান্য যৌগিক কালে লোপ পেল। 'আছ্' ধাতুর প্রয়োগ শুধু উদ্দেশ্য বিধেয়ের 'সংযোজক' (copula) মাত্র রয়ে গেল।

৪. ফলস্বরূপ যোগিককালের ক্ষেত্রে সহযোগী ক্রিয়াটি 'কাল' ধারণাসূচক কিন্তু যৌগিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে তা কার্যকাল বা কার্যভঙ্গীসূচক।

বৈশিষ্ট্য

১. প্রাচীন বাংলায় যৌগিক কালের কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না কিন্তু যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া গেছে। তবে যৌগিক কালের কিছু ব্যবহার মধ্য বাংলায় শ্রী কৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া গেছে - যেমন - ফুটিলছে, রহিলছে, আলিছিল ইত্যাদি।

২. যৌগিক কালের অসমাপিকা 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত রূপের পরে 'আছ্' ধাতু যুক্ত হয়ে বর্তমান কালের সঙ্গে 'অচির-সম্পন্ন' বা 'পুরাঘটিত-বর্তমান' অর্থ এবং অতীত কালের সঙ্গে 'সুচির-সম্পন্ন' বা 'পুরাঘটিত-অতীত' অর্থ প্রকাশ করে।

যেমন - নিআঁছিস, পাতিআছে, ফুটিলছে, রাখিআঁছিল ইত্যাদি (শ্রী কৃষ্ণ কীর্তন)।

৩. মধ্যবাংলা এবং আধুনিক বাংলায় 'ইতে' প্রত্যয়ান্ত প্রথমাংশ যুক্ত যৌগিক কাল 'অসম্পন্ন' (continuous) অর্থ প্রকাশ করে।
যেমন - চিন্তিতেঁ আছে (শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন-৭৯), করিতেছি, খাইতেছি, করিতেছিল (সাধু) ইত্যাদি।

মারাঠি

যৌগিক কালে মারাঠি-ক্রিয়ার দুটি অংশ বাংলার মত যুক্ত হয় না; এগুলি যৌগিক ক্রিয়ার মতো আলাদা থাকে। যেমন-

বাংলা - করিতেছি, শুয়েছি ইত্যাদি। কিন্তু মারাঠিতে - 'মী জ্যাৎ আহে'।

মারাঠি ঘটমান বর্তমান— মী জ্যাৎ আহে।

ঘটমান অতীত— মী গেলে আহে।
মী গেলে হোতে।

দ্বিতীয়ত দুটি ধাতুতে কর্তা অনুযায়ী লিঙ্গ-বচন বদল হয় :

মোহন পাওসাৎ ভিজতো আহে।

সরিতা পাওসাৎ ভিজতে আহে।

তো পুস্তক বাচতো আহে (পুং)

তী পুস্তক বাচতে আহে (স্ত্রী)

মী ঘরী জাতে আহে।

তুহ্মী ঘরী জাতা আহেৎ।

মূলাঁ পাওসাৎ ভিজতাহেৎ। (বালকেরা)

ঘটমান অতীত - মী পুস্তক বাচত হোতো।

আহ্মী বসতো আহেৎ।

মী পুস্তক ব্রাচিত হোতে।

তুলা কবিতা সমজত হোতী।

পুরাঘটিত বর্তমান -

মী তে পুস্তক ব্রাচলে আহে।

শিকারী শিকারীসাঠী গেলে আহেত।

পুরাঘটিত অতীত -

আহ্মী দিল্লীলা গেলো হোতো।

হে পুস্তক আহ্মী অগোদরচ ব্রাচলে হোতে।

পিপায়াঁনী চোর পকড়লে হোতে। ইত্যাদি।

মারাঠিতে ক্রিয়ার কাল অনুযায়ী 'আহে' রূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং অকর্মক-ক্রিয়ার উদ্দেশ্যের লিঙ্গ-বচন-পুরুষ ভেদে ও সকর্মক-ক্রিয়ার কর্মের লিঙ্গ-বচন-পুরুষ ভেদে 'আহে'র বিভিন্ন কালের রূপ ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এ নিয়ম নেই।

১০. যৌগিক ক্রিয়া

বাংলা

অসমাপিকা ক্রিয়া বা নামপদের সঙ্গে আর একটি ক্রিয়া জুড়ে যদি একটি মাত্র ক্রিয়াপদের অর্থ দ্যোতিত হয়, তবে সেই সম্মিলিত ক্রিয়াপদকে বলে 'যৌগিক ক্রিয়াপদ'। যৌগিক ক্রিয়াতে প্রথম ক্রিয়াপদের অর্থই বিশিষ্ট থাকে, দ্বিতীয় ক্রিয়ার অর্থ প্রথমটির অর্থের পূর্ণতা বা সমাপ্তি, নিত্যতা, প্রারম্ভিকতা, আবশ্যকতা অনুমোদন বা অনুমতি প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম ক্রিয়াপদকে মৌলিক ক্রিয়া বা মুখ্য ক্রিয়া এবং দ্বিতীয় ক্রিয়াপদকে প্রথম বা মৌলিক ক্রিয়ার সহকারী ক্রিয়া বলা যেতে পারে। নব্য ভারতীয় সব ভাষাতেই যৌগিক ক্রিয়ার প্রচুর নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় অবশ্য যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার একেবারে অভিনব নয়। অর্বাচীন বৈদিক স্তরেও যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায়। ড: সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এই জাতীয় নবীন পদগঠন রীতি আবির্ভূত হয়েছে দ্রাবিড় প্রভাবের ফলে।

আধুনিক বাংলায় করা, হওয়া, দেওয়া, পাওয়া প্রভৃতি কতকগুলি ক্রিয়ার সঙ্গে পূর্বপদ হিসেবে নামপদ, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দ স্বতন্ত্ররূপে প্রয়োগ করে যৌগিক ক্রিয়ার গঠন করা যায়। যেমন - রাজী হওয়া, উত্তর দেওয়া, কষ্ট পাওয়া, ভালোবাসা ইত্যাদি। যৌগিক ক্রিয়ার দ্বিতীয় অংশের সহায়ক ক্রিয়া মৌলিক ক্রিয়ার বিভিন্ন ভাব বা আচরণ প্রকাশ করে। যেমন - পূর্ণতা বা সমাপ্তি, নিত্যতা, প্রারম্ভিকতা, শক্যতা, নিশ্চয়তা, আবশ্যকতা, অনুমোদন ইত্যাদি। কর, চাহ, থাক, দে, নে, পার, পড়, ফেল, যা, রহ, লাগ, পা ইত্যাদি পদ বাংলার সহায়ক ক্রিয়ারূপে প্রচলিত।

ড: সুকুমার সেন গঠনের দিক দিয়ে বাংলা যৌগিক ক্রিয়া পদগুলিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন—

১. দুইটি সমাপিকা — রাঢ়ীতে অনুজ্ঞায় রহ্-সহ্ (রয়ে সয়ে) আসে-যায়, এল-গেল, খায়-দায়, পড়ে-শুনে ইত্যাদি।

২. প্রথমটি সমাপিকা আর দ্বিতীয়টি অসমাপিকা— ম.বা. খাও গিয়া > আ.বা খাওগে।

৩. প্রথম সমাপিকা, দ্বিতীয়টি অসমাপিকা তার পরে একটি সমাপিকা—রাঢ়ী - ব'ল গে যা, বল গে যাও, বল গিয়া যাও।

৪. প্রথমটি অসমাপিকা আর দ্বিতীয়টি সমাপিকা — আ.বা. দিয়ে দাও, বলে এস, শুনে যাও, খেয়ে ফেল, করে বসল, উঠে পড় ইত্যাদি।

৫. প্রথমটি নামপদ আর দ্বিতীয়টি সমাপিকা — মন কেমন করে, রান্না করে, ঝাঁপ দেয়, লাফ মারে, দৌড় দেয় (মারে) ইত্যাদি।

মারাঠি যৌগিক ক্রিয়ার গঠন বৈশিষ্ট্য — মারাঠিতে সাধারণত মৌলিক ক্রিয়ার কৃদন্তের সঙ্গে '-উ' প্রত্যয় যুক্ত করে যৌগিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা হয়ে থাকে।

যেমন - করণে - কর + উ = করু

জাণে - জা + উ = জাউ ইত্যাদি।

যৌগিক ক্রিয়ার দ্বিতীয়াংশে বেশ কিছু ধাতুর ব্যবহার হয় নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশের জন্য। মারাঠি ও বাংলায় একই ধাতু ব্যবহৃত হতে দেখা যায় অনেক সময়, হিন্দীর সঙ্গেও এ বিষয়ে মিল আছে।

লাগণে (লাগ ধাতু) প্রারম্ভিকতা বোধক -

বাংলা - আমি পুস্তক পড়তে লাগবো।

মারাঠি - মী পুস্তক বাচু লাগলো।

হিন্দী - মৈ পুস্তক পঢ়নে লগা।

দেণে - (অনুমতি বা অনুমোদন সূচক)

বাংলা - ওকে সেখানে বসতে দাও।

মারাঠি - ত্যালা তেমে বসু দ্যা।

হিন্দী - উসে ৱহাঁ বৈঠনে দো।

পাহণে, পহাণে (দেখা) (ইচ্ছাবোধক)

বাংলা - সে জেল থেকে পালাতে চায়।

মারাঠি - তো তুরুঙ্গাপাতুন পলু পহাতো।

হিন্দী - ৱহ জেল সে ভাগনা চাহতা হৈ।

রাহণে রহাণে (থাকা) (অসমাপিকাসূচক)

বাংলা - কাঁদতে থাকল।

মারাঠি - রডত রাহিলা।

হিন্দী - রোতা রহা।

●

১১. কর্মভাববাচ্য

সংস্কৃত এবং বৈদিক কর্মবাচ্য গঠিত হতো ধাতুর সঙ্গে কর্মবাচ্যের বিকরণ স্বরারুঢ় (Accented) 'য়' এবং শেষে আত্মনেপদী বিভক্তি (কৃ: ক্রিয়তে, লভ: লভ্যতে) যুক্ত করে। লৃট, লিট বা লুঙের ক্ষেত্রে অবশ্য এই বিকরণ যুক্ত হতো না, কেবল আত্মনেপদী বিভক্তি দিয়েই কর্মবাচ্য গঠিত করা হতো। যেমন - করিষ্যতে < কৃ মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় কর্মবাচ্যের বিকরণ 'য়' হলো সমীভূত (তু. গম্যতে > গম্মই) অথবা সম্প্রসারিত 'ইঅ'। ইজ্জ, তু.-সং.গম্যতে > শৌপ্রা. গমীঅদি > মাহা প্রা. গমিজই ইত্যাদি। প্রাকৃতে আত্মনেপদী বিভক্তি স্বাভাবিক ভাবে পরস্মৈপদী বিভক্তিতে পরিণত হলো।

আধুনিক ভাষায় কর্মবাচ্য নতুন করে সৃষ্ট হলো বিশ্লেষমূলক যৌগিক পদ্ধতির সাহায্যে। বাংলা এবং মারাঠিতে এইভাবে কর্মরূপ কর্মবাচ্য গঠিত হয়ে থাকে।

বাংলায় - প্রাচীন পদ্ধতির কর্মবাচ্য গঠন প্রাচীন বাংলা ও মধ্যবাংলার কিছুদিন পর্যন্ত চলেছিল। তখন যৌগিক পদ্ধতিরও উদয় হয়।

-ইঅ যুক্ত সমীভূত পদ —

সং. * কর্য্যতে - ক্রিয়তে > প্রা. অপ. করিঅই > প্রা.বা. করিঅই > মবা. করিএ।

সং. কর্ত্যতে > প্রা. কট্টিঅই > বা. কাটিএ। এইভাবে - শুনিয়ে, দেখিয়ে, জাইএ, পাইএ ইত্যাদি পদ গঠিত হয়েছে।

আধুনিক বাংলায় এই পদগুলি কর্তৃবাচ্যের সঙ্গে মিশে গেছে। যেমন, ক্রিয়তে > করীঅই > করিঅই > করিঅ্র > করে।

মারাঠিতে -ইঅ যুক্ত কর্মবাচ্যপদের ব্যবহার খুবই কম। যেমন,- সং.গম্যতে > প্রা. মা. গম্মই।

-য যুক্ত কর্মভাববাচ্য

বাংলায় সংস্কৃতের -'য' যুক্ত কর্মভাববাচ্য অবহট্‌ঠ পর্যন্ত ছিল। এই পদগুলি প্রাচীন বাংলাতেই কর্তৃবাচ্য রূপে ব্যবহৃত হত। তবে অবহট্‌ঠ প্রভাবে কখনো কখনো প্রাচীন বাংলার কর্মভাববাচ্যেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন -

সং.ছিদ্যতু = ছিদ্যতাম > প্রা., অব. ছিজ্জই > প্রা. বা. ছিজউ।

সং.দৃশ্যতে > প্রা., অব. দিসসই > প্রা.বা. দিসঅ।

সং.লভ্যতে > প্রা., অপ., প্রা. বা. লব্‌ভই।

প্রাচীন বাংলার একটি অংকের আর্যায় এই ধরনের পদ দেখা যায় 'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে' (< লিজিয়ে, কুড়োয় কুড়োয় কুড়ো নেয়)।

এই জাতীয় সমীভূত -'য়' বিকরণের উদাহরণ ক্বচিৎ আধুনিক বাংলার প্রবাদ ও প্রবচনে রয়ে গেছে যেমন — 'যার কর্ম তার সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে' (সাজে< সজ্যতে, বাজে < ৱাদ্যতে ইত্যাদি)। আধুনিক বাংলায় এই জাতীয় কর্মবাচ্য খুব কম। কারণ প্রাচীন ভাব ও কর্মবাচ্য ক্রমে কর্তৃবাচ্যে পরিণত হয়েছে।

মারাঠি — সংস্কৃতের -'য' যুক্ত কর্মভাববাচ্যের উদাহরণ মারাঠি ভাষার প্রাচীন নিদর্শনে পাওয়া যায়। যেমন-

সং. ক্রিয়তে > শৌ.প্রা. করিজ্জই > মা. করীজে

সং.গম্যতে > শৌ. প্রা. গমীঅদি > মা. গমিজ্জই।

'মহানিজে' এবং 'পাহিজে' ইত্যাদি ক্রিয়ার ব্যবহার প্রাচীন মারাঠিতে প্রচলিত ছিল। তবে আধুনিক মারাঠিতে অবশ্য অপ্রচলিত।

যৌগিক ভাবকর্মবাচ্য

বাংলায় যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে 'যৌগিক ভাবকর্মবাচ্য' পদ প্রাচীন বাংলাতেই প্রচলিত ছিল। কারণ কর্মবাচ্য গঠন করার ক্ষেত্রে বাংলা এবং পূর্বী ভাষাগুলির নিজস্ব রীতি হলো এই বিশ্লেষণ বা যৌগিক পদ্ধতি। সুতরাং আধুনিক ভাষাগুলির কর্মবাচ্য আসলে যৌগিক ক্রিয়া। ভাববচন অথবা কৃদন্ত বিশেষণ রূপে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে সহায়ক ক্রিয়া - যা, লভ, পড়, আছ প্রভৃতির যোগে ভাবকর্মবাচ্যের অর্থ জ্ঞাপিত হয়। যেমন - প্রা.বা. 'দুলি দুহি পিঠা ধরণ না জাই'।

'দুজ্জণ সঙ্গে অবসরি জাই'।

ম.বা. 'ললাট লিখিত খণ্ডন ন জাএ'

'ততেকে সুঝল গেল মোর মহা দাণে'।

আধুনিক বাংলায় আছ, হো, যা, পড় ইত্যাদি ধাতুর নিষ্ঠান্ত পদের সঙ্গে যুক্ত করে ভাববাচ্য পদ গঠিত হয়। যেমন -

'বইটা আমার পড়া আছে'; 'কখন আপনার আসা হল'

'শোনা গেল চোরটা ধরা পড়েছে।'

নিষ্ঠান্ত তৎসম পদের দ্বারা ভাবকর্মবাচ্যের গঠন -

'একটি অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট হইল,' 'সে নিহত হয়েছিল,' 'আমি দৃষ্ট হই,' 'ব্যাঘ্রটি ব্যাধ কর্তৃক নিহত হয়েছিল' ইত্যাদি।

যৌগিক ক্রিয়ার পদগঠন মারাঠিতে 'জাণে' সহায়ক ক্রিয়া যোগে হয়। মারাঠিতে যৌগিক ভাববচন অথবা কৃদন্ত বিশেষণ রূপে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে সহায়ক ক্রিয়া 'হো', 'জাণে'-র বিভিন্ন রূপের প্রয়োগ হয়। যেমন.-

'তো মারিলা জেল', 'তে জালু জেল', 'নোকরাকডূন কাম কেলেজাত

আছে।' বাক্যের উদ্দেশ্য পূর্তির জন্য দ্বারা, কডূন ইত্যাদি সম্বন্ধ সূচক অব্যয়ের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যেমন -

'রাম রাম করুন,' 'নোকরাকডূন কাম কেলে জাত আহে,' 'গাড়ীৱাল্যাকডূন গাড়ী চালাৱিলী জাত আহে' ইত্যাদি।

মারাঠিতে ভাবকর্মবাচ্য গঠনে কর্মে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না। এখানেই হিন্দী সঙ্গে মারাঠির ভিন্নতা। যেমন -

হিন্দী - 'মৈনে পুস্তক কো পঢ়া'(কিন্তু)।

মারাঠি - 'মী পুস্তক ৱাচলে'।

হিন্দী - 'আপনে তোতে কো পকড়া'।

মারাঠি - 'আপণ পোপট পকড়লা'।

●

১২. ণিজন্ত ক্রিয়া

প্রাচীন ভারতীয় আর্যে ণিজন্ত ক্রিয়ার বিকরণ ছিলো '-অয়' কিন্তু একাক্ষরী (Monosyllabic) আ-কারান্ত ধাতুর ক্ষেত্রে নিজন্ত '-অয়' স্থানে '-পয়' যুক্ত হতো। মধ্য ভারতীয় আর্যে '-পয়' ণিজন্ত সাধারণ বিকরণে পরিণত হয় এবং কেবল কয়েকটি পুরনো -'অয়' যুক্ত পদ থেকে যায়। যেমন- প্রা. সাবাপয়ামি < সং.* শ্রাবাপয়ামি = শ্রাবয়ামি, পূজেতি < সং.পূজয়তি। বাংলা ণিজন্ত বিকরণ -'আ', এই -'আ' সংস্কৃত - আপয় থেকে উদ্ভুত। যেমন - * সং. ক(া) রাপয়তি (কারয়তি) > প্রা. ক(া) রাবেই > অপ. ক(া) রাএই, ক (া) রাএই > আ.বা. করায়, সং.* দৃক্ষাপিত (দর্শিত) > প্রা. দেকখবিঅ > প্রা.বা. দেখই়আ > মবা.দেখাই (য়া)। বাংলায় কখনো কখনো নামধাতু ও ণিজন্ত ধাতুর মিশ্রণ ঘটেছে, যেমন - আ.বা. যাচায় < সং.যাচয়তি (যাচাপয়াতি, যাচ্যতে)। প্রাচীন বাংলায় যৌগিক বা বহুভাষিত ণিজন্ত ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। কৃদন্ত বিশেষ্য বা বিশেষণের সঙ্গে কৃ-ধাতু যুক্ত করে যৌগিক ণিজন্ত ক্রিয়া গঠিত হয়, আধুনিক বাংলাতেও এরকম যৌগিক ণিজন্ত ক্রিয়ার উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন - প্রা.বা.ডাহ কএলা > ম.বা.দাহ কৈলা > আ.বা.দাহ করিল; আ.বা. দাঁড় করানো, শোয়া করায়, ওঠ ব'স করানো ইত্যাদি। মধ্য বাংলায় পুরনো রীতির ণিজন্ত ক্রিয়ার রূপ দেখা যায়।

যেমন - 'সেহি এহা পথে মহাদানী বোলায়',

'কহায় মূল জরদ্গর (চৈতন্যভাগবত)

এখানে ণিজন্ত ক্রিয়া আত্মকর্মক অর্থ প্রকাশ করেছে।

মারাঠিতে ণিজন্ত ক্রিয়া এইভাবে গঠিত হয়:

১. মারাঠিতে মূল ধাতুর সঙ্গে -'বি' অথবা -'ব' প্রত্যয় যুক্ত করে ণিজন্ত ক্রিয়া গঠিত হয়। এই -'বি' ও -'ব' সংস্কৃত -'আপয়'-র ভগ্নাবশেষ।

যেমন-সং. উত্থাপয়তি > প্রা. উট্‌ঠাবেই > মা. উঠবণে, উঠবিণে।

সং.* ক্যারাপয়তি > প্রা. ক (া) রাবেই ▷ মা. করব্বণে, করবিণে।

এইভাবে, সাঙ্গবি(ব্ব)ণে, আনবি(ব্র)ণে ইত্যাদি শব্দের গঠন।

২. আ-কারান্ত, ই-কারান্ত, উ-কারান্ত ও এ-কারান্ত ক্রিয়ার সঙ্গে -'ববি' অথবা -'বব' প্রত্যয় যুক্ত করে মারাঠিতে ণিজন্ত ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন -

ক্রিয়া	ণিজন্ত ক্রিয়া
খানে	খাববিণে, খাববণে
ধুণে	ধুববিণে, ধুববণে
নেণে	নেববিণে, নেববণে ইত্যাদি।

বাংলার মতই মারাঠির ণিজন্ত ক্রিয়ার প্রত্যয় গুলির উৎপত্তি ও সংস্কৃতের 'পয়' পদটি থেকে কিন্তু দুইটির গঠন পদ্ধতিতে পার্থক্য এই যে বাংলায় মূল ধাতুতে '-আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ণিজন্ত ক্রিয়ার পদ গঠিত হয় এবং মারাঠিতে '-বি', '-ব' এবং আ-কারান্ত, ই-কারান্ত, উ-কারান্ত, এ-কারান্ত ধাতুর মূল ক্রিয়াতে '-ববি' অথবা '-বব' প্রত্যয় যুক্ত করে ণিজন্ত ক্রিয়ার পদ গঠন করা হয়। মারাঠির কর্তা অনুযায়ী রূপভেদ। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিয়ে করলে এক রকম রূপ, আবার দ্বিতীয়ের মাধ্যমে তৃতীয় ব্যক্তিকে দিয়ে করালে অন্য রকম রূপ। এটি দ্রাবিড় ভাষার বৈশিষ্ট্য। দ্রাবিড় ভাষার সান্নিধ্যে এই রীতি মারাঠিতে এসেছে।

●

১৩. অসমাপিকা ক্রিয়া

সংস্কৃতে অসমাপিকা গঠিত হত 'ল্যপ' এবং 'ক্ত্বাচ্' প্রত্যয় যোগে। এছাড়া 'তুমুন' প্রত্যয় যোগে ও গঠিত হত অসমাপিকার পদ। বাংলায় অসমাপিকা ক্রিয়া তিনভাবে গঠিত হয়।

ক্রিয়ার পদ তিন জাতীয় —

১. ল্যবর্থ অসমাপিকা - 'ই' ও 'ইয়া' যুক্ত।

২. ভূতার্থ অসমাপিকা - 'ইলে' যুক্ত।

৩. তুমর্থ অসমাপিকা - 'ইতে' যুক্ত।

১. ল্যবর্থ অসমাপিকা -

বাংলায় ল্যবর্থ অসমাপিকা এই ভাবে গঠিত হয় :

সাধু ভাষায় — '-ইয়া'

মধ্য বাংলায় — '-ইয়া, '-ইঞা'

মধ্য ও আধুনিক বাংলায় '-ই'

প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় এই তিনজাতীয় প্রত্যয়েরই উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন দিঢ় করিঅ, ভঞ্জিঅ, ভণিআ, দিআ, ভরিআঁ, ভাঙ্গি, ভঙ্গিআঁ, জানাআঁ ইত্যাদি।

'-ই' যুক্ত অসমাপিকার উৎপত্তি নিষ্ঠান্ত অতীতের বিশেষণ রূপে প্রয়োগের ফলে '-ই' যুক্ত অসমাপিকা ও নিষ্ঠান্ত অতীত কালের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। নিষ্ঠান্ত পদের বিধেয় বিশেষণ রূপে ব্যবহার থেকে '-ই' যুক্ত অতীতের এবং সাক্ষাৎ বিশেষণ রূপে অথবা মূল বাক্যে অনন্বিত প্রয়োগ থেকে '-ই' যুক্ত অসমাপিকার উৎপত্তি হয়েছিল অর্বাচীন অপভ্রংশে ও প্রাচীন বাংলায়। যেমন, 'বেজ্জদেকখি কি রোগ পলাই' (< * বৈদ্য: দৃক্ষিত: কিং রোগ: পলায়িত:) > আবা. বদ্যি দেখে কি রোগ পালায় (ভাষার ইতিবৃত্ত,

ড০ সুকুমার সেন - পৃ. ২০৫)। আধুনিক বাংলায় '-ই' যুক্ত পদ গদ্যের ভাষায় লুপ্ত।

মারাঠিতে ধাতুর সঙ্গে '-ঊণ' প্রত্যয় যোগ করে ল্যবর্থ অসমাপিকা গঠিত হয়: করুণ, জাউন, বাচুণ, খাঊণ (করে, গিয়ে, পড়ে, থেকে)।

২. ভূতার্থ অসমাপিকা

বাংলায় ভূতার্থ অসমাপিকার প্রত্যয় হলো '-ইলে' এবং নিষ্ঠার্থ বিশেষণ হলো '-ইল'। এই '-ইলে' অন্ত অতীত অসমপিকাটি এসেছে সংস্কৃত '-ত' প্রত্যয়ান্ত পদের ভাবার্থ করণ বা অধিকরণের প্রয়োগ থেকে, অপভ্রংশে অবশ্য '-ইলু' পদটি যুক্ত হত। যেমন, সং. রামস্য গতেন ভূয়তে > প্রা. রামসস্ কেরকেণ গদেণ হুরীঅদি > অপ. রামহ এই গঅইল্লহি হুঈঅই > রামের গেলে হয় (সু. চট্টোপাধ্যায়: ভাষা প্রকাশ পৃ. ২৮০)।

প্রাচীন বাংলায় -

'সাংকমত চঢ়িলে (আরূঢ়ে, আরুঢ়েণ, আরুঢ়:) দাহিন বাম মা হোহি', 'রাতি ভইলে কামরু জাঅ', 'জীবন্তে মইলেঁ (মৃতেন) নাহি বিশেষ'।

মধ্য বাংলায় -

'দধি গঠ হৈলেঁ (ভূতে, ভূতেন) মারিবোঁ মাগুকিলে';

'হাত বাঢ়ায়িলেঁ কি চান্দের লাগ পাই'।

মারাঠিতে ভূতার্থ অসমাপিকা -'আল' প্রত্যয়ের যোগে গঠিত হয়। যেমন-তোঁডাল, ব্রাচাল, খোড্যাল, ফেসাল, চঢ়াল, পঢ়াল।

'ঝড়াবর চঢ়াল তো পরলে' ইত্যাদি।

(গাছে চড়লে পড়বে)।

৩. তুমর্থ অসমাপিকা

বাংলায় ধাতুর উত্তরে '-ইতে' প্রত্যয় যোগ করে তুমর্থ বা নিমিত্তবাচক অসমাপিকা ক্রিয়ার পদ গঠিত হয়। উৎপত্তি বিচারে '-ইতে' '-অন্ত' অসমাপিকার বর্তমান উদ্ভব তৃতীয়া-সপ্তমী যুক্ত 'শতৃ-পদ' থেকে।

প্রাচীন বাংলা - 'চিন্তা চিন্তন্তে (চিন্তায়াং চিন্তামানায়াম, চিন্তয়া, চিন্ত্যমানয়া) পোহাই গেলি রাতি', 'আন চাহান্ত আন বিণঠা', 'মূঢ়া আচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই'।

মধ্য বাংলা - 'ভার লআঁ জাইতে পসার টলিআঁ গেল'।

আধুনিক বাংলা - 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়', 'আমি তোমাকে দেখতে এসেছি' ইত্যাদি।

মারাঠিতে - 'লা' প্রত্যয় যোগ করে তুমর্থ অসমাপিকার পদ গঠিত করা হয়। ধাতু এবং প্রত্যয়ের মাঝে '-আয়' প্রত্যয় যোগ হয়। যেমন - ফিরায়লা (বেড়াতে), করায়লা (করতে), লিহায়লা (লিখতে) ইত্যাদি।

শত্রর্থ অসমাপিকা

বাংলায় শত্রর্থ অসমাপিকার প্রত্যয় হলো '-ন্তে' এবং '-ইতে' প্রত্যয় এবং শত্রর্থ বিশেষণ হলো '-অন্ত'। আধুনিক বাংলায় শত্রর্থ '-ইতে' অন্ত অসমাপিকা প্রায় সর্বদাই আম্রেড়িত হয়।

যেমন - 'সে চাহিতে চাহিতে যাইতেছে'(আবা)। প্রাচীন বাংলায় এমন ব্যবহার ক্বচিৎ দেখা যায়। যেমন, 'চাহন্তে চাহন্তে (চাইতে চাইতে) সুণ বিআর'। '-ইতে' অন্ত অসমাপিকা আধুনিক বাংলায় তুমর্থ রূপেই প্রচলিত। 'সে গান শুনিতে আসিয়াছে', 'সে পড়িতে যাইতেছে'। (আ.বা.) মধ্য বাংলায় '-ইতে' ও '-ইলে' দুটো প্রত্যয়েরই ব্যবহার হত, 'পসার সাজিতেঁ তেএ কাহ্নুক জআএ।'

'হেন বুঝোঁ তোহ্মার কাটিলেঁ লাগে মাথা।'

আদি-মধ্য বাংলায় সাধারণত 'বা-বাক' -অন্ত পদ তুমর্থে ব্যবহৃত হত। যেমন,'বাহবকে পারঅ', 'বোলবা জায়','সিনাইবাক জাইয়ে দিন', 'দিব্বারে চাহে'। মারাঠিতে শত্রর্থ অসমাপিকা -'উ' ও -'অৎ' প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়। যেমন - উ - করু, চালু, বাচু, বসু, 'মী পুস্তক বাচু লাগলো।'

-অৎ - 'রডৎ রাহিলা' - 'তো সারখা রডৎ রাহিলা।'

●

সংখ্যা শব্দ

শুদ্ধ সংখ্যা শব্দ

বাংলা ও মারাঠির সংখ্যাশব্দের মূল একই। তবে কোথাও ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মে রূপে পার্থক্য ঘটেছে। দশের পরবর্তী শব্দগুলি বাংলা মারাঠিতে স্বতন্ত্র।

বাংলা ও মারাঠির সংখ্যা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হল -

এক

সং.এক > প্রা. এক্ক, ইক্ক > প্রা.বা. এক, একু > মবা. এক > আ.বা. এক।

মারাঠির - সং.এক > প্রা. এক্ক, ইক্ক > মা.- এক।

দুই

সং.দ্বে (স্ত্রী। ক্লী.) > ঋ.বে. দুবে > পালি দ্বে, দুবে > অপ.বে, বে, * দুবি > প্রা.বা. দুই > আ.বা. দুই।

দো - সং.দৌ > প্রা. দো > আ.বা.দো, তু. দো - ফলা, দোহারা, দোজ ইত্যাদি।

দু - সং.দ্বে > প্রা. দুবে, দুবি,দুই > আ.বা.দুই, দু। 'দু' প্রাতিপদিক রূপেও চলে। যেমন - দুবার, দুপর, দুফলা, দুনলা ইত্যাদি।

বিনি - দ্বীনি > প্রা. বেন্নি > প্রা.বা. বেণি (আধুনিক বাংলায় অপ্রচলিত)

মারাঠিতে - দোণ = সং.দ্বীনি > প্রা. দোণি > মা. দোণ

দো - সং.দ্বৌ > মা.দো

বা - (দশোর্ধ্ব সংখ্যা)

বাংলায় - সং.দ্বা > প্রা. দবা > আ.বা.ব (বার, বাইশ, বত্রিশ, বাষট্টি, বাহাত্তর ইত্যাদি)।

মারাঠিতে - সং.দ্বা > প্রা. দ্‌বা, বা > মা., বা., ব্যা (বাবীস, বত্তীস, বেচালীস, বাব্বন, বাসঢ, বহাত্তর, ব্যাত্রশী, ব্যান্নব।

বাংলায় - বি -

সং.দ্বি (মূলে প্রাতিপদিক), তু. ঋবে. দি: > অপ.দি,বি > আবা.বি। বিয়াল্লিশ, বিরাশি ইত্যাদি।

তিন

বাংলায় - সং.ত্রীণি > পা. তীণি > প্রা. তিন্নি > অপ.- তিন্নি, তিন্ন > বা. তিন।

মারাঠিতে - সং.ত্রীণি > প্রা. তিন্নি > মা. তীন

তির্যক তীহিম, দোহোম এবং চোহোমের মতই ব্যবহৃত হত। তীহিমের ব্যুৎপত্তি সং.ত্রীভি: > প্রা. ত্রীহিম > মা. তীহিম্।

তে

বাংলায় - সং.ত্রয়: > *প্রা*.তয়ো > প্রা. তও, তউ > অপ.তে

(তু-তেরহ্, তেইস) > আবা. তে (প্রাতিপদিক)। তেমাথা, তেসরা, তেষট্টি, তেত্রিস ইত্যাদি।

মারাঠির - সং. ত্রয়: > প্রা. তও, তউ > অপ.তে > মা. তে। তেরহ্, তেইস, তেহেতীস ইত্যাদি।

তি

বা. - সং. ত্রি (প্রাতি) > প্রা. অপ.- তি > বা.তি।

(তিপান্ন, তিয়াত্তর, তিরাশি, তিরানব্বই)।

মা - সং.ত্রী, তৃতী > তীজ (তৃতীয়া অর্থাৎ চাঁদের তৃতীয় দিন) > তী।

ত্রে, ত্র্যা

মা - সং.ত্রি (প্রাতি) যুক্ত হয়ে ত্রেচালীস, ত্রেপণ, ত্রেসট, ত্যাহাত্তর, ত্র্যাত্রশী, ত্রান্নব ইত্যাদির ব্যুৎপত্তি।

চার

বাং - সং.চত্বারি,* চতারি > পালি, প্রা. চত্তারি, চয়ারি > অপ. চারি > প্রা.বা.চারি > আবা. চার

মা - সংস্কৃত 'চত্বারি' র থেকে মারাঠির চার নিষ্পন্ন হয়েছে।

চউ, চৌ

বাং - সং.চতু: > প্রা. চউ > প্রা.বা. চউ, চউকোট্টি, চৌষট্টি, চউদিন > আবা. চউ, চো ▷ চু - তু. চৌঠা, চৌকাঠ, চৌকা, চোদ্দ, চৌত্রিস, চুয়াল্লিশ, চুরাশি ইত্যাদি।

মা - সং.চতু: > মা. চউ, চো নিষ্পন্ন। (চতুর্থ, চৌদা, চৌবীস)

পাঁচ

বাং - সং.পঞ্চ > প্রা.পংচ > অপ. পংচ > প্রা.বা. পঞ্চ, পাঞ্চ, মবা. পাঞ্চ > আবা. পাঁচ, পঞ্চান্ন, পঞ্চাশ।
মা - সং.পঞ্চ > মা. পাঁচ।

পঁয়

বাং - সং.পঞ্চ > প্রা. পঞ্‌ঞ > পঞ, পয়ঁ, পয়তিরিশ, পয়ঁষট্টি।

পঞ

মা - সং.পঞ্চ > প্রা. পঞ্চ > মা. পঞ - পন্নাস, পঞ্চদশী, পঞ্চশত ইত্যাদি।

পাঁচ-সং. পঞ্চ > প্রা. (গান্ধারী) পংজ > বা. পচ, পচাঁশী, পাঁচিশ।

পন -

বাং.- সং. পঞ্চ > পন্ন > পন

(বাংলা এবং মারাঠির পনর, পনের, পন্নরহ্ ইত্যাদি)

ছয় -

বাং.- সং. ষট > প্রা. ছ > অপ. ছহ > বা. ছ্, ছয় > ছে, ছি

(ছেচল্লিশ, ছিয়াত্তর, ছিয়াশি ইত্যাদি)

মা.- সহা।

সহা - শব্দটির ব্যুৎপত্তি বিষয়ে Jules Bloch একটু সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন। তিনি ষাট থেকে 'সহা'র উৎপত্তির কথা অস্বীকার করেন। তাঁর মতে Saha six does not exactly correspond to Sk. Sat or Pkt. Cha. This form, special in Marathi, seems to result from the same need of providing consistency to the end of the word as a already shown by "don" and "tin". Here no occulsive was available, it became necessary therefore to reserve a part of the aspirition containd in the initial and prolong the vocalic amission. (Jules Bloch, The formation of the Marathi Language, Eng Tr. P.227).

সাত -

বাং.- সং. সপ্ত > প্রা. সত্ত > বা. সাত, সত (প্রাত্তি)। সতের, সত্তর মারাঠির সাত সংখ্যা শব্দটিও সংস্কৃত সপ্ত থেকেই নিষ্পন্ন।

আট - আঠ (মা.)

বাং.- ও মা. সং. অষ্টা, অষ্ট > প্রা. অট্‌ঠ > বা. অট, আট, আঠ এবং মা. আঠ।

নয় - নব্ব

বাং.- সং.নব > পা. নব্ব > প্রা. ণব > প্রা. বা.নঅ, নো,আবা. ন, নয়।

মা.- সং.নব্ব > প্রা. ণো, নঅ > মা. নব্ব, নউ।

দশ - দহা

বাং.- সং.দশ > প্রা.,অপ. দস > বা. দশ

মা. - সং.দশ > প্রা.,অপ. দশ, দহ > মা. দহা।

এগার - অকরা

বাং.- সং.একাদশ > অপ. এগ্‌গারহ > আ.,মবা. এগার

মা.- সং.একাদশ > প্রা. এগ্‌গাহর, এক্‌কাদহ, এআবহ > অপ. এক্‌কাদহ, এআরহ, এয়ারহ > মা. অকরা।

বার

বাং.- সং.দ্বাদশ > আদি মধ্য আর্য দুবাদশা > প্রা. বারহ,মা. এবং আবা.-বার।

তের - তেরা

সং. ত্রয়োদশ > প্রা. তেরস > অপ. তেরহ > বা. তের এবং মা. তেরা।

চোদ্দ - চৌদা

বাং.- সং. চতুর্দশ > প্রা. চউদ্দশ, চৌদ্দশ > অপ. চউদ্দহ > বা. চৌদ্দ, চোদ্দ।

মা.- সং.চতুর্দ্দশ > প্রা. চউদ্দস, চউদস, চোদ্দস, চোদ্দহ > অপ. চতদ্দহ > মা. চৌদা।

পনের - পনধরা

বাং.- সং. পঞ্চদশ > প্রা. পন্নরস > অপ. পন্নরহ্ > বা. পনর, পনের।

মা.- সং.পঞ্চদশ > প্রা. পন্নরস > অপ. পন্নরহ্ > পন্ধরা।

ষোল - সোলা

বাং.- সং.ষোড়শ > প্রা. সোলস > অপ. সোলহ্ > বা. ষোল।

সং.- ষোড়স > প্রা. সোলস, সোলসয় > অপ. সোলহ্, সোলা > মা. সোলা।

সতের - সতরা

বাং.- সং.সপ্তদশ > প্রা. সত্তরস > বা সতর, সতের।

মা.- সং. সপ্তদশ > প্রা. সত্তরস (অমা.) সত্তরহ্, সত্তর > অপ. দহ্সত্ত, সতেরো > মা. সতরা।

আঠার - অঠরা

বাং.- সং.অষ্টাদশ > প্রা. অট্‌ঠারস > অপ. অট্‌ঠারহ > বা. আঠার

মা.-সং. অষ্টাদশ > প্রা. অট্‌ঠারস অট্‌ঠাদস, অট্‌ঠরহ > অপ. অট্‌ঠারস, অট্‌ঠারহ > মা. অঠরা।

উনিশ - একোণীস

বাং.- সং.একোনবিংশ (একোনবিংশতি) > এগুনবীস > অর্দ্ধ মা. অউণবীস > বা. উনিশ।

মা - সং.একোনবিংশতি, উনবিংশতি > প্রা. একুনবীস, একুণবীসতি > মা. একোণবীস, একোণীস।

বিশ - ৰীস

বাং.- সং.বিংশ (বিংশতি) > প্রা. বীস > বা. বিশ।

কুড়ি (চৈভা), আবা. কুড়ি সংখ্যাবাচক শব্দটি সম্ভবত অষ্ট্রিক আগত।

মা.- সং.বিংশতি, বিংশৎ > প্রা. ৰীস (ং) ৰীসা, ৰীসতি > প্রা. ৰীসই, ৰীসং, ৰীসা > অপ. ৰীস > মা. ৰীস।

ত্রিশ - তীস

বাং.- সং.ত্রিংশৎ (স্ত্রী) > প্রা. তীসং, তীসা > অপ. তীস (সা), তীসং > প্রা.বা., মবা. তিস, তীস। তেতীস, বত্রিস, বাইস, ত্রীস, তীশ, তিরিশ।

মা.- সং.ত্রিংশৎ > প্রা. তীসং, তীসা (অমা) > মা. তীস।

চল্লিশ - চালীস

বাং.- মা. সং চত্বারিংশৎ > প্রা. চত্তালীসং সা ? চায়ালীসং > অপ. চালীস > আবা. চল্লিশ, চাল্লিশ, মা. চালীস

পঞ্চাস - পন্নাক

বা.-সং.পঞ্চাশৎ > বা. পঞ্চাশ

মা. - সং.পঞ্চাশৎ (স্ত্রী) > প্রা. পন্নাসং > মা. পন্নাস।

ষাঠ - সাঠ

বা.-সং.ষষ্টি > প্রা.সট্‌ঠি > বা. ষাঠি, ষাটি (ষাঠ, ষাট)

মা.-সং.- ষষ্টি > পা. সটঠি > প্রা. সটঠিং, ছটিঠং (শৌ) > অপ. সট্‌ঠি > মা. ষাঠ, সাঠ।

সত্তর -

সং.সপ্ততি > প্রা. সত্তরি > অপ. সত্তরি, সত্তর > বা. এবং মা. সত্তর।

আশি - ঐশী

বা.- সং.অশীতি > প্রা. অসীই > অপ. আসি > ম. আবা. আশি (আশী)

মা. - সং.অশীতি > পা. অসীতি > প্রা. অসীইং > আসি (ই) > মা. ঐশী।

নব্বই - নব্বদ

বাং.- সং.নৱতি > পা. নৱতি > প্রা. নউইং > অপ. ণৱদী, ণবই, নউদি, নউয় > বা. নবৈ. নই, নব্বই, নব্বুই।

মা.- সং.নৱতি > প্রা. ণউইং > অপ. ণবদী, ণৱই, ণঅদি, > মা. ণব্বদ।

শতক - শম্ভর

বাং - সং.শতম > প্রা. সঅ > বা শয়, শহ, ষো, শ।

মা.- সং.শতং + ভার, বা

শতং + ভর = শম্ভর।

হাজার - আগন্তুক ফারসী শব্দ

মারাঠির ১৯,২৯,৩৯,৪৯,৫৯,৬৯,৭৯,৮৯ ও ৯৯ এই সংখ্যাগুলির গঠনে বিশেষত্ব আছে।

সংখ্যাগুলি যথাক্রমে -

একোণবীস, একোণতীস, একোণচালীস, একুণপন্নাস, একুণসাঠ, একুণসত্তর, একুণঐসী, একুনব্বদ, নব্বয়ান্ন।

এদের সংস্কৃত মূল যথাক্রমে নির্দেশ করা হল -

এক + ঊনবিংশতি

এক + ঊনত্রিংশতি

এক + ঊনচত্বারিংশ

এক + ঊনপঞ্চাশৎ

এক + ঊনষষ্টি

এক + ঊনসপ্ততি

এক + ঊনঅশীতি

এক + ঊননবতি

নবতি + নব

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সংস্কৃতের 'ঊন' বিশেষণটির আগে 'এক' শব্দ যুক্ত করে সংখ্যাগুলির রূপ গঠিত হয়েছে। নিরানব্বই এর গঠনে বিশেষত্ব আছে - নব নবতির বদলে নব্বদ'র সঙ্গে ন যোগে শব্দটি গঠিত হয়েছে।

ভগ্নাংশ সংখ্যা শব্দ

আধ - অর্ধা

বাং.- সং. অর্ধ>প্রা. অদ্ধ > প্রা.বা. আধ, > মবা. আধা, আবা. আধ - (আধেক, আধলা, আধলা ইঁট)।

অর্ধ > অড্‌ঢ > আড় (আড় চোখে, আড় ঘোমটা ইত্যাদি)।

মা.- সং.অর্দ্ধ > পা.- প্রা. অদ্ধ, অড্‌ঢ > মা. আদ্ধা, আধা, আধ, অর্ধা।

পৌণে - পাবণে

বা.- সং.পাদোন > প্রা. পদুন > বা. পৌণে

মা.- সং.পাদোণ > প্রা. পাউণ > মা. পাৱণে

পোয়া - পাৱ

বাং.- সং.পাদ > প্রা. পায় > বা. পো, পোয়া

মা.- সং.পাদ > প্রা. পায় > মা. পাৱ।

সওয়া - সৱা

বাং.- সং.- সম্পাদ > প্রা. সৱায় > বা. এবং মা. সওয়া, সোয়া, সৱা, সৱয়া

সাড়ে -

সং.সার্ধ > প্রা. সড্‌ঢ > বা. এবং মা. সাড়ে (তির্যক-সাড়ে তিন)

দেড় - দীঢ়

বাং.- সং.দ্ব্যর্ধ, দ্বিয়র্ধ > প্রা. অপ. দিঅড্‌ঢ > বা. দেড়

মা.- সং.দ্ব্যর্ধ, দ্বিয়র্ধ > প্রা.দিঅড্‌ঢ > মা. দীড্‌ঢ, দীঢ়

আড়াই - অডীচ

বাং.- সং.অর্ধতৃতীয় > অর্ধত্রিক > প্রা. অর্দ্ধতইঅ, অড্ঢইঅ > বা. আড়াই।

মা.- সং.অর্ধতৃতীয় > পা. অড্ঢ ইজ্জ, অধীজ্জা > প্রা. অধীজা > মা. অডীচ।

আহুঠ - অর্ধচতুর্থ (আধুনিক বাংলায় অপ্রচলিত)

ক্রমিক সংখ্যা শব্দ

পয়লা - পহিলা

বাং.- সং.প্রথিল > প্রা. পহিল্ল > প্রা.বা. পহিল > আবা পহেলা, পয়লা

মা.- সং.প্রথিল, প্রথম + ইল > প্রা. পহিল্ল > মা. পহিলা

দোসরা - দুসরা

বাং.- সং.দ্বি + সর > প্রা. দোস্সর > বা. দোসরা।

মা.- সং.দ্বি + সর > প্রা. দোস্সর > মা. দোষর, দুসরা

এইভাবেই তেসরা এবং তিসরা (মা.)-র গঠন হয়েছে।

দোজ - দুজা

বাং.- সং.দ্বিতীয়, দ্বিত্য > পা.দুতিঅ > প্রা. বীঅ, বিইজ্জ, দুইঅ, দুঈঅ, দুইজ্জ > অপ. বিজ্জস > বা. দুয়অ, দোওজ, দোজ (মারাঠির দোজ বা দুজা সংখ্যাশব্দটি ও এভাবেই গঠিত)।

মেজ

বাং.- সং.মধ্যক > প্রা. মজঝত > মাঝুয়া, মাউঝ > বাং.মেজ

সেজ - ফার্সী সে + বাং.'জ' (মেজ সাদৃশ্যে) মিলে 'সেজ'।

তীজা (মা.)

সং.তৃতীয় > পা. ততিয় > প্রা. তইঅ, তিইস, তীস, তেঅ, তইজ্জ, তিইজাজ,মা. তিজ্জ. তীজ।

চৌঠা

সং.চতুর্থ > প্রা. চউত্থ, চোত্থ, চউট্‌ঠ > মা. চৌঠা, চোথা, দোজ, দুজ, চৌঠা শব্দগুলির ব্যবহার মারাঠির মত বাংলায়ও হয়।

একলা - অকেলা

সং.এক + ল > অব. একল্ল > প্রা. বা. একোলা, একেলী > মবা.একলা, একলী > আবা.একলা,মা. অকেলা।

একসর (বা.) সং.এক + সর মধ্যবাংলায় চলত।

সাধারণত 'অই' যোগে ক্রমিক সংখ্যা গঠিত হয় পাঁচই, ছয়ই, সাতই। উনিশ থেকে মাস গণনায় 'এ' যোগ হয়ে উনিশে, বিশে ইত্যাদি।

মারাঠিতে 'বান্দা' প্রত্যয় যুক্ত করে ক্রমিক সংখ্যা গঠিত হয়ে থাকে - পহিল্যান্দা, দুসন্যান্দা, পাচব্‌্যান্দা, দহাব্‌্যন্দা ইত্যাদি।

অনির্দেশক ও নির্দেশক সংখ্যা শব্দ

এই সংখ্যাগুলির প্রয়োগ আধুনিক বাংলায় দেখা যায়। অনির্দেশক সংখ্যাগুলিতে দুটি বিভিন্ন সংখ্যা শব্দ একসাথে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যেমন - চারি - পাঁচি, সাত - পাঁচ ইত্যাদি।

নির্দেশক সংখ্যা শব্দগুলির পরে টা, টি, টুকু, খানা, খানি, ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত করে বাংলায় নির্দিষ্ট বা নির্দেশক সংখ্যাশব্দের প্রয়োগ করা হয়। যেমন একটা, নয়টি, সাতখান, তিনখানা।

মারাঠিতে অনির্দেশক ও নির্দেশক সংখ্যাশব্দ নেই।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্বাসাঘাত প্রক্রিয়া

বাংলায় শ্বাসাঘাতের রীতি

স্বরধ্বনির প্রাবল্য দুই রকমের হতে পারে -

১. স্বর (অর্থাৎ স্বরধ্বনির তীব্রতা, Intonation বা Pitch)

২. বল (অর্থাৎ শ্বাসাঘাত বা শ্বাসের ঝোঁক, Stress)।

বৈদিক ভাষায় উদাত্ত - অনুদাত্ত স্বরিত ভেদে বিভিন্ন পদে সুর সঞ্চারিত হত। বেদের এই স্বরবৃত্তি ছিল ধ্বনিমান সূচক যে কারণে স্বরের পরিবর্তনে অর্থের পরিবর্তন ঘটতো এবং কদাচিৎ লিঙ্গেরও পরিবর্তন হত। যেমন -

´যশস - (বিশেষ্য, ক্লীবলিঙ্গ) : য´শস্ -(বিশেষণ, পুংলিঙ্গ)

´সুকৃত - (বিশেষ্য) : সু´কৃত - (বিশেষণ),

রা´জপুত্র (বহুব্রীহি) : রাজ´পুত্র (তৎপুরুষ)।

সংস্কৃতে যে দ্বিতীয় স্বরে বল পড়ত, আদি স্বরের লোপ থেকে তা অনুমান করা যায়। যেমন -

অ´পিহিত	>	পিহিত,
অ´পিধান	>	পিধান,
অ´বগাহ্য	>	বগাহ্য, ইত্যাদি।

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় দ্বিতীয় অক্ষরে শ্বাসাঘাত অনুমান করা যায়, যার ফলেও আদিস্বর লোপ পেত। যেমন -

সং. অ́পি > পি,

সং. খ́লু > ক্‌খু, খু।

বলা বাহুল্য যে আদি-স্বরের প্রবলতা বা শ্বাসাঘাত মধ্য ভারতীয় আর্যে অজ্ঞাত ছিল না: তার প্রমাণ দীর্ঘ স্বরের হ্রস্বতায় পাওয়া যায়। যেমন -

সং. গৃহী́ত > ́গৃহীত > পা. গহিত প্রা. গহিঅ।

সং. অ́সৌ > ́অসৌ > পা. অসু।

সং. উ́তাহো > ́উতাহো > পা. উদাহু।

প্রাকৃতে ধ্বনি পরিবর্তন শব্দে বা পদে বলের স্থান - ভেদে বিভিন্ন প্রকারের দেখা যায়। যেমন -

সং. দ্বি́পদ > পা. দুপদ

সং. ́দ্বিপদ > পা. দিপদ

সং. ́লভ্যতে > প্রা. লব্ভই

সং. ল́ভ্যতে > প্রা. লভিঅই

সং. কৃ́ত্বা > প্রা. কদুঅ

সং. ́কৃত্য > প্রা. কচ্চ ইত্যাদি।

প্রাচীন বাংলায় মধ্য ভারতীয় আর্যের মতই কোন নির্দিষ্ট অক্ষরে বা বর্ণে বল পড়ত এবং সাধারণত প্রথম বা দ্বিতীয় অক্ষরে ঝোঁক একই শব্দে ভাষা-উপভাষা ভেদে বলের স্থান অনুযায়ী থাকত। যেমন. -

ধার - সং.উ́দ্ধার > ́উধার, > ধার। দ্বিতীয় অক্ষরে বলের ফলে স্বরের লোপ ঘটেছে। যেমন -

´অলাবু > লাউ,

´অভ্যন্তর > ভিতর

´অন্ধকার > অন্ধার, ইত্যাদি

আদি স্বর দীর্ঘত্বে আদি অক্ষরে বলের অনুমান করা যায়। যেমন -

মধ্য বাংলায়

´অপর > আঅর

´অন্ধকার > আঁধার।

অন্ত্য অ - কারের লোপ প্রবণতা প্রাচীন বাংলার অবসানের পূর্বেই ঘটেছিল। যার প্রভাব পয়ারে ও ছড়ার ছন্দে লক্ষ্য করা যায়। এই কারণেই মধ্য স্বরেরও লোপ ঘটে।

যেমন - ´রাধনা > রান্না

´গামোছা > গাম্‌ছা

এইভাবেই আধুনিক বাংলা উচ্চারণে দ্ব্যক্ষরতা (Bisyllabism) প্রতিষ্ঠিত। যেমন -

´অপরাজিতা > অপরা + জিতা > অপ্‌রাজিতা

´পনকিয়া > পন - কে (পুন - কে)

´নাটকিয়া > নাটু - কে

আধুনিক বাংলায় শ্বাসাঘাত এবং উচ্চারণ দ্রুততার (Tempo) ফলেও পদ বা কোনও উপভাষায় (রাঢ়ীতে) শব্দের বা বাক্যের সংকোচন হয়েছে।

যেমন - যা ইচ্ছা তাই > যাচ্ছে তাই,

কোথা থেকে এলে > কোত্থেকে এলে,

কেও কেটা	>	কেওকেটা
ঘর যাও	>	ঘজ্জাও, ইত্যাদি।

প্রবলতা জনিত দীর্ঘত্ব (Emphatic Lengthening)

কথ্য ভাষায় বাক্যের মধ্যে কোন পদে বল বা ঝোঁক পড়লে সে পদের উচ্চারণে প্রবলতা হয়। তখন পদটি একাক্ষর হলে স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়।

যেমন - এ কী দুর্বলতা	(এটা কেবল দুর্বলতা)
এ কি দুর্বলতা	(দুর্বলতা না অন্য কিছু)।

ব্যঞ্জন ধ্বনির দীর্ঘত্ব (Gemination)

আধুনিক বাংলার রাঢ়ী উপভাষায়, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় বিভাষায় শ্বাসাহত (stressed) বিবৃত স্বরবর্ণে ঝোঁক পড়লে অনেক সময় ব্যঞ্জন ধ্বনি দীর্ঘত্ব বা দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয় এবং বিবৃত শ্বাসাহত স্বর সংবৃত হয়। তাকেই ব্যঞ্জন - ধ্বনির বল - জনিত দীর্ঘত্ব বলা হয়।

যেমন -	একেবারে	>	এক্কেবারে
	সবাই	>	সব্বাই
	ছোট	>	ছোট্ট
	জলময়	>	জলম্ময়
	কোথাও	>	কোত্থাও, ইত্যাদি

২. মারাঠির শ্বাসাহত রীতি

মারাঠিতে আদিপর্বে কোন একটি অক্ষরে বা বর্ণে বল পড়ত যার ফলে সাধারণত প্রথম বা দ্বিতীয় অক্ষরে ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। কোন কোন সময় শ্বাসাঘাতের ফলে আদি স্বরের লোপও দেখা গেছে।

যেমন -

সং.	অভ্যন্তর	>	ভিত্তর
সং.	অন্ধকার	>	অন্ধেরা

আধুনিক মারাঠিতে শ্বাসাঘাতের তেমন নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই। মারাঠি ভাষায় উপান্ত অক্ষর (Penaltinate syllable) হ্রস্ব হলে উপান্ত স্বরধ্বনির অব্যবহিত পূব্ববর্তী দীর্ঘ অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে। কিন্তু পূর্ব-উপান্ত (Anti penaltinate syllable) হ্রস্ব হলে তার পূর্ববর্তী অক্ষর শ্বাসাহত হয়।

যেমন -

সং.	কুম্ভকার	>	কুঁভার
সং.	প্রক্ষালয়তি	>	পখাল
সং.	খর্জুর	>	খজুর। ইত্যাদি

আদিতে শ্বাসাঘাতের ফলে মারাঠিতে কখনো কখনো মধ্য স্বরের লোপ দেখা যায়।

যেমন -

সং.	মনুষ্য	>	মানুষ	>	মাণস
সং.	পার্শ্ব	>	ফারসু		

আবার অন্ত্য - স্বর ঝোঁকের জন্য স্বরটি কখনো কখনো দীর্ঘ হয়। মারাঠির এই লক্ষণটি প্রাকৃতেও পাওয়া যায়।

যেমন -

সং.	অজগর	>	মা.	অজগরা
সং.	উদীদ	>	মা.	উদিদো
সং.	প্রতিষ্ঠান:	>	মা.	প্রতিষ্ঠানা

শ্বাসের এই প্রাবল্যের জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনের শেষের স্বরটিও দীর্ঘ হয়। যেমন -

ঘট্টা, পক্কা, বক্কা ইত্যাদি।

মারাঠির প্রশ্নবোধক বাক্যে বা নিষেধার্থক বাক্যে ও অনুজ্ঞায় প্রশ্নাত্মক - সর্বনাম বা নঞর্থক পদটির স্বর দীর্ঘ হয় এবং স্বরের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন -

'অসা করু নকা'।

বাংলার কোনো কোনো উপভাষায় যেমন সুরের প্রবণতা দেখা যায় মারাঠির শিষ্ট কথ্যভাষাতেও সেই রকম সুর লক্ষ্য করা যায়।

●

পঞ্চম অধ্যায়

শব্দ ভাণ্ডার

ভাষার মুখ্য সম্পদ শব্দ ভাণ্ডার। যে ভাষার শব্দ ভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ সে ভাষা ততই উন্নত। ঐতিহাসিক বিচারে শব্দশক্তির প্রধান উৎস দুটি - ধাতুতে অথবা শব্দে প্রত্যয় যোগ করে নতুন শব্দ নির্মাণ এবং অপর ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ। বাংলা এবং মারাঠি ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে দুই জাতীয় শব্দ দেখা যায়।

১। মৌলিক, ২। আগন্তুক।

বাংলার মৌলিক শব্দগুলি ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে আগত বা গৃহীত। আগন্তুক শব্দ অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, সেমীয় ইত্যাদি অসম্পৃক্ত গোষ্ঠির ভাষা অথবা ইন্দো - ইউরোপীয় গোষ্ঠীর শাখান্তর থেকে নেওয়া। মৌলিক শব্দগুলি তিনটি শ্রেণীতে পড়ে -

১। তৎসম,

২। তদ্ভব

৩। অর্ধ - তৎসম।

১। তৎসম (তৎ - অর্থাৎ সংস্কৃতের সম) যে সব শব্দ আধুনিক ভাষায় সংস্কৃত থেকে অপরিবর্তিতভাবে গৃহীত হয়েছে সেগুলিকে বলা হয় তৎসম। যেমন - জল, বায়ু, আকাশ, মানুষ, সূর্য, গৃহ। এই সমস্ত শব্দগুলি বাংলা এবং মারাঠিতে এই রূপেই ব্যবহৃত হয়।

২। অর্ধ - তৎসম প্রাচিন যুগের বিকৃত তৎসম শব্দ অর্থাৎ অর্ধ-তৎসম শব্দ। কথ্য ভাষায় অর্ধ - তৎসম শব্দের ব্যবহার যথেষ্ট পাওয়া যায়।

বাংলায় যেমন - শ্রদ্ধা > ছেদ্দা, কৃষ্ণ > কেষ্ট, চিত্র > চিত্তির,

বৈদ্য > বদ্দি (বেজ), জ্যোৎস্না > জোছনা (জোনা-কি)

রক্ত > রকত (রাতা), রাত্রি > রাত্তির (রাত)

৩। **তদ্ভব** - বাংলায় যে শব্দগুলি প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে মধ্য ভারতীয় আর্যের মাধ্যমে ধারাবাহিক পরিবর্তন লাভ করে বাংলা রূপ লাভ করেছে, এই জাতীয় শব্দকে বলা হয় 'তদ্ভব' শব্দ (তৎ অর্থাৎ মূলভাষা সংস্কৃত এবং 'ভব' অর্থাৎ উৎপন্ন)। প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে কেবল 'সংস্কৃত' শব্দগুলিই বাংলা রূপে পরিণত হয়নি, অন্যান্য ইন্দো-ইরানীয় বা ইন্দো-ইউরোপীয় ছাড়া অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং চীনীয় ইত্যাদি ভাষা থেকেও বাংলায় বহু শব্দ গৃহীত হয়েছে।

ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (OIA) থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তদ্ভব শব্দ -

বা. আড়াই < প্রা. অড্ঢতইঅ < সং.অর্ধতৃতীয়

বা. আইসে < প্রা. অবিসই < সং.অবিশতি ইত্যাদি

খ) দ্রাবিড় গোষ্ঠী থেকে গৃহীত তদ্ভব -

বা. উলূ (খড়) < প্রা. উলুঅ < সং.উলপ্ > তা. উলুবৈ।

বা. কুড়া (বিঘা) < কুডব < কুটল < তা. কুলকম (কঠিন ও তরল পদার্থের মাপ)।

এছাড়া - ঘড়া, পিলে, মোট, খাল ইত্যাদি।

গ) অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে গৃহীত তদ্ভব -

বাংলা—ঢাক (ঢক্ক), দুলি, টঙ্গ, তাঁবোল (তাম্বুল) উচ্ছে, ঝিঙ্গা, খোকা - খুকি, ডেঙ্গর, ঢেঙ্গা, কদলী (কলা), ডিম, ঢোড়া ইত্যাদি।

ঘ) ইন্দো - ইউরোপীয় গোষ্ঠী থেকে গৃহীত তদ্ভব -

দাম, সুড়ঙ্গ, সিমুই, মুদা, কাহন, পুথি, (ফারসী - পোস্ত), লিপি, ইত্যাদি।

ঙ) মোঙ্গল গোষ্ঠী থেকে গৃহীত তদ্ভব -

বাংলায় - ঠাকুর < প্রা., সং. ঠক্কুর < তুর্কী তিগ্নির (?)

তুরুক < প্রা. তুরুক্ক < তুর্কী, তুর্ক।

আগন্তুক শব্দ

বাংলা আগন্তুক শব্দ দুই জাতীয় -

১. দেশী, ২. বিদেশী

১. দেশী শব্দ - দেশী শব্দ সকল আমাদের দেশের প্রাচীনতর অধিবাসীদের ভাষা অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় অথবা অজ্ঞাত কোনো বংশ থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে। কিছু কিছু এ জাতীয় শব্দ যেমন - কলা, ডিম, ঢোড়া ইত্যাদি শব্দ অষ্ট্রিক গোষ্ঠীয় ভাষা হওয়া সত্ত্বেও এগুলি দেশী শব্দ নয়, এগুলি তদ্ভব শব্দ। কিন্তু যে সমস্ত আর্যেতর ভাষার শব্দ এ দেশে আর্যভাষা আসবার পর বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে, সেগুলি দেশী শব্দ।

যেমন -

ঢোল (ঢোল্ল), ঢাল, ডাঙ্গা, ঝাঁটা, ঝগড়া,

ঝোল, ঝিঙ্গা, ঢেউ, ঢিল, ঝাড়, খিড়কী,

ডাব, ডাহা, ডাঁসা ইত্যাদি।

২. বিদেশী শব্দ - বিদেশী শব্দ বাংলায় প্রধানত তিনটি ভাষা থেকে গৃহীত বা সরাসরি আগত হয়েছে -

১. ফারসী, ২. পোর্তুগীস (ওলন্দাজ, ফারসী),
৩. ইংরেজী।

ফারসী শব্দ - আন্দাজ, খরচ, কম, বেশি, নগদ, পর্দা, শহর, কামান, জাহাজ, পেয়ালা, খেয়াল, রেশম, খুব, জোর, তোপ, বস্তা, দূরবীন, সিন্দুক ইত্যাদি।

আরবী শব্দ - (ফারসী থেকে বাংলায় এসেছে)

আইন, আক্কেল, হুঁকা, কেচ্ছা, খাসী, আয়েশ, বিদায়, জিলা, আতর, কেতাব, তাজ্জব, দফা, মোহর, শাহ, ফৌজ, আওয়াজ ইত্যাদি।

তুর্কী শব্দ - (ফারসী থেকে সরাসরি আগত)

আলখাল্লা, উজবুক, উর্দু (শিবির), কাঁচি, কাবু, কুলী, চাকু, চাকর, বিবি, বোঁচকা, দোকান ইত্যাদি।

পোর্তুগীজ শব্দ - (সংখ্যায় শতাধিক)

আলমারি (almario), আতা (ata), আলপিন (alfinete), আলকাতরা (alcatrao), আনারস (ananas), ইস্ত্রি (estirar), ইস্পাত (espada), কপি (cauve), কামিজ (camisa), কেরানী (cerane), কাবার (acabar), গামলা (gamela), গস্ত (gasto), গরাদে (grade), গুদাম (gudao), গীর্জা (gireja), চাবি (chave), জানালা (Janella), টোকা (touca), তোয়ালে (toalha), নোনা (anona), পাউ (pao), পাদ্রি (padre), পিস্তল (pistola), পেয়ারা (pera), বোতল (botelha), বালতি (balde), বিস্তি (vinte), বেহালা (viola), বরগা (verga), সাবান (sabao), শায়া (saia), সাগু বা সাবু (sagu), পরাত (prato) পেরেক (prego), বারান্দা (veranda), বেসালি (vasilna), মিস্ত্রি (mestra), ফিতা (fita), নীলাম (Leilao), মার্কা (marca) ইত্যাদি।

ডাচ বা ওলন্দাজ শব্দ - ডাচ বা ওলন্দাজ থেকে বাংলায় যে শব্দগুলি এসেছে তা প্রায় সবই তাস - খেলার বিষয়ে। যেমন - হরতন (harten), রুইতন (ruiten), ইস্কাবন (schopen), তুরুপ (troef). বোম গাড়ীর দণ্ড (boom), ইস্ক্রুপ (schroef) ইত্যাদি।

ফরাসী শব্দ - কার্তুজ (cartouche), কুপন (coupon), ফরাসী (Francais), আংরেজ (Anglai.s), মেটে ফিরিঙ্গী (ফরাসী metis (?) দিনেমার (Denmark), ওলন্দাজ (Hollandais) ইত্যাদি।

জার্মান শব্দ - কিন্ডারগার্টেন (Kindergerten), নাজী (Nazi), নাৎসী শব্দ বাংলায় ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এসেছে।

ইংরেজী শব্দাবলী - টিকিট, ইস্টিসান, ট্রেন, লেমনেড, সার্ট, সেমিজ, কোট, কোর্ট, ডেপুটি, টেবিল, চেয়ার, সিনেমা, বায়োস্কোপ, হোটেল, থিয়েটার, ফটো, ফোন, টেলিগ্রাফ, কলেজ, স্কুল, কেয়ার, হাঁস্পিটল, স্পেশালিস্ট, নর্স, পাউডার, মনীআর্ডর, পোষ্ট-কার্ড, পকেট, ইঞ্জিন, রির্জাবেশন, ডাক্তার, ভিজিট, ইত্যাদি।

ইংরেজী শব্দ ভারতীয় সমস্ত ভাষার শব্দ ভাণ্ডারেই নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই বিদ্যা, শাস্ত্র, প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র, রাজত্বের কাজকর্ম সমস্ত ক্ষেত্রে প্রচুর ইংরেজী শব্দের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, বর্তমানে এমন অবস্থা যে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষাতেও ইংরেজী শব্দ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

কিছু ইংরেজী শব্দ বাংলায় সমাস যুক্ত পদে উপসর্গের মত ব্যবহৃত হয়। যেমন -

হেড - হেড পণ্ডিৎ, হেড মৌলবী, হেড-মিস্ত্রী ইত্যাদি।

হাফ - হাফ সার্ট, হাফ - হাতা

ফুল - ফুল সার্ট, ফুল - মোজা, ফুল - হাতা জামা, ফুল - পেন্ট ইত্যাদি।

অনূদিত ঋণ - (Translated Loan) হিসেবে -

বিশ্ববিদ্যালয় (University), বলগা হরিণ (Rein deer), যোজনা (planning), শীর্ষ সম্মেলন (Summit conference), হাতখড়ি (wrist watch), মাতৃভূমি (Mother Land), পাদপ্রদীপ

(footlight), বিষয়বস্তু (subject Matter), বাতিঘর (Light house), গলাবন্ধ (Nicktiet cravat), লাল ফিতার বাঁধন (Red Tapism) ইত্যাদি।

আধুনিক বাংলায় ইংরেজি থেকে অনুদিত শব্দ ও বাক্যাংশ বেশ কিছু প্রচলিত। যেমন-আনন্দের সঙ্গে (with pleasure), দু:খিত (Sorry), বাধিত (Indebt), অনুগৃহীত (obliged), স্বর্ণযুগ (Goldenage), স্বর্ণাক্ষর (Golden letters), সুবর্ণ-সুযোগ (Golden opportunity) ইত্যাদি।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ভাষায় ইংরেজী বাক্যরীতি অনুকরণেরও চেষ্টা চলছে। 'নেই' অর্থে ইংরেজী অনুপস্থিত (Absent), 'বর্তমান' অর্থে 'উপস্থিত' (Present) এখন বাংলায় লেখা হয়ে থাকে। যেমন - তাতে সমস্ত গুণ উপস্থিত। 'স্বাক্ষর' শব্দটির ব্যবহার এইরূপ - কবিতাটিতে কবির নিজস্বতার স্বাক্ষর নেই, ইত্যাদি।

মারাঠি শব্দ ভাণ্ডার

মারাঠি শব্দ ভাণ্ডারেও কালে কালে বহু - ভাষার শব্দ স্থান পেয়েছে। আর্যভাষার শব্দ যেমন আছে তেমনি দ্রাবিড় ভাষার বহু শব্দও স্থান পেয়েছে ভৌগোলিক সান্নিধ্যের জন্য। বাহ্মনী রাজত্বকাল থেকে বহু আরবী-ফার্সী শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে পরে ইংরেজী সহ ইউরোপীয় ও অন্যান্য ভাষার শব্দ মারাঠি শব্দ-ভাণ্ডারে গৃহীত হয়েছে।

মারাঠি ভাষাবিদেরা মারাঠি শব্দ ভাণ্ডারের শব্দগুলিকে এই কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন -

১. তৎসম শব্দ

যা অপরিবর্তিত ভাবে সংস্কৃত থেকে মারাঠিতে গৃহীত এবং প্রচলিত, সেগুলিকে বলা হয়েছে প্রাচীন তৎসম।

যেমন -

বেদ, বেদাঙ্গ, ব্রাহ্মণ, ওঙ্কার, ইন্দ্র, বরুণ,

ঋষি, আচার্য, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ইত্যাদি।

কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতে রূপান্তরিত হয়েছিল, পরে আবার সংস্কৃত রূপ প্রচলিত হয়। সেই শব্দগুলিকে বলে অর্বাচীন তৎসম।

যেমন -

নখ, মেঘ, পজন্য, মার্গ, সভাগৃহ, নিধিমণ্ডল দিনাঙ্ক,

কার্যালয়, মন্ত্রী, পর্ণ, বৃক্ষ, বিষ, উন্মেষ, তৃষা ইত্যাদি।

২. রূপ - তৎসম অর্থ তদ্ভব

যে সব সংস্কৃত শব্দের রূপ একই আছে কিন্তু অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলি এই শ্রেণীর।

যেমন -

যজমান (পতি), অবতার (রূপ), উপসর্গ (সম্বন্ধ),

সঞ্চিত (পুণ্যকর্ম), পুণ্যতিথি (মৃত্যুদিবস) ইত্যাদি।

৩. রূপ তদ্ভব - অর্থতৎসম

এগুলি বাংলা তদ্ভব শব্দের সগোত্র। প্রাকৃতের মাধ্যমে এদের রূপ পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু অর্থ একই আছে। যেমন -

কর্ম	>	কম্ম	>	কাম
কার্য	>	কজ্জ	>	কাজ
হস্ত	>	তুর্থ	>	হাত
চম্পক	>	চম্পঅ	>	চাফা
গ্রাম	>	গাও	।	

৪. রূপতত্ত্ব - অর্থতত্ত্ব

যে সব সংস্কৃত শব্দের প্রাকৃতের মাধ্যমে রূপ এবং অর্থ দুয়েরই পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলি এই শ্রেণীর। লক্ষণা বা ব্যঞ্জনায় এই শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে।

যেমন -

উতরণে, তিখট, ইত্যাদি।

৫. দেশী শব্দ

আর্য আগমনের পূর্বকালীন অধিবাসী - নাগ, ভীল, কাতকরী, কোল, গোণ্ডদের ভাষার শব্দ। অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় দুই গোষ্ঠীর ভাষার শব্দই এর মধ্যে পড়ে।

ক) অষ্ট্রিক -

কেলা, কম্বল, সিম্বল, লাঙ্গল, লিঙ্গ, তামুল, নারিকেল, ঢেকুণ, ডোঙ্গর, কোল্হা, বাণ, কার্পাস ইত্যাদি।

খ) কন্নড় -

চৌখাড়, বড়সণে, কিডাল, ওগর, ভাঙ্গার, বিচার, সাটী, বাড, মুকটা, ওটা, অক্কা, অন্না, নাডূ ইত্যাদি।

গ) তেলুগু শব্দ -

বুরী (কাদা), জাকন্দণে (ব্যাপ্তি), জাড়ী (কম্বল), টালে (তালা), তুপ (ঘি) ইত্যাদি।

ঘ) তামিল -

ওড়প, টেঙ্গুল, মণ্ডা, মাঞ্জরপাট ইত্যাদি।

৬. হ্যামিটো - সেমিটিক

আরবী-ফার্সী ভাষার শব্দ। যে কোন ভারতীয় ভাষার মতোই মারাঠিতেও এজাতীয় শব্দের সংখ্যা অনেক।

যেমন -

কাগজ, বিন, দরবার, কবুল, কায়দা, খবরদারী,

কমর, খর্চ, খুলাসা, সামান, হাজার, আব্রু,

নৌবত, ইনাম, তারীখ, কর্জ, দবা, দাখল ইত্যাদি।

৭. ইউরোপীয় ভাষার শব্দ

এদের মধ্যে ইংরেজী প্রধান। অন্য ভাষার মধ্যে ফরাসী, পোর্তুগীজ উল্লেখযোগ্য।

ক) ইংরেজী

মারাঠিতে ইংরেজীর শব্দ সংখ্যা ও তার প্রয়োগ বাংলার মতই অধিক। দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ শব্দই ইংরেজী। স্কুল-কলেজ-অফিস-হাসপাতাল সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত শব্দই ইংরেজী থেকে এসেছে। কলেজ, ইউনিভার্সিটি, পেন, টেবিল, স়ার্ট, কোর্ট, কালেক্টর, পুলিস, বুট, পালিশ, ডাক্তার, থার্মস, পাউডার, নার্স, সীট, মেশিন, টিকিট, ইঞ্জিন, ইত্যাদি তার কিছু দৃষ্টান্ত।

খ) পোর্তুগীজ

কাজু, ফালতু, ফীত, লবাদ, নাতাল, পনার, পাউ, টিকাউ, আনানস, বশী, বটাটা, বিস্কুট, চাবী, কোবী, মিস্ত্রী, মেজ, পাত্রী, পোপড়ী, ভোপ়ড়া ইত্যাদি।

গ) ফরাসী - কডাবীন (carabine), কুপন, ব্লাক, ফানস ইত্যাদি।

৮. অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্যভাষার কিছু শব্দ অর্বাচীন কালে মারাঠিতে প্রবেশ করেছে।

হিন্দী ও গুজরাতি থেকে নিত্য - প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসের নাম মারাঠিতে প্রবেশ করেছে।

যেমন - কুত্তা, মৌৎ, আচ, নাদান, লাঠী, টক্কর, অসর, বরসাত, জাওয়ান, ভল, সচ্চা, বাচ্চা ইত্যাদি হিন্দী শব্দ ও গুজরাতি - মান্দগী, আজার উল্লেখ যোগ্য।

●

গ্রন্থপঞ্জী

কৃ.পা. কুলকর্ণী	:	মারাঠি ভাষা আণি বিকাস
দ্বিজেন্দ্র নাথ বসু	:	বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিহাস
পরেশচন্দ্র মজুমদার	:	বাংলা ভাষা পরিক্রমা
পার্বতী চরণ ভট্টাচার্য	:	বাংলা ভাষা
বা. গো. পরাঞ্জপে	:	মরাঠি ভাষেচা বিকাস
বি. কা. রাজবাড়ে	:	ভাষাশাস্ত্র আণি মরাঠি ভাষা
বি. কা. রাজবাড়ে	:	যাদব কালীন মরাঠি ভাষেচে ব্যাকরণ
বিধু শেখর শাস্ত্রী	:	পালিপ্রকাশ
বৈদ্য, গোসাবী, সহস্রবুদ্ধে এবং দেব	:	মরাঠিচে ভাষাশাস্ত্র
মু. শ্রী. কানড়ে	:	মরাঠিচা ভাষিক অভ্যাস
ম. রা. দাতে	:	মরাঠি ভাষাভ্যাস
র. রা. গোসাবী এবং সূর্যকান্ত দ. বৈদ্য	:	মরাঠিচে ঐতিহাসিক ভাষাশাস্ত্র
রামেশ্বর শ	:	সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা
শং গো. পরাঞ্জপে	:	যাদবকালীন মরাঠি ভাষা
শুকদেব সিং	:	ভোজপুরী ও হিন্দী
সত্যনারায়ণ দাশ	:	বীরভূমের ভাষা ও শব্দকোষ
সুকুমার সেন	:	ভাষার ইতিবৃত্ত
সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	:	ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

A.C. Woolner : An Introduction to Prakrit

G.A. Grierson : Linguistic Servey of India-Vol. VII

John Beames : Comparative Grammar of Modern Aryan Languages of India

J.S. Taraporewala : Elements of the Science of the Language

Jules Bloch : The Formation of the Marathi Language

Eng. Tr. By Dr. Dev Raj Chanana

P.D. Gune : An Introduction to Comparative Philology

R. Caldwell : A Comparative Grammar of the Dravidian or South-Indian Family of Languages

S.K. Chatterjee : The Origin And Development of the Bengali Language

Indo-Aryan And Hindi

Vijaya Chitnis : An Intensive Course In Marathi